সম্পূর্ণ উপন্যাস

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.12.21 11:44:04 +06'00'

জয়ন্তীর জঙ্গলে

সমরেশ মজুমদার

আমেরিকা থেকে মেজর টেলিফোন করেছিলেন, "অর্জুন, তুমি এখন কীরকম ব্যস্ত?" জলপাইগুড়িতে অপরাধের সংখ্যা কম। এখন বেশিরভাগ ঘটনার পেছনে রাজনীতি থাকছে। ফলে অর্জুনকে অনেক সময়ই বেকার বসে থাকতে হয়। তবে যে-কোনও খারাপ দিকের একটা ভাল দিক থাকে। সময়টা অর্জুন ব্যবহার করছে পড়াশোনা করে। অপরাধ বিষয়ক বইপত্র সে জোগাড় করেছে বিভিন্ন

ছবি : অনুপ রায়

সূত্র থেকে। এখন তার সেইরকমসময় চলছে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানাতেই মেজর বললেন, "গুড। তুমি আগামী আট তারিখে কলকাতায় চলে এসো। ম্যালকম স্মিথ ওইদিন কলকাতায় পৌঁছবেন। উঠবেন তাজ বেঙ্গলে। আমাকে অবশ্য উনি বারংবার বলছেন ওঁর সঙ্গে যেতে, আমি এখনও স্থির করতে পারিনি যাব কিনা।"

মেজরের কথার ধরনই এইরকম। কোনও ভূমিকা নেই, একেবারে মূল কথাটা বলেই খালাস। কে এই ম্যালকম স্মিথ, কেন আসছেন কলকাতায়, অর্জুনকে কেন তাঁর কাছে যেতে হবে, সেসব বৃত্তান্তে গেলেনই না। সুদূর আমেরিকা থেকে ফোনটা এসেছে, বেশি সময় নেওয়া ঠিক নয়, তবু অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার স্মিথ কেন আসছেন?" উত্তরে মেজর বললেন, "উনি একজন পাখি-বিশেষজ্ঞ। মোটামুটি পৃথিবীর অনেক পাখি নিয়ে কাজ করা হয়ে গেছে, ভারতবর্ষ বাকি ছিল, আমিই বললাম কলকাতায় যেতে। আর হ্যাঁ, এটা একেবারে বেসরকারি ভ্রমণ, তাই তোমাকে বলছি সাহায্য করতে।"

মেজরের ফোন পাওয়ার পর অর্জুনের মনে হল, এরকম জোলো ব্যাপারের জন্যে কলকাতায় যাওয়ার কোনও মানে হয় না। যদিও জলপাইগুড়িতে তার করার কিছু নেই, কিন্তু—। মাকে বলতেই হিতে বিপরীত হল। মা বললেন, "অত বড় মানুষটা যখন বলেছেন তখন তোর যাওয়া উচিত। সবসময় যে খুনি-বদমাশদের ধরতে হবে তার কি মানে আছে! আর ওই ভদ্রলোক তো তোকে খুব স্নেহ করেন। যা, ঘুরে আয়।"

অর্জুনের জীবনে অমল সোমের ভূমিকার কথা মা জানেন। তাঁকে উনি খুবই শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু অমলবাবুর সংস্পর্শে এসে অর্জুন আর পাঁচজনের থেকে আলাদা হয়ে গেল, এই ব্যাপারটা প্রথমদিকে কিছুতেই মানতে পারেননি। পরে একসময় অবশ্য সয়ে গেছে। আর বিষ্টুসাহেব এবং মেজরকে ওঁর খুবই পছন্দ। এই দু'জনের মধ্যে মেজরকে ভাল লাগে তাঁর খোলামেলা কথার জন্যে। মেজরকে একবার তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আচ্ছা, আপনি তো সংসার করেননি, পিছুটান নেই, তাই কি আমেরিকায় থাকেন?"

মেজর জবাব দিয়েছিলেন, "যে গর্দভ আপনাকে বলেছে আমি সংসার করিনি, সে অবশ্যই নরকে যাবে। আমার বিশাল সংসার, সেই যে কবিতা আছে না, দেশে দেশে মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া—। হা হা হা।" তা এইরকম মানুষকে তো মায়ের ভাল লাগবেই।

দার্জিলিং মেলে টিকিট কাটল অর্জুন। আট তারিখ সকালে সে কলকাতায় পৌঁছে যাবে। কিন্তু পৌঁছে কোথায় উঠবে? ভবানীপুরের ভদ্রলোকের কথা মনে এল। গেলে তিনি খুব খুশি হবেন। কিন্তু দেখা হলেই কানের পোকা বের করে দেবেন। ওঁর ইচ্ছে, অর্জুন জলপাইগুড়ি ছেড়ে চলে আসুক, কলকাতায় বসে সত্যসন্ধান করুক। এটা যে তার পক্ষে মেনে নেওয়া এখন পর্যন্ত সম্ভব নয়, তা ভদ্রলোককে বোঝাতে পারেনি অর্জুন।

সাত তারিখের সকালে কদমতলার মোড়ে টুথব্রাশ কিনতে গিয়েছিল সে। এইসময় জগুদার সঙ্গে দেখা হল। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরেও জগুদার চেহারার কোনও পরিবর্তন আসেনি। হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, কী খবর?"

"কলকাতায় যাচ্ছি। আজ।"

"নতুন কোনও কেস?"

"না,না। এক ভদ্রলোক আসছেন বিদেশ থেকে, তার সঙ্গে দেখা করব।"

"অ। তুই একটা খবর জানিস? জলপাইগুড়ি জেলায় উগ্রপন্থীরা ঢুকে গেছে। চালসা মেটেলি নাগরাকাটা এলাকার মানুষজন খুব আতঙ্কে আছে।"

"কাগজে পড়েছি। তুমি কি ওদিকে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। গতকালই ফিরেছি। পুলিশ কিছুই করতে পারছে না।"

www.boiRboi.blogspot.com

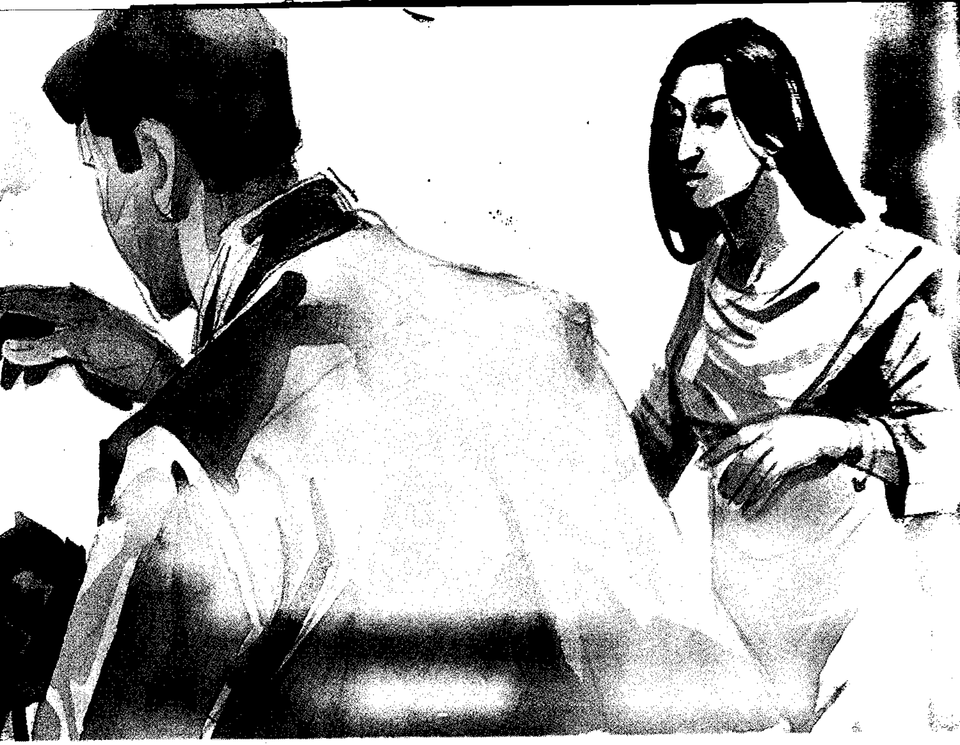

জগুদাকে খুব বিষণ্ণ দেখাল। ভারতবর্ষে এখনও কিছু মানুষ আছেন যাঁরা দেশের কথা ভাবেন। জগুদা তাঁদের একজন। জগুদা বললেন, "যা, ঘুরে আয়। ক'দিনের প্রোগ্রাম?"

"কিছুই জানি না। এমন কী কোথায় উঠব, তাও না।"

"তাই? থাকার প্রবলেম হলে আমাকে বল। আমার ভগ্নিপতি তো এখন চণ্ডীগড়ে। ওদের ফ্ল্যাট তালাবন্ধ, একটা চাবি আমার কাছে আছে। তুই নিয়ে যেতে পারিস। বাইরে খেতে হবে কিন্তু।" জগুদা বললেন।

হাতে চাঁদ পেল যেন। তখনই অর্জুন গেল জগুদার সঙ্গে ওঁর বাড়িতে। শুধু চাবি নয়, একটা চিঠিও লিখিয়ে নিল, যদি কোনও সমস্যা হয়।

ঠিক সময়ে দার্জিলিং মেল পৌঁছে গেল শিয়ালদা স্টেশনে। সঙ্গে একটা সুটকেস, তাই ট্যাক্সি নিতে হল। জগুদার ভগ্নিপতির ফ্ল্যাট হল রিচি রোডে। চারতলা বাড়ির তিনতলায় দুটো ফ্ল্যাটের একটার দরজায় ভগ্নিপতির নাম লেখা রয়েছে, 'অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়'। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই বোঁটকা গন্ধ নাকে এল। দীর্ঘদিন জানলা দরজা বন্ধ থাকলে এরকম অবস্থা হতেই পারে।

জানলাগুলো খুলে দেওয়ার পর অর্জুন খুশি হল। বেশ সাজানো ফ্ল্যাট। জগুদার ভগ্নিপতি অরবিন্দবাবু সাবধানী মানুষ। বিছানা, সোফা চাদরে ঢেকে গেছেন, যাতে ধুলো না জমে। একটা টেলিফোন রয়েছে কিন্তু সেটি মৃত। স্নান সেরে পোশাক বদলে জানলা বন্ধ করে বাইরে এল অর্জুন। দরজায় যখন তালা দিতে যাচ্ছে তখন একটি নরম স্বর শুনল, "এক্সকিউজ মি!"

অর্জুন দেখল, বেশ লম্বা ফরসা একটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে, যার পরনে জিন্স আর শার্ট। তাকে তাকাতে দেখে তরুণী বলল, "আমরা পাশের ফ্ল্যাটে থাকি। মিস্টার ব্যানার্জি বলে গিয়েছিলেন ওঁর এই ফ্ল্যাটের কথা যেন খেয়ালে রাখি।"

অর্জুন হেসে ফেলল, "আমার নাম অর্জুন। জলপাইগুড়ি থেকে এসেছি। মিসেস ব্যানার্জির দাদা আমাকে এই ফ্ল্যাটের চাবি দিয়েছেন। কয়েকদিন থাকব।"

"ও! আচ্ছা! কিন্তু—।"

"বলুন!"

"মিস্টার ব্যানার্জি আমাদের কখনওই বলেননি যে, কেউ এসে থাকবেন!"

"ঠিকই। উনি জানতেন না। হঠাৎই আসতে হল আমাকে।" পকেট থেকে জগুদার চিঠি বের করে এগিয়ে ধরল অর্জুন।

মেয়েটি চিঠিটা পড়ল। তারপর বলল, "আপনি যদি আমাদের ফ্ল্যাটে একটু আসেন তা হলে ভাল হয়।" চিঠিটা ফিরিয়ে দিল না সে।

পাশের ফ্ল্যাটের দরজাটা খোলাই ছিল। অর্জুন মেয়েটিকে অনুসরণ করল। বাইরের ঘরটি সুন্দর সাজানো। মেয়েটি ওকে বসতে বলে ভেতরে চলে গেল। অর্জুন বসল না। সে দেখল দেওয়ালে দুটি বিরাট পোস্টার ছবি। একটি রবীন্দ্রনাথের, অন্যটি একজন বিদেশির। সে এগিয়ে গেল ছবিটার দিকে। নীচে লেখা রয়েছে, উইলিয়াম শেক্সপিয়র।

"হ্যাঁ, আপনি, আপনাকে মিস্টার গাঙ্গুলি পাঠিয়েছেন? বাঃ, খুব ভাল। আপনি তো জলপাইগুড়িতে থাকেন? আমি ওই শহরে গিয়েছি শেষবার নাইনটিন সিক্সটি সেভেনে। বেশ ভাল মনে পড়ছে আমার।" যে ভদ্রলোক ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে কথাগুলো বললেন, তাঁর চুল ধবধবে সাদা, পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি।

"বাবা!" মেয়েটি চাপা গলায় বলল।

"ও হ্যাঁ। পাশের ফ্ল্যাটের অরবিন্দ ব্যানার্জি আমার মেয়ে শ্রেয়াকে দায়িত্ব দিয়েছিল দেখাশোনা করার। তাই ও আপনাকে এখানে ঢুকতে দেখে একটু বিচলিত। কিন্তু মিস্টার গাঙ্গুলির এই চিঠির পর তো কোনও সমস্যা থাকছে না, তাই না মা?"

www.boiRboi.blogspot.com

শ্রেয়া বলল, "ওঁর এই চিঠি যদি ঠিক হয় তা হলে বলার কিছু নেই।"

অর্জুন বলল, "উনি ঠিকই বলেছেন। একটা কাজ করা যাক, আপনারা জগুদাকে টেলিফোন করুন। এই চিঠিতেই ওঁর নম্বর আছে। তারপর নিশ্চয়ই ধন্দ থাকবে না।"

"বুঝতে পেরেছি। তুমি কি ফোন করবে মা?" ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

"আশ্চর্য! তোমাদের বোঝাতে পারছি না কেন আমি যেটা বলছি সেটাই স্বাভাবিক।" শ্রেয়া বেশ বিরক্ত হয়েই কথাগুলো বলল।

অর্জুন মাথা নাড়ল, "আমি আপনার সঙ্গে একমত। তাই টেলিফোনটা করতে বলছি।"

শ্রেয়া ঘরের এককোণে রাখা টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যেতে অর্জুন বলল, "জলপাইগুড়ির এস.টি.ডি কোড নাম্বার জিরো থ্রি ফাইভ সিক্স ওয়ান।"

মিনিটখানেকের মধ্যে কথা শেষ হল। শ্রেয়া মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে।"

ভদ্রলোক বললেন, "যাক, আর কোনও সন্দেহ নেই।"

শ্রেয়া বলল, "বসুন। নিশ্চয়ই সকালে কিছু খাওয়া হয়নি।"

"অনেক ধন্যবাদ, ওসব নিয়ে চিন্তা করবেন না।" অর্জুন হাসল।

"আপনি আহত হয়েছেন।" ভদ্রলোক সস্নেহে বললেন, "কিন্তু শ্রেয়ার পয়েন্টটা যে ভুল ছিল না, তা তো আপনিই বলেছেন। আপনি আমার ছেলের মতো, আমি বলছি, বসুন, এক কাপ চা খেয়ে যান।"

এবার আর আপত্তি চলে না। অর্জুন বসল। সামনের সোফায় ভদ্রলোকও।"

"এখানে ক'দিনের প্রোগ্রাম?" ভদ্রলোক জানতে চাইলেন। শ্রেয়া ভেতরে চলে গেল।

"এখনও অবধি জানি না। এক ভদ্রলোক বিদেশ থেকে আসছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারব। আমার নাম অর্জুন।"

"আচ্ছা। আমি তাপস দত্ত। এখন রিটায়ার্ড মানুষ। আপনি কী করেন অর্জুন?"

ওরকম বয়স্ক লোকের মুখে 'আপনি' শুনতে খারাপ লাগছিল। কিন্তু ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল উনি বোধ হয় 'আপনি' বলতেই অভ্যস্ত। অর্জুন হেসে জবাব দিল, "আমি একজন সত্যসন্ধানী।"

"কী? আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না!" ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করলেন।

"আমি সত্যসন্ধান করি। এটাই আমার নেশা এবং পেশা।"

"আচ্ছা! খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো! আপনার বয়সী কোনও বাঙালি ছেলেকে এই পেশা নিতে আমি দেখিনি। আমি অধ্যাপনা করতাম। এখনও ওই পড়াশোনা ছাড়া থাকতে পারি না। এখন গাছের পাতা নিয়ে পড়ে আছি।"

"গাছের পাতা?"

"হ্যাঁ। প্রতিটি গাছের পাতার নিজস্ব দোষ অথবা গুণ আছে। মোটামুটি আঠারোশো পাতাকে চিহ্নিত করতে পেরেছি, যারা এ ওর থেকে আলাদা। বছর দুই আগে পর্যন্ত আমি নিয়মিত জঙ্গলে যেতাম। কাশ্মীর থেকে শুরু করে হিমালয়ের নীচের দিকটা অনেকবার ঘুরেছি। তবে হ্যাঁ, আপনাদের জলপাইগুড়ির দিকটায় যাওয়া হয়নি, তা প্রায় চৌত্রিশ বছর হয়ে গেল!" তাপসবাবু বললেন।

"আসলে আপনি ঠিক কী আবিষ্কার করতে চাইছেন?"

"আবিষ্কার? না,না। আমি আর কি আবিষ্কার করব! আমি যা জানতে পেরেছি তা সরকারকে জানিয়ে দিয়েছি। পোকা বাছার কাজটা তো কাউকে করতে হয়।"

তাপসবাবু হাসলেন, "আসলে কী জানেন, কোন পাতার রসে কী ওষুধের গুণ আছে এটা নিয়ে তো গবেষণা চলছেই। ওষুধপত্রও আবিষ্কার হচ্ছে। কিন্তু এ ছাড়াও অন্য ব্যাপার আছে। পাখিরা কোনও কোনও গাছের পাতায় বসতে একদম পছন্দ করে না, আবার কোনও পাতা তাদের খুব প্রিয়। না, খাওয়ার জন্যে নয়, শুধু পাতায় বা তার ডালে বসে দোল খেতে পছন্দ করে তারা। পিঁপড়েরা সব গাছের পাতায় বাসা বাঁধতে পছন্দ করে না। বড় পাতায় জল লাগবে না, তবুও। কেন? গিরগিটি পাতার রঙের সঙ্গে শরীরের রং মিলিয়ে লুকোতে পারে। কিন্তু কোনও-কোনও পাতার ক্ষেত্রে পারে না বলে তার ধারেকাছে ঘেঁষে না।"

শ্রেয়া বলল, "বাবা, উনি তোমার কথা শুনতে আগ্রহী কিনা জিজ্ঞেস করেছ?" সে টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখল। অর্জুন দেখল চায়ের সঙ্গে বাড়িতে বানানো নিমকি দেওয়া হয়েছে। তাপসবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তাই তো! নিন, খেয়ে নিন, নিমকিটা খুব ভাল হয়েছে।"

চা খেতে-খেতে অর্জুন বলল, "আপনার কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগছে।"

"বেশ তো", তাপসবাবু বললেন, "পাশের ফ্ল্যাটে উঠেছেন, মাঝে-মাঝেই গল্প হবে। আমার কাছে সংগৃহীত পাতার ছবি আছে, দেখাব।"

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল অর্জুন, "আচ্ছা, তা হলে!—"

শ্রেয়া বলল, "যদি কোনও কিছুর প্রয়োজন হয় তা হলে বলবেন।"

ঘাড় নেড়ে অর্জুন বেরিয়ে এল। পরিবারটি চমৎকার। কিন্তু তাপসবাবু এবং শ্রেয়া ছাড়া আর কাউকে সে দেখতে পায়নি। শ্রেয়ার মা কি বাইরে এলেন না? আসতেই হবে এমন কোনও কারণ ছিল না।

অর্জুন জানত তাজ বেঙ্গল পাঁচতারা হোটেল। কিন্তু হোটেলটা সম্পর্কে তার ধারণা ছিল না। এখানে তাকে আসতে হয়েছে ট্যাক্সিতে। রিসেপশনে পৌঁছতেই মনে হল যেন অমরাবতীতে পৌঁছে গেছে। রিসেপশনিস্ট মহিলা বললেন, "মিস্টার ম্যালকম স্মিথ। হ্যাঁ, সার, উনি আজ ভোরেই চেক ইন করেছেন। আপনি কি মিস্টার অর্জুন?"

অর্জুন অবাক হল, "হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?"

"মিস্টার স্মিথ আমাদের জানিয়েছেন, অর্জুন নামের এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। কিছু মনে করবেন না সার, আপনার আইডিটা দেখাবেন?"

আইডি মানে যে আইডেন্টিটি কার্ড, সেটা অর্জুন জানে। সেরকম কিছু তো সঙ্গে—, ভাবামাত্রই মনে পড়ল। পার্স থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করে এগিয়ে দিল, "এতে হবে?"

"শিওর।" মহিলা তার সঙ্গে কার্ডের ছবি মিলিয়ে নিলেন।

"আপনারা কি কোনও গেস্টকে আইডেন্টিটি কার্ড ছাড়া অ্যালাউ করেন না?"

"না সার। মিস্টার স্মিথ নির্দেশ দিয়েছেন ওঁকে কেউ যাতে বিরক্ত না করে তা যেন আমরা দেখি। ও.কে., উনি তিনশো সাতাশ নাম্বারে আছেন।"

এখন প্রায় বারোটা। জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং মেলে শুয়ে সারারাত এলে শরীরে ক্লান্তি তেমন থাকে না কিন্তু সেই আমেরিকা থেকে সাত সমুদ্র পেরিয়ে এলে জেট ল্যাগ হতেই পারে, না হলেও ক্লান্তিতে ঘুম আসা স্বাভাবিক। অর্জুন একটু ইতস্তত করছিল। কিন্তু তিনতলায় উঠে সাতাশ নম্বর ঘরের সামনে পৌঁছে অর্জুন অবাক। দরজা খোলা। ভেতরের ঠাণ্ডা বাইরে বেরিয়ে আসছে। এবং খাটো রোগা এক সাহেব এগিয়ে এসে হাত বাড়ালেন, "তুমি অর্জুন?"

ভদ্রলোকের ইংরেজি স্পষ্ট। আমেরিকানদের মতো জড়ানো নয়। অর্জুন মাথা নেড়ে হাতে হাত মেলাল, "আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার স্মিথ?"

"ম্যালকম। আমাকে ম্যালকম বলে ডেকো। ভেতরে এসো।"

অর্জুন ঘরে ঢুকতেই তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন, "তুমি তো আজ সকালে এই শহরে এসেছ! আমি মেজরকে বলেছিলাম তোমাকে এতটা কষ্ট না করাতে, সে শুনল না। কোথায় উঠেছ তুমি? এখানে তোমার থাকার জায়গা আছে, না হোটেলে?"

"ওটা নিয়ে আমার কোনও সমস্যা হয়নি।"

www.boiRboi.blogspot.com

"গুড। তুমি কি কিছু খাবে?"

"না, না।"

"আমি একটু জল খাব।" ভদ্রলোক চলে গেলেন ঘরের অন্য প্রান্তে। তারপর একটা জলের বোতল বের করলেন। অর্জুনের মনে হল বোতলটা ভদ্রলোক স্বদেশ থেকে এনেছেন। ওরকম চেহারার বোতল এদেশে বিক্রি হয় না। ভদ্রলোকের বয়স আন্দাজ করা মুশকিল। তবে পঞ্চান্ন থেকে সত্তরের মধ্যে উনি আছেন। লম্বায় পাঁচ ফুটের বেশি নন, ওজনও পঞ্চান্ন কেজি হবে কি না সন্দেহ। কিন্তু চলাফেরায় বেশ চটপটে ভাব আছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মেজর তা হলে এলেন না?"

ভদ্রলোক কাঁধ নাচালেন, "এসব মানুষকে অ্যাসেস করা মুশকিল। প্রথমে বলল, আমাকে নিয়ে আসবে। তারপর বলল, তুমি একা যাও। আসার দু'দিন আগে ফোন করল, যেতে বড় ইচ্ছে করছে। তা তখন টিকিটের চেষ্টা করা হল। আবার ফ্লাইট ফুল। কিন্তু তার এমন জেদ চেপে গেল, যে অন্য এয়ারলাইন্সের টিকিট জোগাড় করে ফেলল। সেটি কলকাতায় নামছে বিকেল তিনটের সময়।"

"তার মানে মেজর আসছেন!" অর্জুন খুশি হল।

"হ্যাঁ, না এলে আমার মাথাখারাপ কে করবে। বলো।"

অর্জুন বলল, "আপনার সঙ্গে মেজরের তা হলে অনেকদিনের আলাপ?"

"নো। মোটেই নয়। মাত্র দেড় বছরের। কিন্তু এত অল্পদিনে কোনও মানুষের নাড়ির খবর আমি আগে কখনও জানিনি। যাকে ওর ভাল লাগে তার সঙ্গে এমনভাবে মেশে যে, না হেসে পারা যায় না। দেড় বছর আগে অভিযাত্রী সঙ্ঘে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আর তখন থেকেই তোমার কথা আমি শুনে আসছি।"

ভদ্রলোক চুপ করতেই অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এখন বলুন আমি কী করতে পারি!"

ম্যালকম স্মিথ তাকালেন, "তার আগে ঠিক করতে হবে তুমি কীভাবে করবে!"

"তার মানে?" অর্জুন বুঝতে পারল না।

"মেজরের পরিচিত বলে তুমি আমার জন্যে সময় নষ্ট করো তা আমি চাই না। কারণ সেক্ষেত্রে তুমি যা করবে তা নেহাতই সৌজন্যের কারণে। তোমার কোনও দায়িত্ব থাকবে না। আমি চাই তুমি প্রফেশনালি এই ট্রিপে আমার সঙ্গে জয়েন করো।" ম্যালকম বললেন।

অর্জুন বলল, "এ তো ভাল কথা, কিন্তু আমি তো জানিই না আপনি কী করতে ভারতবর্ষে এসেছেন। শুধু শুনেছি, আপনি পাখির ওপর গবেষণা করেন।"

"ওয়েল, গবেষণা কি না জানি না, কিন্তু পাখি আমাকে আকর্ষণ করে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই আমি গিয়েছি পাখির খোঁজে। ভারতবর্ষে আসা হয়নি। মেজর বলল কলকাতাকে বেস করে জঙ্গলগুলোতে যেতে।" ম্যালকম উঠলেন। একটা ব্যাগ থেকে ম্যাপ বের করে টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, "এখানে এসো।"

অর্জুন পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

ম্যালকম বললেন, "ভারতবর্ষের এটা পূর্ব অঞ্চল। এই হল কলকাতা। রাইট? এখানে আমরা আছি। এই ম্যাপ বলছে, কাছাকাছি সবচেয়ে বড় জঙ্গল এখানে, বে অব বেঙ্গলের পাশে—।" আঙুল রাখলেন তিনি।

"সুন্দরবন।"

"এখানে পৌঁছতে কতটা সময় লাগল?"

"এদিকটার সঙ্গে আমি তেমন পরিচিত নই। শুনেছি কলকাতা থেকে প্রথমে গাড়িতে, তারপর লঞ্চে যেতে হয়। বোধ হয় ঘণ্টা সাত কি আট লাগে।"

"এতটা সময় লাগবে এটুকু যেতে?"

"হ্যাঁ। তা ছাড়া আপনি সুন্দরবনের ভেতর হেঁটে বেড়াতে পারবেন না।"

"কেন?"

"জলকাদার ওপর গাছগুলো দাঁড়িয়ে এবং কোনও রাস্তা নেই। একমাত্র স্থানীয় কিছু মানুষ ওর ভেতরে ঢুকতে সাহস করে। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন! এই জঙ্গল সেই বাঘের রাজত্ব। একটু অন্যমনস্ক হলেই পেটে যেতে হয়। সুন্দরবনের ভেতরে প্রচুর খাড়ি আছে। সেই খাড়ি দিয়ে নৌকো নিয়ে ঘোরা যায়। কিন্তু বাঘের ভয়টা থাকেই।" অর্জুন যেটুকু শুনেছে তা জানিয়ে দিল।

ম্যালকম ভাবলেন একটু। তারপর বললেন, "ইন্টারেস্টিং। কিন্তু নৌকো করে ঘুরলে আমার চলবে না। আমি হাঁটতে চাই, দরকার হলে গাছে উঠতে হতে পারে।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "সুন্দরবনের বেশিরভাগ জায়গায় সেটা সম্ভব নাও হতে পারে।"

ম্যালকম ম্যাপটার দিকে তাকালেন, "এর পর কাছাকাছি যে জঙ্গল দেখছি, সেটা এখানে।"

অর্জুন তাকাল, ভদ্রলোকের আঙুল বিহার এবং ওড়িশার জঙ্গলগুলোকে চিহ্নিত করছে। সে মাথা নাড়ল, "ওই জঙ্গলগুলো সম্পর্কে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই।"

"সে কী! মেজর বলেছিল তুমি নাকি ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সম্পর্কে খুব ওয়াকিবহাল!"

"একটু বেশি বলেছেন। আমি বেশ কয়েকবার এইসব জঙ্গলে গিয়েছি।" সে তরাই এবং অসমের নীচের দিকের জঙ্গলগুলো দেখাল।

"মাই গড! এটা তো বিশাল রেঞ্জ।"

"হ্যাঁ। তবে গোরুমারা, চাপড়ামারি এবং জলদাপাড়ায় গেলে আপনি একটা ধারণা তৈরি করতে পারবেন।" অর্জুন দৃঢ় গলায় বলল।

"মনে হচ্ছে এই জঙ্গলগুলোকে তুমি জানো। এদের সঙ্গে সুন্দরবনের পার্থক্য কোথায়?"

"দুটো জায়গার ভূগোল একদম আলাদা। সুন্দরবন সমুদ্রের পাশে বলে অনেকটাই লবণাক্ত। গাছগুলোর চরিত্র এবং গঠনও সেই অনুযায়ী। বারোমাসই জোয়ারের সময় জঙ্গলে জল ঢুকে যায়। আর তরাইয়ের জঙ্গলগুলো বৃষ্টির সময় বাদ দিলে শুকনো থাকে। গাছেরাও হয় খুব লম্বা-লম্বা, পাতা চওড়া। শীত এবং গরম আলাদাভাবে জাঁকিয়ে বসে বলে সেইমতো গাছেদের চরিত্র বদলায়, পাখিদেরও। একটু ওপরে উঠলে শীতের কারণে আবার গাছেরও পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়।" অর্জুন জানাল।

'গুড।' ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়লেন ম্যালকম, "এখানে পৌঁছতে কত সময় লাগে?"

"ট্রেনে গেলে তেরো থেকে চোদ্দ ঘণ্টা। প্লেনে ঘণ্টাতিনেক।"

"আমরা প্লেনেই যাব। ওয়েল, টেল মি, তোমার চার্জ কত?"

"আমাকে কী করতে হবে?"

"তুমি আমাদের গাইড করবে। কীভাবে যাব, কোথায় থাকব থেকে শুরু করে এভরিথিং। তোমার মতো ইয়ংম্যান এই দায়িত্ব নিলে আমি খুশি হব।"

"কিন্তু এর জন্যে আপনি আমাকে কেন, ইন্ডিয়ান টুরিস্ট ব্যুরোর ওপর ভরসা করলেই ভাল করবেন। ওঁরাই আপনাকে গাইড দেবে, ব্যবস্থাও করে দেবে।" অর্জুন বলল।

ম্যালকম ভাবলেন, "তুমি কিছু মনে করবে না?"

"একদম নয়। কারণ ওটা আমার প্রফেশন নয়।"

"ও হ্যাঁ। মেজর বলেছেন তুমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার।" ম্যালকম মাথা নাড়ল, "নাউ টেল মি, আমি কী করে ইন্ডিয়ান ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি? কন্ট্রাক্ট নাম্বার তোমার কাছে আছে?"

"না। আপনি হোটেলকে বললে ওরাই ব্যবস্থা করে দেবে।"

ম্যালকম সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনের দিকে এগোলেন। রিসিভারে হাত দিয়েও তিনি সরিয়ে নিলেন, "ওই মাথাগরম লোকটার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।"

www.boiRboi.blogspot.com

"মেজর তো আজ বিকেলেই কলকাতায় আসছেন?"

"হ্যাঁ। তিনটের সময়।" ম্যালকম জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি এয়ারপোর্টে যাবে?"

"না। সেরকম কোনও পরিকল্পনা আমার নেই। দুপুরের ট্রেনটা এখন আর ধরা যাবে না। আমি সন্ধের ট্রেনে জলপাইগুড়ি ফিরে যাব।"

"কিন্তু অর্জুন, টুরিস্ট ব্যুরোর প্রস্তাবটা তুমিই দিয়েছ। আর ও ব্যাপারে আমি এখনও মনস্থির করিনি। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি মেজর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে।"

"বেশ। আপনি বিশ্রাম করুন, আমি বিকেলে আসব।"

"তোমার কি এখন কোনও জরুরি কাজ আছে?"

"না। কেন?"

"তা হলে চলো না, আমরা লাঞ্চ করে নিই।"

খেতে-খেতে ম্যালকম তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তিনি আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাখি নিয়ে পড়িয়েছেন। পাখির স্বভাবের রকমফের তাঁর নখদর্পণে। ডোমেস্টিক বার্ড যাদের বলা হয় তাদের মধ্যে অবশ্য কাক পড়ে না, অথচ কাকের অবস্থান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের আশপাশে। কিন্তু কাক অত্যন্ত ধূর্ত, অকৃতজ্ঞ এবং তস্কর প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও কোথায় কোন দেশের মানুষ নিয়মিত কাকপুজো করে সেই গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনছিল অর্জুন। হঠাৎ অর্জুনের মনে পড়ল তাপসবাবুর কথা। তিনি বলছিলেন কোন কোন পাতাকে পাখিরা পছন্দ করে না।

সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনি নিশ্চয়ই সেই গাছের পাতা দেখেছেন যাকে পাখিরা পছন্দ করে না। তার কাছাকাছি এসে বসেও না।"

কপালে ভাঁজ পড়ল ম্যালকমের, "কোন গাছের পাতা?"

"আমি ঠিক জানি না। আজ সকালে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল যিনি গাছের পাতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন। তিনিই বললেন, কোন কোন গাছের পাতাকে পাখিরা অপছন্দ করে।" অর্জুন হাসল।

"ও, তুমি সেই গাছের কথা বলছ যার পাতায় একধরনের আঠা লেগে থাকে, যার মধ্যে পা দিলে পিঁপড়ে বা মৌমাছি আর নড়তে পারে না। তখন পাতাটা গোল হয়ে প্রাণীটিকে চাপ দিতে শুরু করে। কিন্তু পাখিদের পক্ষে একটুও বাড়াবাড়ি না?"

অর্জুনের মনে পড়ে গেল সত্যজিৎ রায়ের সেই বিখ্যাত গল্পের কথা। কিন্তু তাপসবাবু তো সেপ্টোপাসের কথা বলেননি। আফ্রিকার সেই গাছ তো ওঁর পক্ষে দেখা সম্ভবও নয়। সে বলল, "আমাদের দেশে ওই গাছের কথা এখনও শুনিনি। আমার মনে হয়, কোনও কোনও গাছের পাতায় এমন অস্বাভাবিক কিছু আছে যে পাখিরা তার কাছে যেতে পছন্দ করে না।"

ম্যালকম খাওয়া বন্ধ করে শুনছিলেন, এবার মাথা নাড়লেন, "ইন্টারেস্টিং। আমি পাখি নিয়ে এতকাল কাজ করছি, এটা তো কখনও লক্ষ করিনি। ভদ্রলোক কী করেন?"

ভদ্রলোক মানে তাপসবাবুর কথা জানতে চাইছেন বুঝে অর্জুন বলল, "উনি অধ্যাপনা করতেন, এখন অবসর নিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে আজই আমার আলাপ হল, এর বেশি কিছু জানি না।"

"আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি?" ম্যালকম জিজ্ঞেস করলেন।

"নিশ্চয়ই। আমার মনে হয়, উনি খুশিই হবেন।" অর্জুন বলল।

মিস্টার ম্যালকম স্মিথ অর্জুনকে অনুরোধ করেছিলেন তাজ বেঙ্গলে এসে থাকতে। কিন্তু অর্জুন রাজি হল না। যদি আজ রাত্রে ফিরেই যেতে হয় তা হলে খামোকা জায়গা বদল করে কী লাভ! মেজর আসবেন তিনটের সময়। এখন কিছু করার নেই। ম্যালকম সাহেব লাঞ্চের পর একটু বিশ্রাম নেবেন। অতএব "একটু ঘুরে আসছি" বলে অর্জুন হোটেল থেকে বেরিয়ে এল। সামনেই চিড়িয়াখানা। গেটের সামনে বেশ ভিড়। বাসভাড়া করে এসেছে যারা তাদের দেখলেই বোঝা যায় কলকাতার আশপাশ থেকে আসেনি। অর্জুন টিকিট কেটে চিড়িয়াখানায় ঢুকল। এখন অবশ্য এয়ারপোর্ট যাওয়া যেত। কিন্তু এয়ারপোর্ট অনেক দূর। বাসরুট তার জানা নেই, ট্যাক্সিতে নিশ্চয়ই অনেক খরচ হবে। তা ছাড়া পৃথিবীর নানান দেশে যিনি একাই স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ান তাঁর অন্তত কলকাতার এয়ারপোর্টে কোনও সাহায্যের দরকার হবে না।

চিড়িয়াখানার ভেতরে ঢুকে বেশ ভাল লাগল। খোলা লনে ছেড়ে রাখা বাঘটিকে দেখতে লোক জমেছে। অর্জুন সেখানে গেল। কিছুদিন আগে এই বাঘটির গলায় মালা পরাতে গিয়ে এক দর্শক আহত হয়, আর একজন কুংফু লড়তে গিয়ে প্রাণ হারায়। অর্জুন দেখল দর্শকের দিকে পেছন ফিরে বসে আছে বাঘটি, উপেক্ষার ভঙ্গিতে। তার মুখ দেখার জন্যে দর্শকরা ব্যাকুল।

চিড়িয়াখানাটা এত বড়, যে ভাল করে দেখতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু ক্রমশ অর্জুনের খারাপ লাগছিল। জঙ্গলে যাদের আচরণ স্বচ্ছন্দ, তাদের খাঁচায় অথবা ঘেরাটোপে বন্দি করে রাখা হয়েছে। শিম্পাঞ্জির খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে ওর মনে হল, প্রাণীটির চোখের দৃষ্টি বড় করুণ। যেন তাকে বলতে চাইছে, এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিতে। অর্জুনের হঠাৎ মনে হল, যদি অন্য কোনও গ্রহে আরও উন্নত কোনও প্রাণী থাকত এবং তাদের চিড়িয়াখানায় একজন বাঙালি, একজন চিনে, একজন আফ্রিকান, একজন ইংরেজ ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের মানুষদের রাখা হত, আর ওরা সেই চিড়িয়াখানায় বেড়াতে আসত এদের দেখতে, তা হলে বোধ হয় একই অবস্থা হত। দৃশ্যটি ভাবতেই হেসে ফেলল সে।

হিপোর চৌবাচ্চার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল অর্জুন। কাদা এবং জলের মধ্যে হিপো ডুবে থাকায় তাকে দেখা যাচ্ছে না। অর্জুন ধীরে ধীরে পাঁচিলটার গা ঘেঁষে এগোচ্ছিল। দুটো লোক একপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল হিন্দিতে। অর্জুন প্রথমে খেয়াল করেনি, তারপর চালসা শব্দটা কানে আসতেই সে সজাগ হল। লোকদুটো কথা বলছে নিচু গলায়, কিন্তু ওদের একজন যে বেশ উত্তেজিত তা বোঝা যাচ্ছে। দ্বিতীয়জন তাকে বোঝাচ্ছে। অর্জুন বুঝল, প্রথমজন টাকার পরিমাণ নিয়ে আপত্তি জানাচ্ছে। যে জিনিস সে নিয়ে যাবে তাতে প্রচণ্ড ঝুঁকি আছে কিন্তু টাকাটা তার মনঃপূত হচ্ছে না। দ্বিতীয় লোকটা তাকে আশ্বাস দিচ্ছে, এ নিয়ে সে কথা বলবে এবং ব্যবস্থা করবে। হঠাৎ যেন ওরা সতর্ক হয়ে গেল এবং সেইসময় হিপো জলের ওপর নাক তুলতেই কথা বন্ধ করে তাই দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিটি মুহূর্তে একটা-না-একটা অপরাধ জন্ম নিচ্ছে। কত ষড়যন্ত্র, বেআইনি পথে রোজগার করে যাচ্ছে কত মানুষ। হয়তো এই লোক দুটোও সেই পথের পথিক। কিন্তু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে কী লাভ! ওরা কী অন্যায় করছে তার খোঁজ নিতে যাওয়া তার কাজ নয়। অর্জুন নিজেকে এভাবে বোঝাল।

পাঁচটা নাগাদ সে বেরিয়ে এল চিড়িয়াখানা থেকে। রাস্তা পেরিয়ে হাঁটতে লাগল হোটেলটার দিকে। একজন বয়স্কা মেমসাহেব দাঁড়িয়ে ফুটপাতে আর দুটো ষণ্ডামার্কা লোক তাকে কিছু বোঝাচ্ছে হাত নেড়ে। মহিলা শুনতে না চেয়ে হাঁটতে চাইলে তারা পথ ছাড়ছে না। ভদ্রমহিলা যে বিদেশিনী তাতে সন্দেহ নেই। অর্জুন ওদের কাছে পৌঁছে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ভাই?"

একজন বিরক্ত হয়ে তাকাল, "কিছু হয়নি, আপনি আপনার কাজে যান।"

কথা বলার ভঙ্গি খুব খারাপ লাগল। সে মহিলাকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "এদের ব্যবহারে কি আপনি বিরক্ত হচ্ছেন?"

মহিলা দ্রুত মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ, আমি এদের চিনি না। হোটেল থেকে বেরিয়েছিলাম একটু হাঁটব বলে। এরা তখন থেকে আমার পেছনে লেগেছে। বলছে দুশো ডলার দিলে কলকাতার বিখ্যাত মন্দিরগুলো দেখিয়ে দেবে। কিন্তু আমার মন্দির সম্পর্কে কোনও ইন্টারেস্ট নেই।"

অর্জুন লোকদুটোকে বলল, "শোনো, ইনি মন্দির দেখতে চাইছেন

www.boiRboi.blogspot.com

না। এঁকে ছেড়ে দিও। এভাবে ওঁকে বিরক্ত কোরো না।"

দ্বিতীয় লোকটি দাঁতে দাঁত চাপল, "এই যে মিস্টার, এখান থেকে কেটে পড়ো। এই এলাকাটা আমাদের। টুরিস্টদের আমরাই ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। তুমি আমাদের পেটে হাত দিলে জ্যান্ত ফিরে যেতে পারবে না।"

অর্জুন কাঁধ নাচাল। তারপর ভদ্রমহিলাকে বলল, "আমি হোটেলে যাচ্ছে, আপনি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন।"

মেমসাহেব হয়তো ভয় পেয়েছিলেন কিংবা বিরক্ত হয়েছিলেন, তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রথমজন বলে উঠল, "ম্যাডাম, কালীঘাট, মাদার কালী ইজ ভেরি মাচ জাগ্রত, লেটস গো, আচ্ছা, ঠিক হ্যায়, ওয়ান ফিফটি ডলার। ওকে?"

ওদের কথায় কান না দিয়ে মেমসাহেব অর্জুনের পাশাপাশি হাঁটছিলেন। পেছন থেকে দ্বিতীয়জন বলে উঠল, "এই জিনিসটাকে ঝাড়।"

কথাটা শোনামাত্র অর্জুন ঘুরে দাঁড়াল। দ্বিতীয়জনের হাতে কিছু একটা চকচক করছে। খামোকা একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে বুঝতে পারল অর্জুন। কিন্তু এখন আর পিছু ফেরার উপায় নেই। ও ঝটপট পকেটে হাত ঢোকাল, "আর এক পা যদি তোরা এগোস তা হলে আমি গুলি করব।"

গুলি শব্দটা কানে যেতেই লোকটা হকচকিয়ে গেল। সঙ্গীর দিকে তাকাল সে, এই সময় একটা চিৎকার কানে এল। অর্জুন দেখল একটা ট্যাক্সি এসে সামনে দাঁড়াল। পেছনের জানলায় মেজরের দাড়িগোঁফওয়ালা মুখ। "এই যে অর্জুন, ফাইটিং হচ্ছে নাকি?"

অর্জুন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল মেজরের আবির্ভাবে। চেঁচিয়ে বলল, "এরা ক্ষুর বের করেছে মারবে বলে।"

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বিশাল শরীরটা নেমে এল, "কী? এতবড় সাহস? এই যে ছুঁচো ইঁদুর, দেব মুণ্ডু ভেঙে? কই, কার কাছে ক্ষুর আছে দেখা, ক্ষুর দেখাচ্ছে আমাকে? হুঁ!"

মেজরের বিস্ফারিত চোখ, ফোয়ারার মতো বেরিয়ে আসা কথায় লোকদুটো এমন ঘাবড়ে গেল, হঠাৎ তারা উলটোদিকে চোঁ চোঁ করে দৌড় মারল। ততক্ষণে মেজর কাছে পৌঁছে গিয়েছেন। অর্জুন বলল, "ইনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। ওই হোটেলে উঠেছিলেন। ওঁর মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে চাইছিল ওরা।"

ভদ্রমহিলার মুখে হাসি ফুটল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ ঝুঁকে বো করার ভঙ্গিতে বললেন, "ইটস আওয়ার ডিউটি। দিস ইজ মেজর, মেজর ফ্রম নিউ ইয়র্ক।"

"ওঃ। সো নাইস অফ ইউ। আই অ্যাম জুলিয়া ফ্রম টরন্টো।" বলেই খেয়াল হল তাঁর, "ইওর নেম প্লিজ!"

"অর্জুন।" মেজরই বলে দিলেন।

"আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার তো তিনটের সময় নামার কথা। এত দেরি হল?"

সঙ্গে সঙ্গে মেজর সব ভুলে গিয়ে চিৎকার শুরু করলেন, "এইসব গোবরভর্তি মাথার মানুষ নামক প্রাণীগুলোর জন্যে পৃথিবীর অগ্রগতি যা হওয়ার কথা ছিল তা হচ্ছে না। বলে কিনা আমার ব্যাগে দশটা হুইস্কির বোতল কেন? বললাম, হুইস্কির বোতল নিয়ে লোকে কী করে? তা বলে কিনা, একটার বেশি বোতল নিয়ে দেশের ভেতরে ঢোকা নিষেধ। নিয়ে যেতে গেলে ডিউটি দিতে হবে। সেসব দিয়ে বেরুতেই প্রচুর সময় লেগে গেল! ম্যালকম এসেছে?"

"হ্যাঁ। উনি হোটেলে আছেন।"

"লেট্স গো!"

ট্যাক্সিটা জিনিসপত্র নিয়ে হোটেলে ঢুকে গেল। ওরা পথটুকু হেঁটেই এল।

রিসেপশনের সামনে এসে জুলিয়া বিদায় চাইলেন, "আপনাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় খুব খুশি হয়েছি। আমি বেড়াতে এসেছি। আছি চারশো তেইশ নম্বরে। বাই।"

ম্যালকম যে চেক ইন করার সময় পাশের ঘরটি মেজরের জন্যে রাখতে বলে গিয়েছিলেন সেটি জানা গেল। মেজর অর্জুনকে নিয়ে প্রথমে ঘরে চলে গেলেন। হ্যান্ডব্যাগ থেকে বোতল বের করে গলায় ঢাললেন একটু। তারপর চারপাশে তাকিয়ে বললেন, "গুড। হোটেলটা ভাল। তারপর? বলো, কেমন আছ?"

"ভাল।" অর্জুন ঘড়ি দেখল, "কিন্তু আমাকে যদি ট্রেন ধরতে হয় তা হলে এখনই বেরুতে হবে।"

"ট্রেন ধরতে হবে?" হাঁ হয়ে গেলেন মেজর।

"ম্যালকম সাহেবের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। উনি যে জন্যে এখানে এসেছেন তার ব্যবস্থা ইন্ডিয়ান টুরিস্ট ব্যুরো করে দিতে পারবে। ওরা ভালই করবে। বিশেষ করে বাংলো বুকিংগুলো ওদের পক্ষে করা সহজ।" অর্জুন বলল।

ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগলেন মেজর, "আমরা কোনও কন্ডাক্টেড টুরে যাচ্ছি না। ম্যালকম তোমার কথা বুঝতে পারেনি বলে মনে হচ্ছে। তোমার সাহায্য আমাদের দরকার। তুমি না থাকলে নর্থবেঙ্গলে আমি যাব এ-কথা ভাবছ কী করে?"

অর্জুন বুঝতে পারছিল না তার কী করা উচিত।

মেজর বললেন, "লেট্স গো। ম্যালকমকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি।"

মেজরকে বাধা দেওয়া অর্থহীন। মিনিট দেড়েকের মধ্যে ম্যালকমের ঘুম ভাঙিয়ে ওঁর ঘরে ঢুকলেন তিনি অর্জুনকে নিয়ে। ম্যালকম বললেন, "তুমি তা হলে শেষ পর্যন্ত এলে!"

"হ্যাঁ এলাম। দ্যাখো প্রোফেসর, তুমি পাখি ছাড়া আর কিছু চেনো না। আমার ব্যাপারে নাক গলাতে চাইছ কেন এটা আমি জানতে চাই।" হুঙ্কার ছাড়লেন মেজর।

"আমি, আমি, মানে তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না।" ম্যালকম মিনমিন করলেন।

"খুব সোজা কথা। তুমি কোনও জায়গায় গিয়ে ওপর ওপর যা দেখার দেখতে চাও না সেখানকার ভেতরের চরিত্রটা জানতে চাইবে? একজন পেশাদার টুরিস্ট গাইড যাবে চাকরি করতে। তোমার সেটা পোষালেও আমার পোষাবে না।"

এবার ম্যালকম সাহেব বললেন, "তুমি এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাও।"

"তার মানে?" মেজরের মুখ হাঁ হয়ে গেল।

"অনেকটা আকাশ উড়ে এসেছ, শরীরটাকে শান্ত করা দরকার। বোসো। টুরিস্ট ব্যুরোর কথা আমার মাথায় প্রথমে আসেনি, অর্জুনই সাজেস্ট করেছিল।" ম্যালকম বললেন।

"সে কী?" অর্জুনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন মেজর, "টেলিফোনে তোমার সাহায্য যখন চাইতাম তখনই বলে দিতে পারতে যে তুমি ব্যস্ত, সময় দিতে পারবে না।"

"আপনারা ভুল বুঝছেন।" ম্যালকমের সুবিধের জন্যে ইংরেজিতে বলল অর্জুন, "সঙ্গে গিয়ে থাকার ব্যবস্থা, গাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে উনি আমাকে পারিশ্রমিক দিতে চাইছিলেন। এই কাজটা আমি কখনও করিনি, আমার বিষয়ও নয়। তাই ওঁকে বলেছিলাম ইন্ডিয়ান টুরিস্ট ব্যুরোর সঙ্গে কথা বলতে।"

মেজরের চাপে মত বদলাতে হল অর্জুনকে। ম্যালকমও বললেন তাঁরা কোনও অফিশিয়াল টুরে আসেননি। যে জঙ্গলে ভাল লাগবে সেখানে বেশিদিন থাকবেন, হয়তো কোনও বিশেষ পাখির আশায় অনেকদিন অপেক্ষা করতে হতে পারে। তাই অর্জুন সঙ্গে থাকলে তিনিও খুশি হবেন।

ম্যাপ বিছিয়ে জায়গাগুলো নির্বাচন করা হল। কিন্তু এইসব জঙ্গলে থাকতে হলে বন দফতরের সাহায্য দরকার। বুকিং করা সম্ভব যদি বাংলো খালি থাকে। অর্জুনের মনে পড়ল জলপাইগুড়ির দফতরের এক বড়কর্তা বদলি হয়ে কলকাতার হেড অফিসে আরও উঁচুতে উঠে এসেছেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে তার ভাল পরিচয় ছিল। ওঁকে বললে এখান থেকেই ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কালকের দিনটা এখানে থাকা দরকার। ম্যালকমের ইচ্ছে ছিল আগামীকালই রওনা হওয়ার এবং সেটা প্লেনেই যেতে চান। সময় নষ্ট করতে চাইছেন না। কিন্তু এইসব অনুমতি জোগাড় করে সকাল,

www.boiRboi.blogspot.com

সাড়ে এগারোটার প্লেন ধরা যাবে না। আবার পরশুদিন কলকাতা থেকে বাগডোগরা যাওয়ার কোনও ফ্লাইট নেই। ঠিক হল, আগামীকাল যদি অনুমতি জোগাড় হয়ে যায় তা হলে ওঁরা দার্জিলিং মেল ধরবেন। তখনই হোটেলকে বলে দেওয়া হল তিনটে এসি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিটের ব্যবস্থা করতে। এখন উত্তরবঙ্গে যাওয়ার ভিড় নেই। এসি ফার্স্ট ক্লাস তো মহামূল্যবান বলে চাহিদা কম।

যেন সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিলেন এমন ভঙ্গিতে মেজর পকেট থেকে একটা চ্যাপটা স্টিলের পাত্র বের করে গলায় এক ঢোক মদ ঢাললেন, "আনন্দ!"

অর্জুন বলল, "আপনারা বিশ্রাম নিন, আমি চলি।"

ম্যালকম বললেন, "তার আগে দুটো কাজের কথা বলি। ওই প্রোফেসর ভদ্রলোকের সঙ্গে কীভাবে কথা বলা যায়? আমি খুব ইন্টারেস্টেড।"

"আমি যে ফ্ল্যাটে উঠেছি তার পাশের ফ্ল্যাটে উনি থাকেন। কিন্তু ওঁকে এখানে আসতে বললে আসবেন কি না বলতে পারছি না।"

ম্যালকম মাথা নাড়লেন, "নো, নো। ওঁকে কেন আসতে বলবে, আমরা যাব। মেজর, তুমি ঠিকানাটায় কীভাবে পৌঁছব নোট করে নাও।"

মেজর বুক পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করলেন, "মনে হচ্ছে এটা তোমার ব্যাপার তাই আমি কোনও প্রশ্ন করছি না। বলো অর্জুন।"

ঠিকানাটা বলে দিন অর্জুন।

"আমরা যদি সকাল ন'টায় যাই?" ম্যালকম জিজ্ঞেস করেই বললেন, "অবশ্য ওই সময় ওঁর যদি অন্য কোনও কাজ থাকে তা হলে তুমি এখানে ফোন করে জানিয়ে দিও।"

"ঠিক আছে। আমি মিস্টার দত্তের সঙ্গে কথা বলছি।" অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

"এবার দ্বিতীয় কথা। আমি জানি তোমাকে উপযুক্ত সম্মান-দক্ষিণা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এই যে তুমি কলকাতায় এসেছ, আছ, এর জন্যে তোমার সময় এবং টাকা দুটোই খরচ হচ্ছে। আমরা যদি পনেরো-কুড়িদিন জঙ্গলে থাকি তা হলে সেই সময়টাও তুমি আমাদের জন্যে খরচ করবে। তাই আমার প্রস্তাব, আজ থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তুমি সম্মান-দক্ষিণা হিসেবে দৈনিক একশো ডলার করে নেবে। ওকে?" ম্যালকম বললেন।

"দেখুন, আমি মিস্টার মেজরকে শ্রদ্ধা করি, উনি ডেকেছেন, চলে এসেছি। এর জন্যে টাকা-পয়সা বা সময়ের কথা আমি চিন্তা করিনি। আমি—।"

হাত তুলে অর্জুনকে থামিয়ে দিলেন মেজর, "আই অ্যাম অনার্ড। কিন্তু তুমি তো তোমার প্রফেশনাল কাজের জন্যে পারিশ্রমিক নিশ্চয়ই নিচ্ছ। না হলে চলবে কী করে! আমি তোমাকে আদেশ করছি এটাকে প্রফেশন হিসেবে নিতে। আর কোনও কথা নয়।"

অর্জুন হেসে ফেলল।

রাত হয়ে গিয়েছিল। লবিতে নেমে এসে অর্জুন দেখল জুলিয়া একা দাঁড়িয়ে আছেন। ওকে দেখে হাসলেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কোথাও বেড়াতে যাননি?"

"একটু বাদে হোটেল থেকে সাইটসিয়িং-এ নিয়ে যাবে। ক্যালকাটা স্ট্রিটস বাই সাইট। কিন্তু আমি একটা প্রব্লেমে পড়ে গিয়েছি।" জুলিয়া ম্লান হাসলেন।

"কীরকম?"

"আমার প্ল্যান ছিল আগামীকাল দার্জিলিং-এ যাওয়ার। কিন্তু এঁরা বলছেন কালকের ফ্লাইট ফুল। মাত্র একটাই নাকি ফ্লাইট। পরশু সেটাও নেই।"

"আপনি আগামীকাল ট্রেনে যেতে পারেন।"

"ট্রেনে?" ভদ্রমহিলার কপালে ভাঁজ পড়ল।

"আমরাও কালকের ট্রেনে যাচ্ছি নর্থবেঙ্গল। হোটেল থেকেই রিজার্ভেশন পেয়ে যাব। অসুবিধে হবে না আপনার।"

www.boiRboi.blogspot.com

"তোমরা মানে?"

"আমি, মেজর আর মিস্টার স্মিথ।"

"ও। তা হলে তো আমিও যেতে পারি। তুমি তো এই শহরের ইয়ংম্যান, তুমি যখন ভরসা দিচ্ছ তখন যাওয়াতে কোনও চিন্তা নেই।" জুলিয়া হাসলেন।

"না ম্যাডাম। আমি এই শহরের কেউ নই। আমার বাড়ি নর্থবেঙ্গলে।"

"তাই? জায়গাটি দার্জিলিংয়ের খুব কাছে?"

"না। তবে দূরেও নয়।"

"তোমার সঙ্গীরাও কি দার্জিলিংয়ে যাচ্ছেন?"

"না, ওঁরা যাচ্ছেন পাখি দেখতে।" কথাটা বলে অর্জুন লক্ষ করল জুলিয়ার চোখ বড় হয়ে গেছে। সে আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

রাত্রের খাওয়া বাইরে সেরে ফ্ল্যাটে ফিরল অর্জুন। এখন রাত সাড়ে ন'টা। এমন কিছু বেলা নয়, কিন্তু এ-সময় তাপস দত্তকে বিরক্ত করাটাও অনুচিত কাজ হবে। দরজা বন্ধ করে আর একবার স্নান করল সে। যদিও কলকাতায় এখন গরম তেমন নেই, তবু স্নান করতে বেশ আরাম লাগল। পোশাক পালটে সে যখন টিভিটা খুলতে যাচ্ছে তখন বেল বাজল। তার কাছে কারও আসার কথা নয়—! দরজা খুলতেই দেখল শ্রেয়া দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে, "বাবা বললেন আপনার রাতের খাওয়া হয়ে গিয়েছে কি না জানতে।"

"ওহো, অনেক ধন্যবাদ। হয়ে গেছে। আমি খেয়েই এসেছি।"

"ঠিক আছে।" শ্রেয়া চলে যাচ্ছিল। কিন্তু অর্জুন তাকে থামাল, "আপনার বাবা এখনও জেগে আছেন?"

"হ্যাঁ। উনি এখনও ডিনার করেননি।"

"একটু কথা বলা যাবে?"

"নিশ্চয়ই। আসুন।"

তাপসবাবু বই পড়ছিলেন। তাকে দেখে বললেন, "আসুন, আসুন।"

"বাবা, ওঁর খাওয়া হয়ে গেছে। উনি কথা বলতে এসেছেন।"

"ও। হ্যাঁ, কী ব্যাপার ভাই?"

অর্জুন সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলল। শুনেই ভদ্রলোক উত্তেজিত, "দ্যাখো মা, পৃথিবীতে এরকম মানুষের অভাব নেই যাঁরা অনুসন্ধানের জন্যে ব্যাকুল হন। লোকে বলবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। কিন্তু এটা না করলে তো সভ্যতা এক জায়গাতেই থমকে থাকত। পাখি নিয়ে তো এদেশেও গবেষণা হয়েছে। সেলিম আলির নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। উনি নর্থ বেঙ্গলে যাচ্ছেন। এ-সময় তো ওখানকার জঙ্গলে প্রচুর পাখি আসে।"

"হ্যাঁ। ম্যালকমসাহেব আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। কাল সকালে।"

"আমার সঙ্গে? কিন্তু আমি তো পাখির ব্যাপারে কিছুই জানি না।"

"আপনি পাতার খোঁজখবর রাখেন। আর পাখি তো পাতার ওপর বসে।"

"একটি বিশেষ গাছের পাতায় বসে না।"

"হ্যাঁ। আপনার এই কথা ওঁকে বলায় উনি আগ্রহ প্রকাশ করলেন।"

"বেশ তো। আমি সাধারণত বাড়ি থেকে কম বের হই। কাল বেরুব না।"

অর্জুন বিদায় নিয়ে চলে এল।

ঠিক সকাল ন'টায় ওঁরা চলে এলেন। অর্জুন তার আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে তাপসবাবুর কাজের লোক তাকে চা এবং বিস্কুট পৌঁছে দিয়েছে।

ঘরে ঢুকে মেজর বললেন, "চমৎকার ফ্ল্যাট। কে থাকেন এখানে?"

"এখন আমি একা।"

"অনেক ঘর দেখছি, বলবে তো, এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এখানে চলে আসতাম। হোটেলের পয়সাটা বেঁচে যেত।" মেজর গলা তুলে বললেন।

"এয়ারকন্ডিশন্‌ড নয়, আপনার অসুবিধে হত।"

"অসুবিধে? আমি কি এস্কিমো? অ্যাঁ? মরুভূমির কড়া রোদে যখন র‍্যাট্‌ল স্নেক খুঁজে বেড়িয়েছি তখন কোথায় ছিলাম? সেখানে তোমার তাজ বেঙ্গল ছিল? আমাকে এয়ারকন্ডিশন দেখিও না হে। তা তিনি কোথায়?"

কথাগুলো হচ্ছিল বাংলায়, যা ম্যালকমসাহেবের কাছে দুর্বোধ্য। এই সময় বেল বাজল। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে বলল, "আসুন, আসুন।"

তাপসবাবু একা আসেননি, শ্রেয়াও সঙ্গে এসেছে।

পরিচয়পর্ব শেষ হওয়ার পর ম্যালকমসাহেব সরাসরি প্রসঙ্গে চলে এলেন। "আপনি কি এমন গাছের পাতা দেখেছেন, যার ওপর পাখি বসে না?"

"হ্যাঁ, দেখেছি।"

মেজর দাড়িতে আঙুল বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করলেন, "কী করে বুঝলেন?"

"মানে?"

"ধরুন, আমি দেখছি দুটো গাছ পাশাপাশি রয়েছে। একটা বট, অন্যটি কৃষ্ণচূড়া। পাখিরা উড়ে উড়ে এসে বটগাছেই বসছে, তিন-চার ঘণ্টার মধ্যেও কেউ কৃষ্ণচূড়ায় গিয়ে বসল না। এটা দেখে কি আপনি সিদ্ধান্তে আসবেন যে, কৃষ্ণচূড়ার পাতায় পাখি বসে না?"

তাপসবাবু হাসলেন, "আপনি সঠিক প্রশ্ন করেছেন। আমি তিন-চার ঘন্টা নয়, পর পর তিনদিন দেখেছি। যেখানে গাছগুলো ছিল সেখানে অন্য কোনও গাছের অস্তিত্ব ছিল না। তিনদিন ধরে ওই গাছের পাতায় কোনও পাখি এসে বসেনি। অথচ ওই জঙ্গলে পাখির অভাব ছিল না। ওই জঙ্গলের যিনি রেঞ্জার, তাঁর একটি পোষা টিয়া ছিল। স্বভাব ছিল গুণ্ডা টাইপের। যা দেবেন ঠোঁট দিয়ে তুলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলত। আমি একটা বটপাতা দিয়েছি, পেয়ারা পাতা দিয়ে দেখেছি, সে ঠোঁটে তুলে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। যেই ওই বিশেষ গাছের পাতা খাঁচার সামনে ধরেছি অমনই সে মুখ বাড়িয়েও ঝট করে সরে গেছে। ছেঁড়া দূরের কথা, ঠোঁট পর্যন্ত ছোঁয়নি।"

ম্যালকম বললেন, "ইন্টারেস্টিং। গাছটার নাম কী?"

"আমি এই গাছের রেফারেন্স বইতে পাইনি। সরকারকে জানিয়েছিলাম, তাঁরা কোনও নামকরণ করেছেন কিনা বলতে পারব না।"

"ওই গাছের পাতার চেহারা কীরকম?"

"অনেকটা ছাতিমপাতার মতো তবে ঈষৎ কালচে।"

"ঠিক কোন এলাকায় দেখেছেন?"

"নীলপাড়া ফরেস্টে।"

মেজর বললেন, "নীলপাড়া! আহা মনে আসছে, অথচ আসছে না।"

অর্জুন বলল, "ভুটান বর্ডারে।"

ম্যালকম বললেন, "অর্জুন, আমরা ওখানে যাব।"

মেজর বললেন, "আমরা কোনও বাগানে বেড়াতে যাচ্ছি না যে, গিয়েই ওই গাছের দেখা পাব। আর জঙ্গলটা খুব ঘন। মিস্টার দত্ত যদি সঙ্গে যেতেন তা হলে সুবিধে হত। অবশ্য ওঁকে আমরা—।" কথা শেষ না করে তাকালেন মেজর।

"আপনারা পাখির সন্ধানে যাচ্ছিলেন শুনেই আমার লোভ হচ্ছিল। কিন্তু মেয়ে আমাকে ছাড়তে চায় না আজকাল।" তাপসবাবু বললেন।

মেজর শ্রেয়াকে দেখলেন একটু, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যদি সঙ্গে থাকো তা হলে কি তোমার বাবা যেতে পারেন?"

"কবে?"

"আমরা আজই যাচ্ছি।"

"আজ সম্ভব নয়। দু'দিন বাদে আমার একটা পরীক্ষা আছে।"

www.boiRboi.blogspot.com

"বেশ তো, দু'দিন বাদেই তোমরা রওনা হও। তোমার মা—?"

তাপসবাবু উত্তরটা দিলেন, "শ্রেয়ার মা নেই। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়েছেন।"

কোনও কোনওদিন আসে যেদিন সব কাজ ঠিকঠাক হয়। দফতরের বড়কর্তা খুশি হয়ে অনুমতি দিলেন। যে-কোনও বাংলোয় ওদের ব্যবস্থা হবে। তবে সুবিধের জন্যে অন্তত দু'দিন আগে বনবিভাগকে জানিয়ে দিতে হবে কবে থেকে কোন বাংলোতে তারা যেতে চাইছে। ম্যালকম সাহেব তাপস দত্ত এবং শ্রেয়ার জন্যে টিকিট কেটে অর্জুনকে দিলেন পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ওঁরা যেদিন রওনা হবেন সেদিন জলপাইগুড়িতে অর্জুনের বাড়িতে টেলিফোন করে জেনে নেবেন শিলিগুড়ি থেকে কোথায় ওঁদের যেতে হবে। অর্জুন মাকে জানিয়ে রাখবে।

শ্রেয়াদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অর্জুন যখন শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছল তখন সন্ধে সাড়ে ছ'টা। প্ল্যাটফর্মে দার্জিলিং মেল দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি কামরার সামনে বেশ ভিড়। অর্জুন এসি ফার্স্ট ক্লাসের সামনে চলে এসে কাউকে দেখতে পেল না। দরজার পাশে যাত্রীদের যে তালিকা সাঁটা আছে তাতে ম্যালকম, মেজর এবং নিজের নাম দেখতে পেল সে। তিনজনই এক কুপেতে। চতুর্থটি খালি।

তাজ বেঙ্গল থেকে শিয়ালদায় আসতে বেশি সময় লাগার কথা না। সে মেজরকে বলেছিল একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে। টিকিট ম্যালকমের কাছে, তাই আগেভাগে ওঠার চেষ্টা করল না সে। সাতটা বাজতে পনেরো মিনিটে অর্জুন একটু এগিয়ে গেল প্ল্যাটফর্মে ঢোকার গেটের দিকে। আর তখনই সে লোকটাকে দেখতে পেল। একটা ঢাউস ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে হনহন করে হাঁটছে। হ্যাঁ, এই সেই লোক যাকে সে চিড়িয়াখানায় ঝগড়া করতে দেখেছিল। লোকটা চালসায় যাচ্ছে কোনও গোপন জিনিস নিয়ে। অর্জুনের পাশ কাটিয়ে এঞ্জিনের দিকে ও এগিয়ে গেল। গতকাল উত্তেজিত থাকায় বোধ হয় অর্জুনের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়।

অর্জুন পেছন ফিরল। এসি ফার্স্টক্লাস ছাড়িয়ে একটা স্লিপার ক্লাসের সামনে পৌঁছে লোকটা সামনে দাঁড়িয়ে থাকা চেকারকে কিছু বলল। ভদ্রলোক লিস্ট দেখে উত্তরটা দিতেই লোকটা মাথা নেড়ে উঠে গেল কামরায়। টাকার পরিমাণ কম হওয়ায় লোকটি কোনও নিষিদ্ধ জিনিস পৌঁছে দিতে রাজি হচ্ছিল না। ও যখন এই ট্রেনেই যাচ্ছে তখন বোঝাই যায় সঙ্গে নিষিদ্ধ জিনিস রয়েছে। এখন তার কী করা উচিত? যেহেতু এই ব্যাপারটা তার এক্তিয়ারে পড়ে না, তাই ফিরে যাওয়া উচিত,না পুলিশকে ডেকে যা অনুমান করছে তাই বলে দেওয়া উচিত? কিন্তু দ্বিতীয়টা করার পর যদি দেখা যায় লোকটির সঙ্গে কোনও নিষিদ্ধ জিনিস নেই তা হলে তার কী হাল হবে? অর্জুন ঘড়ির দিকে তাকাতেই চমকে উঠল, আর মাত্র পাঁচ মিনিট আছে ট্রেন ছাড়তে। সে দৌড়ল ব্যাগ হাতে। মেজররা ভেতরে আছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। অর্জুন উঠল। চেকার তার টিকিট দেখতে চাইলে কুপের নম্বর বলে সে জানতে চাইল তার সহযাত্রীরা এসেছেন কিনা! জানা গেল তখনও ওঁরা আসেননি। অর্জুন ফাঁপরে পড়ল। তার কাছে টিকিট নেই। লিস্টে নাম থাকা সত্ত্বেও টিকিট ছাড়া টিকিট চেকার নিশ্চয়ই তাকে যেতে দেবেন না। আর দিলেও মেজরদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সেটাও তো কাম্য নয়। সে দরজায় দাঁড়িয়ে যতটা দূর সম্ভব দেখার চেষ্টা করল। প্ল্যাটফর্মে লোক গিজগিজ করছে কিন্তু মেজর বা ম্যালকম কোথাও নেই। এখন তাজবেঙ্গলে টেলিফোন করে খবর নেওয়ার সময়ও নেই। অর্জুন তার ব্যাগ নিয়ে যখন ট্রেন থেকে নেমে আসছে, টাই পরা একটি স্মার্ট ছেলে এগিয়ে এল। "এক্সকিউজ মি, আপনি কি এই ট্রেনে ট্রাভেল করছেন?"

"কেন?"

"আমি চেকারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম আপনি কো-প্যাসেঞ্জারদের খোঁজ করছিলেন। আই অ্যাম সরি সার, আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। ওঁরা আপনাকে জানাতে বলেছেন যে, দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে ওঁরা এই ট্রেনে উঠবেন। দে হ্যাভ গন টু মাদার্স টেম্পল, ইউ নো।"

ছেলেটির কথা বলার মধ্যেই ট্রেনটা দুলে উঠল। চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে ছেলেটি হাত নেড়ে তাকে উঠে যেতে বলায় অর্জুন উঠল। ছেলেটি কে, কেন দেরি করে এসেছে, মেজররাই কি ওকে পাঠিয়েছে, এইসব প্রশ্নের কোনও সুযোগ থাকল না।

ট্রেন চলছে। অর্জুন টিটিকে সমস্যার কথা বলল। ভদ্রলোক জানালেন, এভাবে যাওয়া বেআইনি। দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত তিনি অন্য কুপেগুলোর টিকিট পরীক্ষা করবেন। ওখানে থামার পর যদি অর্জুনের কাছে টিকিট দেখতে না পান তা হলে ব্যবস্থা নেবেন।

আর-এক ঝামেলায় পড়া গেল! দক্ষিণেশ্বরে যদি মেজররা না থাকেন তা হলে ভদ্রলোককে এড়িয়ে তাকে প্ল্যাটফর্মে নেমে যেতে হবে। ব্যাপারটা অন্যায়, কিন্তু এই অন্যায়টা সে করতে চায়নি। ওই ছেলেটা প্রায় শেষ মুহূর্তে এসে খবর দিল বলে—! অর্জুন ঠিক করল, তেমন হলে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত এসি ফার্স্টক্লাসের যা ভাড়া হয় তাই দিয়ে নেমে যাবে। তার কাছে যে টাকা আছে তাতে নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।

দক্ষিণেশ্বর চলে আসতেই অর্জুন দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। দুটো কুলির মাথায় ঢাউস ঢাউস সুটকেস এবং তার হ্যান্ডেলে ঝোলা প্লেনের লাগেজ ট্যাগ দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেল অর্জুনের। টিকিট চেকার কুলিদের বাধা দিলেন, আগে টিকিট দেখাতে হবে তারপর ঢুকতে দেবেন। সেই সময় সুটকেসের আড়াল থেকে মেজরের বাজখাঁই গলা ভেসে এল, "হোয়াই? আমরা বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার—!"

"হ্যাঁ, সেটা টিকিট দেখালে নিশ্চিত হই। ট্রেন ছাড়ল বলে! এখানে এক মিনিটও দাঁড়ায় না। উঠে পড়ার পর লোকে বলে ভুল করেছে। সেকেন্ড ক্লাসের দরজা বলে ভেবেছে। মাঝখানে বর্ধমানের আগে কোনও স্টেশন নেই। আরামে চলে যায়।"

মেজরের হাতটা এগিয়ে এল কুলির গলার পাশ দিয়ে, তাতে টিকিটটা ধরা আছে। সেটা দেখে কুপে নম্বর বলে দিতেই কুলি ছুটে গেল। মালপত্র নামিয়ে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট হাতিয়ে সে যখন নেমে গেল তখন দার্জিলিং মেল প্ল্যাটফর্ম ছাড়ছে।

ম্যালকম বললেন, "হাই, আর ইউ অলরাইট?"

অর্জুন মাথা নাড়ল। তারপর মেজরকে বলল, "আপনারা যে দক্ষিণেশ্বর থেকে উঠবেন সেটা আগে জানাবেন তো! ট্রেন ছাড়ার এক মিনিট আগে একটা ছেলে এসে না জানালে আমি তো ফিরে যাচ্ছিলাম। এত টেনশন হচ্ছিল!"

"হোয়াট?" চিৎকার করলেন মেজর। এক মিনিট আগে মানে? আমরা ছেলেটাকে বলেছি ঠিক সাড়ে তিনটের সময়। ব্যাটা গুবরে পোকা, আরশুলা! কোনও রেসপনসিবিলিটি নেই। ওহো, আমি এই ভয়টাই পেয়েছিলাম।"

ম্যালকম বললেন, "আমরা তো আমাদের জায়গায় গিয়ে কথা বলতে পারি।"

কুপে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে ম্যালকম বললেন, "গুড।"

মেজর অর্জুনের হাত ধরলেন, "আই অ্যাম সরি ব্রাদার। হঠাৎ মনে হয়েছিল কলকাতায় এসে মায়ের সঙ্গে দেখা না করে যাব? সন্তান হয়ে তো কোনও কর্তব্যই পালন করি না। ম্যালকমকে বলতে ও রাজি হয়ে গেল। হোটেল থেকেই গাড়ি নিয়ে সোজা চলে গেলাম মায়ের বাড়ি। কিন্তু যাওয়ার আগে ব্যবস্থা করে গেলাম যাতে তুমি এই খবরটা ঠিক সময়ে পেয়ে যাও! অথচ দ্যাখো—!"

অর্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল,"আপনার মা কি দক্ষিণেশ্বরে থাকেন?"

"আমার মা? ও নো, নো। উনি সমস্ত পৃথিবীর মা। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব এই মায়ের কাছে ছিলেন।"

অর্জুন হেসে ফেলল, "আপনি যে এত কালীভক্ত তা জানতাম না।"

"সেটা কি আমি নিজে জানতাম? হঠাৎ ইচ্ছেটা হল। এই যেমন

www.boiRboi.blogspot.com

রোমে গিয়ে মনে হল একবার ভাটিকান থেকে ঘুরে আসি। মক্কায় গিয়ে মসজিদে যাব না, তা কি হয়?" মেজর হাত নাড়লেন।

ম্যালকমকে জিজ্ঞেস করল অর্জুন, "আপনার কেমন লাগল।"

"গুড।" মাথা নাড়ল ম্যালকম, "কিন্তু হোটেল থেকে পৌঁছতে এত সময় লাগল, রাস্তায় এত বিশৃঙ্খলা, এত ট্রাফিক, লোকজন নিয়ম মানে না, কিছু মনে কোরো না, আমার পক্ষে তোমাদের এই কলকাতাকে মেনে নেওয়া খুব শক্ত ব্যাপার।"

অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই।

ওরা সবাই গুছিয়ে বসল। মেজর ইতিমধ্যে বোতল খুলে দু'পেগ গলায় ঢেলে নিলেন।

ম্যালকম জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা ঠিক কোন সময় পৌঁছচ্ছি?"

"সকাল ন'টার মধ্যে।" অর্জুন বলল, 'যদি ভাগ্য ভাল থাকে।'

"তার মানে?"

"বেশিরভাগ দিনে ট্রেন দেরিতে পৌঁছয়।"

"কেন?"

মেজর বললেন, "এসব প্রশ্ন ইন্ডিয়ায় এসে কোরো না ম্যালকম।"

"ওয়েল, ওখান থেকে আমরা প্রথমে গোরুমারা ফরেস্টে যাব। তাই তো?" ম্যালকম জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ।"

"এই রেঞ্জের সবচেয়ে ঘন জঙ্গল কোনখানে?"

"সম্ভবত বক্সা অঞ্চলে। কাছাকাছি শহর আলিপুরদুয়ার।"

"তোমার কোনও ধারণা আছে এদিকের জঙ্গল সম্পর্কে?"

ম্যালকম জিজ্ঞেস করতেই মেজর একটু রেগে গেলেন, "তোমায় আমি কি বলেছি? ও জলপাইগুড়িতে জন্মেছে। এসব জঙ্গল ওর একেবারে নখদর্পণে। তুমি যা-যা জানতে চাও জিজ্ঞেস করো।"

অর্জুন বলল, "দেখুন, আমার জ্ঞান খুব ভাসা-ভাসা। তবে জঙ্গল নিয়ে যাঁরা সবসময় ব্যস্ত থাকেন তাঁদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।"

"ধন্যবাদ। আমি শুধু জানতে চাইছি, এদিকের জঙ্গলে কী ধরনের গাছ পাওয়া যায়?"

"শুনেছি পাঁচশো চল্লিশ রকমের গাছ নর্থবেঙ্গলে আছে। প্রধান গাছ শাল, শিশু এবং গামার। এগুলো সব বড় লম্বা গাছ।" অর্জুন বলামাত্র মেজর গাছগুলোর নাম তর্জমা করে দিলেন। উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে মেজরের যে আগ্রহ ছিল তা জানত না অর্জুন। সেটা বলতেই হো হো শব্দে হেসে উঠলেন মেজর, "তুমি বোধ হয় জানো না, ইংরেজিতে শাল বা শিশুগাছকে শাল এবং শিশুই বলা হয়ে থাকে। আমি ওঁকে বটানি গন্ধমাখা শব্দ বললাম যার কোনও মানে নেই এবং ও সেটা ধরতে পারেনি।"

ম্যালকম এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন না। হঠাৎ তিনি ব্যাগ থেকে একটা ডায়েরি বের করে বললেন, "আমি যা তথ্য পেয়েছি তা হল আমরা যে অঞ্চলে যাচ্ছি সেখানে পাঁচশো থেকে ছ'শো প্রজাতির পাখি দেখা যায়। সঠিক সংখ্যাটা পাইনি।"

অর্জুন বলল, "প্রাকৃতিক কারণেই পাখির থাকা বা না-থাকা নির্ভর করে!"

মেজর মাথা নাড়লেন, "বুঝিয়ে বলো ভাই।"

অর্জুন বলল, "ম্যালকম সাহেবের সামনে আমার স্পর্ধা নেই পাখি নিয়ে কথা বলার।"

ম্যালকম হাত নাড়লেন, "নো, নো। গো অ্যাহেড। শোনা যাক।"

"আমার মনে হয় যেসব জঙ্গলে ফুল, ফল, শেকড়, পাতা থেকে পাখিরা খাবার জোগাড় করতে পারে সেখানে তাদের ভিড় বেশি হয়। তা ছাড়া ভেজা মাটির জঙ্গল হলে কেঁচো, প্রজাপতি, পোকামাকড় থাকবেই এবং তারাও পাখিদের খাদ্য হবে। ফলে পাখিরা তো আসবেই।"

ঠিক একই কথা বললেন গোরুমারা ফরেস্টের রেঞ্জার।

সকালে নিউ জলপাইগুড়িতে নেমে গাড়ি ভাড়া করে জলপাইগুড়ি বাইপাস হয়ে ময়নাগুড়ি লাটাগুড়ির ওপর দিয়ে ওরা গোরুমারা ফরেস্ট বাংলোয় পৌঁছেছিল। বড়কর্তার আদেশনামা দেখানোমাত্র জায়গা পাওয়া গেল। কিন্তু ওঁরা তিনজন বলে একটু সমস্যা হল। বাংলোর বাকি ঘরগুলোয় টুরিস্ট আছে। ওঁদের জন্য একটির বেশি ঘর পাওয়া যাচ্ছে না।

মেজর বললেন, "নো প্রব্লেম। রাত আসতে অনেক দেরি। ততক্ষণ তো কোনও সমস্যা হচ্ছে না। আমি এখন থেকেই রাতের সমস্যা নিয়ে ভাবতে রাজি নই।"

ম্যালকম রেঞ্জারকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার এই জঙ্গলে পাখির সংখ্যা কীরকম?"

"সেটা তো কাউন্ট করা সম্ভব নয়। আমরা গণ্ডার, বাইসন, বাঘ কাউন্ট করে বলতে পারি, কিন্তু পাখি গোনা সম্ভব নয়। কোন কোন জাতের পাখি এই জঙ্গলে আছে তা শুনেছি।"

কথাগুলো হচ্ছিল বাংলোর সামনে লনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে। একটু নীচ থেকে শুরু হয়েছে বিশাল গুল্মক্ষেত্র। একটি জায়গায় মাটিতে নুন মিশিয়ে রাখা হয়েছে পশুদের জন্য। এখানে বড় বড় গাছ রয়েছে বেশ দূরে। পাখি উড়ছে আকাশে, দু'পাশের জঙ্গলে। সামনের গুল্মক্ষেত্র স্থির হয়ে রয়েছে। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "ওখানে বড় গাছ নেই কেন?"

রেঞ্জার বললেন, "এর বেশিরভাগ জায়গাই জলঢাকা আর মূর্তি নদীর প্লাবনভূমি। তাই উলু আর নলখাগড়ায় ঢাকা আছে এই অঞ্চলটা। মজার কথা কী জানেন, বাইসন থেকে শুরু করে গণ্ডার, হাতি, গউর, বাঘ, শুয়োর আর হরিণের দল এই অঞ্চলটাকে খুব পছন্দ করে।"

ম্যালকম সাহেব আবার পাখির কথা তুললেন। রেঞ্জার বললেন, "এসব অঞ্চলে পাখির ভিড় জমে সাধারণত এক হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার ফুট উচ্চতার জঙ্গলে। আমি আপনাদের বলব বক্সা জঙ্গলে যেতে। ওখানে একধরনের পাখি দেখবেন যার নাম নীলপরি। যখন ওড়ে তখন তার রঙের ছটায় যে কেউ মুগ্ধ হবে।"

"নীলপরি?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল। পাখির এমন নাম সে কখনও শোনেনি।

রেঞ্জার হাসলেন, "হ্যাঁ। নামকরণ করেছিলেন রবীন্দ্র-অনুরাগী অমল হোম।"

মেজর ম্যালকমকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি নীলপরি পাখি দেখেছ?"

"নো। নেভার। অন্য কোনও নাম আছে?"

রেঞ্জার জবাব দিলেন, "হ্যাঁ। আছে। ফেয়ারি ব্লু বার্ড।"

লাফিয়ে উঠলেন ম্যালকম, "ইয়েস। আমি শুনেছি। কিন্তু কখনও দেখিনি। এই ফেয়ারি ব্লু বার্ড আর স্কারলেট মিনিভেটের কথা বইতে পড়েছি।"

রেঞ্জার মাথা নাড়লেন, "ওই স্কারলেট পাখিটাকে এখানে বলা হয় আলতাপরী।"

ম্যালকম জিজ্ঞেস করলেন, "এদের এই জঙ্গলে পাব না?"

"না সার। এত নিচুতে ওরা সাধারণত আসে না। ওদের দেখা পেতে আপনাকে যেতে হবে বক্সার জঙ্গলে। আচ্ছা, এবার আপনারা বিশ্রাম করুন। আমি দেখছি আর একটা ঘরের ব্যবস্থা কোনওমতে করা যায় কিনা।" কয়েক পা এগিয়েই তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন, "আচ্ছা অর্জুনবাবু, আমি এখন একাই আছি। পাশের ঘরটা খালি পড়ে আছে, সেখানে থাকতে আপনার কি খুব অসুবিধে হবে?"

অর্জুন হাসল, "মোটেই না। শুধু আমাকে একটা ফোন করতে হবে জলপাইগুড়িতে।"

"আমাদের এখানকার টেলিফোনটা কাল রাত্রে ঝড় হওয়ার পর থেকে কাজ করছে না। আপনাকে যেতে হবে লাটাগুড়িতে। ঠিক আছে, আমাদের গাড়ি যখন যাবে তখন খবর দেব।" ভদ্রলোক চলে গেলেন।

মেজর বললেন, "আঃ। দারুণ জায়গা। এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো গণ্ডার দর্শন হয়ে যেতে পারে।"

ঠিক তখনই একটা সুমো গাড়ি বাংলোর চত্বরে ঢুকল আর তা থেকে ছিটকে উঠল শব্দের ঝড়। গান বাজছে টেপরেকর্ডারে, দুরন্ত

www.boiRboi.blogspot.com

ইংরেজি গান।

মেজর হতভম্ব হয়ে তাকালেন, ম্যালকমের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। গাড়ি থেকে যারা নামল তারা বাঙালি। দু'জন যুবক এবং দু'জন যুবতী। নেমেই গাড়িটাকে পেছনে রেখে ড্রাইভারের হাতে ক্যামেরা ধরিয়ে দিয়ে বলল তাদের ছবি তুলতে।

ওইরকম নির্জন পরিবেশে অত জোরে গান বাজানো যে অপরাধ সেটা ওরা বুঝতেই পারছে না। হঠাৎ ম্যালকম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "বক্সার ফরেস্ট কতদূরে?"

অর্জুনের দূরত্বটা জানা ছিল না। জয়ন্তী থেকে বক্সার যাওয়া যায়। অন্তত ঘণ্টা তিন-চার লাগবে। সেটা জানাতেই ম্যালকম বললেন, "ওখানে আমরা থাকার জায়গা পেতে পারি?"

অর্জুন বলল, "নিশ্চয়ই। একটা ঘর তো পাবই। খালি থাকলে দুটোই পেয়ে যাব।"

"দেন, লেট্স গো দেয়ার। এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।"

কথাটা শুনে মেজর চোখ পাকালেন, "বললেই হল? এই ব্যাটাদের একটু শিক্ষা দিলে গান বন্ধ করতে বাধ্য হবে। আমি দেখছি।"

অর্জুন বাধা দিল, "ম্যালকম ঠিকই বলেছেন। শুনলেন তো, বেশিরভাগ পাখি থাকে বক্সার জঙ্গলে। ওটা একটু উঁচুতে। এখানে থাকলে তো ওঁর কাজ তেমন হবে না। তাই আমাদের বক্সারে যাওয়াই ভাল। চলুন, রেঞ্জারকে গিয়ে বলি উনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন কিনা।" অর্জুনের কথা শেষ হওয়ামাত্র দেখা গেল রেঞ্জার দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছেন। সুমো গাড়ির কাছে এসে তিনি কড়া গলায় বললেন, "টেপটাকে বন্ধ করুন।"

একজন মহিলা প্রতিবাদ করলেন, "কেন?"

"এখানকার গাছপালা, জীবজন্তুরা শান্তিতে থাকতে চায়; এভাবে গান শুনতে ওরা অভ্যস্ত নয়।"

"কিন্তু গান আমাদের ভাল লাগে।" দ্বিতীয় মহিলা বললেন।

"বেশ তো ম্যাডাম, আপনারা এই জঙ্গলের বাইরে গিয়ে যত ইচ্ছে গান শুনুন। এখানে সর্বত্র সাইলেন্স শব্দটা লেখা রয়েছে এবং তা দেখেও গান এত জোরে বাজানোটা অপরাধ।" রেঞ্জার বললেন।

একজন যুবক বাঁকা গলায় বলল, "আপনি কাকে ধমকাচ্ছেন জানেন? ওর বাবা এম পি।"

রেঞ্জার বললেন, "ওঁর বাবা যদি এই কাজ করতেন তা হলে তাঁকেও আমি আইনের কথা মনে করিয়ে দিতাম।"

অতএব বন্ধ হয়ে গেল গান।

রেঞ্জার ফিরে যাচ্ছিলেন, অর্জুন দ্রুত পা চালিয়ে তাঁর কাছে গেল, "আপনার সাহায্য দরকার।"

"বলুন।"

"আমরা এখনই বক্সা জঙ্গলে যেতে চাই। গাড়ির ব্যবস্থা হবে?"

"এখানে তো গাড়ি পাওয়া মুশকিল। কোনও টুরিস্ট যদি গাড়ি ভাড়া করে এসে ছেড়ে দেয়, তা হলে—। তা ছাড়া বললাম তো, আমার ফোন কাজ করছে না যে লাটাগুড়ি অফিসকে বলব।"

"তা হলে যাব কী করে?"

"আপনারা আজ তো এলেন, আজই চলে যাবেন?"

"ম্যালকম খুব বিরক্ত হয়েছেন ওদের দেখে। তা ছাড়া উনি যে পাখির খোঁজে এসেছেন তা তো এই জঙ্গলে পাওয়া যাবে না। এখানে থাকলে শুধু সময় নষ্ট হবে।" অর্জুন বলল।

"বেশ। তা হলে এক কাজ করুন। আমার ড্রাইভারকে বলছি আপনাদের চালসায় নামিয়ে দিয়ে আসতে। ওখানে আপনারা ভাড়ার গাড়ি পেয়ে যাবেন।"

"খুব ভাল হয় তা হলে।"

রেঞ্জার শুধু গাড়ি দিলেন না, বক্সা জঙ্গলের রেঞ্জারকে খবর দেওয়ার জন্য ফোন নম্বরও লিখে দিলেন। চালসা থেকে ফোন করে দিলে ভদ্রলোক ওদের থাকার ব্যবস্থা করে রাখবেন।

গোরুমারা থেকে বেরিয়ে পিচের রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল চালসার দিকে। দু'পাশে ঘন জঙ্গল। গাড়ি যাচ্ছে বেশ কয়েকটা। ড্রাইভার জানাল গত সন্ধ্যায় এই পথে হাতির দল এসেছিল। ঘণ্টা দুয়েক সমস্ত গাড়ি থেমে গিয়েছিল নিরাপদ দূরত্বে।

মেজর বললেন, "গত সন্ধ্যায়! হ্যাঁ। এখন তো এক-আধ পিস বেরুতে পারত।"

"কী করতেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"কী করতাম সেটা মুখে বলে কী হবে! বেরুলে করে দেখিয়ে দিতাম।"

বড়দিঘি, রামসাইকে দু'পাশে রেখে গাড়ি পৌঁছল চালসার বাজারে। জিনিসপত্র নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেল ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে। আজ হাটবার নয়, কিছু দোকান রাস্তার দু'পাশে। রাস্তাটাকে জাতীয় সড়ক বলা হয়। একটা জিপসি পাওয়া গেল। দৈনিক ছ'শো টাকা ভাড়া, তেল দিতে হবে। মেজর তাকে যতদিন ইচ্ছে ততদিনের জন্যে ভাড়া করলেন। এবার অর্জুন একটা এসটিডি বুথে ঢুকল। বক্সার রেঞ্জারকে পাওয়া গেল একবারেই। তিনি জানালেন অর্জুনদের আসার খবর পেয়ে গেছেন। আজ ওরা পৌঁছবে জেনে দুটো ঘর রেখে দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করলেন। দ্বিতীয় ফোনটা জলপাইগুড়িতে করল অর্জুন। মাকে সব কথা বলে জানাল কলকাতা থেকে তাপস দত্ত নামের এক ভদ্রলোক ফোন করবেন। তাঁকে বলতে হবে সোজা বক্সার ফরেস্ট বাংলোতে চলে আসতে। আলিপুরদুয়ারে কামরূপ এক্সপ্রেস বা তিস্তা-তোর্সা ট্রেনে পৌঁছে ট্যাক্সি নিতে হবে। আবার রাজাভাতখাওয়া স্টেশন থেকে গেলে মাত্র ষোলো কিলোমিটার। মাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ে অর্জুন টাকা দিল ছেলেটির হাতে। মিটার দেখে ছেলেটি ড্রয়ার টানল বাকিটা ফেরত দিতে। এই সময় লোকটি ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল সে ফোন করতে পারে কিনা! লোকটিকে দেখে অর্জুন বেশ অবাক হল। তালেগোলে এর কথা ভুলেই গিয়েছিল সে। গত সন্ধ্যায় শিয়ালদা স্টেশনে শেষবার দেখেছিল ওকে।

অর্জুনকে টাকা ফেরত দিয়ে ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, "লোকাল না এসটিডি!"

লোকটি একটি কাগজ বের করে এগিয়ে দিল, "লাইনটা আপনি ধরে দিন।"

ছেলেটি কাগজটি দেখে ডায়াল করতে লাগল। এখন এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনও অজুহাত নেই। অথচ এই লোকটি কোথায় ফোন করছে তা জানতে কৌতূহল হচ্ছিল। ওর ডান হাতে যে ব্যাগটা রয়েছে তার মধ্যে কী আছে? অতবড় ব্যাগটা স্বচ্ছন্দে ধরে আছে লোকটা।

এইসময় ছেলেটা বলল, "নাঃ, মনে হচ্ছে লাইন খারাপ আছে।"

"খারাপ আছে?" লোকটা হঠাৎই কাউকে গালাগাল দিল, এপাশ ওপাশে তাকাল, তারপর জিজ্ঞেস করল, "হাসিমারাটা কোথায়?"

"হাসিমারা? সে তো অনেক দূরে।"

যারা লোকটিকে চালসায় আসতে বলেছিল, কোনও কারণে তারা পৌঁছতে পারেনি। সেই কারণেই ফাঁপরে পড়েছে লোকটা। কিন্তু যার চালসায় আসার কথা, সে হাসিমারার খোঁজ করছে কেন? তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, "কিছু বলবেন?"

"এখানে হোটেল আছে?"

"না। কেন?"

"আমরা বাইরে থেকে এসেছি। ভাবছিলাম হোটেল থাকলে একটা দিন থেকেই যাই।"

"না। নেই।তবে পি ডব্লিউ ডির বাংলো, ফরেস্ট বাংলো আছে, খোঁজ নিন।"

"ওসব কি আর পাওয়া যাবে! তা হলে চলেই যাই রাজাভাতখাওয়ায়।" বলে বেরিয়ে এল অর্জুন। রাজাভাতখাওয়ার নামটা সে ইচ্ছে করে বলেনি, হঠাৎই নামটা মাথায় এসে গেল। সম্ভবত একটু আগে মাকে বলেছে বলেই মনে এল।

মেজরদের খুঁজতে এদিক-ওদিক তাকাতে অর্জুন অবাক! একটা ভাঙাচোরা মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ উঁচু করে মেজর

www.boiRboi.blogspot.com

জিলিপি খাচ্ছেন। মুখ উঁচু করার কারণ, যাতে জিলিপির রস তাঁর দাড়ি-গোঁফে না লেগে যায়। মুখে পুরে চোখ বন্ধ করে খানিকটা চিবিয়ে তিনি ম্যালকমকে বললেন, "আঃ! অপূর্ব। ফ্যান্টাস্টিক। কোথায় লাগে তোমাদের ডোনার! ওহে চাঁদু, খেয়ে দ্যাখো, জীবন ধন্য হয়ে যাবে।" কথাগুলো ইংরেজিতে, কিন্তু মানেটা এইরকমই দাঁড়ায়।

ম্যালকম মাথা নাড়ছিলেন, শেষপর্যন্ত অর্জুনকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কখনও কখনও মেজরের কথার ওপর আমি আস্থা রাখতে পারি না। তুমি কি বল? খাওয়া যেতে পারে?"

"আপনার ব্লাড শুগার নেই তো?"

"নো! নেই।"

অর্জুন দোকানদারকে বলল, "দু'জনকে একটা করে দিন।"

সাহেব জিলিপি খাচ্ছে, বেশ ভিড় জমে গেল। জিলিপি খেয়ে ম্যালকম মুগ্ধ। বেশ কয়েকটা মুখে চালান করে দিলেন দু'চোখ বন্ধ রেখে। গলা দিয়ে নামিয়ে অর্জুনকে বললেন, "এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রত্যেককে দুটো করে জিলিপি খাওয়ানো যাক।"

অর্জুন শোকেসের দিকে তাকিয়ে বলল, "কুলোবে না। যারা পাবে না তারা আপনার ওপর রেগে যাবে। তার চেয়ে চলুন, রওনা হওয়া যাক।"

দাম মিটিয়ে ওরা গাড়ির কাছে পৌঁছনোমাত্র অর্জুন দেখল তার টোপটি কাজে দিয়েছে। টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে নজর রাখছিল লোকটা, এবার এগিয়ে এল সামনে, "নমস্কার।"

মেজর বললেন, "নমস্কার।"

"আপনারা কি হাসিমারার ওদিকে যাচ্ছেন?" লোকটি ব্যাগটা হাতেই রেখেছিল।

"হাসিমারা। হাঁস মারা বুঝতে পারি হাসিমারা আবার কীরকম নাম! ডেঞ্জারাস জায়গা মনে হচ্ছে। ওহে তৃতীয় পাণ্ডব, আমরা ওখানে যাচ্ছি নাকি?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন উঁচু গলায়। অর্জুন লোকটিকে দেখল, তারপর মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

"আপনারা যদি আমাকে গাড়িতে একটু জায়গা দেন—, আমার ওখানে যাওয়া দরকার।" লোকটি খুব বিনীত ভঙ্গিতে নিবেদন করল।

মেজর কিছু বলার আগেই অর্জুন বলল, "উঠে পড়ুন। ব্যাগটাকে পেছনে রাখতে পারেন।"

"না,না। এটা কাছেই থাক।" লোকটা হঠাৎ যেন সতর্ক হল।

ড্রাইভারের পাশে বসেছেন ম্যালকম, পেছনের আসনে অর্জুন মেজর এবং লোকটি। গাড়ি চলতে শুরু করলে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "হাসিমারার কোথায় যাবেন?"

"আমি ঠিক জানি না। ওখানকার বাজারের বাসস্টপে আমার এক বন্ধু অপেক্ষা করবে।"

"চালসায় থাকেন আপনি?"

"না। কলকাতায়। আপনারা বোধ হয় বেড়াতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ। জঙ্গল দেখতে।" মেজর জবাবটা দিলেন।

"জঙ্গল! সেই জঙ্গল কি আর আছে? সব শেষ।"

"কী করে থাকবে?" মেজর খ্যাঁক করে উঠলেন, "জঙ্গলে ঢুকে যদি টেপরেকর্ডার চালানো হয়, তা হলে জঙ্গল থাকবে?"

যেতে যেতে ম্যালকমকে জায়গাগুলোর নাম বলছিল অর্জুন। খুনিয়ার মোড় থেকে যে রাস্তাটা বিন্দুর দিকে চলে গিয়েছে সেদিকে তাকিয়ে ম্যালকম বললেন, "বিউটিফুল। দু'পাশে ঘন জঙ্গলের মধ্যে পিচের রাস্তাটা যেন চুপচাপ ঘুমিয়ে রয়েছে।"

"আপনি তো কলকাতা থেকে আজই দার্জিলিং মেলে এলেন, তাই না?" অর্জুন আচমকা প্রশ্ন করল লোকটিকে।

অবাক হয়ে তাকাল লোকটি, "আপনি কী করে জানলেন?"

"আমি মাঝে-মাঝে ওরকম জেনে যাই। যেমন, আপনি দু'দিন আগে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলেন। কি, ঠিক কি না?" অর্জুন হাসল।

"আপনি, আপনি কে—?" লোকটির মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

"বিশেষ কেউ নই। মুখ দেখে মাঝে-মাঝে বলতে পারি। তবে আপনার শরীরে জলহস্তীর গন্ধ পেলাম বলে চিড়িয়াখানার কথা বললাম।" অর্জুন হাসল।

ছুটন্ত গাড়িতে দু'চোখ বন্ধ করে ঢুলছিলেন মেজর। এবার চোখ খুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, "হোয়াট? তুমি ওর গায়ে জলহস্তীর গন্ধ পাচ্ছ?" জোরে জোরে শ্বাস টেনে দু'পাশে মাথা নাড়লেন, "নো! আমি তো কিছু পাচ্ছি না। অদ্ভুত! তোমার এই সেন্সটা এতখানি ডিভেলপ করেছে তা তো কখনও বলোনি।"

লোকটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। খুব অবাক হয়ে গিয়েছে সে। তার চিড়িয়াখানায় যাওয়ার কথা এই ছেলেটির জানার কথা নয়। সে জলহস্তীর চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এ-কথা ঠিক, কিন্তু সে তো অনেক লোক দাঁড়িয়ে দেখছিল। তাদের সবার গায়ে কি জলহস্তীর গন্ধ লেগে গেছে? আর জলে-কাদায় যে প্রাণী ডুবে ছিল তার গায়ের গন্ধ অনেক ওপরে রেলিংয়ের এপাশে দাঁড়ানো মানুষের শরীরে কী করে লাগবে? কিন্তু ছেলেটা যদি সত্যি তার গায়ে গন্ধ পেয়ে থাকে!

অর্জুন ততক্ষণে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ম্যালকমকে ডুয়ার্সের ভূগোল বোঝাচ্ছে। দু'পাশে চায়ের গাছ, জঙ্গল, মাঝখানে পিচের মসৃণ রাস্তা, দেখতে চমৎকার। বেশ জোরে চলছে জিপসি। হঠাৎ ম্যালকম "স্টপ", "স্টপ" বলে চিৎকার করে উঠলেন। গাড়ি থামল অনেকটা দূরে গিয়ে। দ্রুত ব্যাগ থেকে একটা বায়নাকুলার বের করে গাড়ি থেকে নেমে কিছু খুঁজতে চেষ্টা করলেন ম্যালকম। মেজর বিরক্ত হলেন, "আবার দেখলে!"

নিঃশব্দে ম্যালকম পেছনদিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁর চোখে যন্ত্রটা ধরা। অর্জুন গাড়ি থেকে নেমে ওঁকে লক্ষ করছিল। এইসময় একটা বড় চেহারার নীল রঙের পাখি চা-বাগানের সেড্‌ট্রি থেকে উড়ে চলে গেল অনেক ভেতরে। পাখিটির লেজ বেশ লম্বা। ম্যালকম বায়নাকুলার নামিয়ে বললেন, "ব্যাড লাক।"

"ওটা নীলকণ্ঠ পাখি।" অর্জুন বলল।

"নীলকণ্ঠ? রোলার বার্ড! নো! আমার তা মনে হয় না। খুব মিস করলাম! এই লোকটাকে বলো তো একটু আস্তে গাড়ি চালাতে।" ম্যালকম বললেন।

গাড়ির ভেতরে ব্যাগ নিয়ে বসে থাকা লোকটা খুব অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। একে অর্জুনের ওইসব কথা, তার ওপর সাহেবের গাড়ি থামিয়ে পাখির সন্ধানে নেমে যাওয়া, সে তাল রাখতে পারছিল না। মেজরকে জিজ্ঞেস করল সে, "এই সাহেব কি পাখি শিকার করেন?"

"নো। পাখি দ্যাখেন। সারা পৃথিবী ঘুরে যতরকমের পাখি আছে তাদের দেখে বেড়ান। শিকার-টিকার করেন না।" মেজর জবাব দিলেন।

লোকটা হতভম্ব! শুধু পাখি দেখার জন্যে কেউ পয়সা খরচ করে ঘুরে বেড়ায়? এই দলটার লোকগুলো নির্ঘাত স্বাভাবিক নয়। গাড়ি চলতে শুরু করলে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার পরিচয়টা কিন্তু এখনও জানা হল না।"

"আমার? আমি একজন সাধারণ মানুষ।"

"সাধারণ মানুষের কোনও নাম থাকে না বুঝি!" অর্জুন তাকাল।

"ও হ্যাঁ। সহদেব, সহদেব রায়।"

"আমি অর্জুন। বেশ ভাল লাগছে আপনার সঙ্গে কথা বলে।"

লোকটা ভাবল, অর্জুন তাকে ঠাট্টা করে ওই নাম বলেছে। সে বলল, "আপনি তো আমার গায়ের গন্ধ পেয়ে বলে দিলেন চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম। কথাটা আমি বিশ্বাস করিনি। কারণ আমি দশ বছরের মধ্যে চিড়িয়াখানায় যাইনি।" সহদেব হাসল।

"তা হলে ভুল হয়ে গেছে। যা হাওয়া দিচ্ছে, জঙ্গলের গন্ধ নাকে লেগেছে বোধ হয়।"

"কী যা-তা বলছ অর্জুন।" মেজর ধমকালেন, "এই জঙ্গলে হাতি আছে কি না সন্দেহ, তুমি জলহস্তীর গন্ধ হাওয়ায় পেলে। মাথা খারাপ নাকি!"

ড্রাইভার বলল, "নো সার। এই জঙ্গলে প্রচুর হাতি আছে। প্রায়ই ঝামেলা করে।"

সহদেব মজা পেল কথাটা শুনে, "আপনারা কি আজই কলকাতা

www.boiRboi.blogspot.com

থেকে এলেন?"

"হ্যাঁ।" মেজর জবাব দিলেন।

"দার্জিলিং মেলে তো?" সহদেবের আবার প্রশ্ন।

"ইয়েস।"

"আমিও তো ওই ট্রেনে এসেছি।" সহদেব বলল।

"কিন্তু আপনার বন্ধু কথা রাখেনি।" অর্জুন বলল।

"আজ্ঞে?"

"আপনার বন্ধুর কথা ছিল চালসায় আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে।"

"আপনি জানলেন কী করে?" আবার মুখ শুকিয়ে গেল সহদেবের।

"মাঝে-মাঝে মানুষের মুখ দেখে আমি মনের কথা বুঝতে পারি। আপনি যখন টেলিফোন বুথে গিয়েছিলেন তখন সেখানে আমি ছিলাম। লাইন না পেয়ে আপনি যখন খুব বিরক্ত হচ্ছিলেন তখন আপনার মুখের দিকে তাকাতেই খবরটা জানতে পারলাম। সত্যি তো, অতদূর থেকে আসছেন, বন্ধুর সেটা খেয়াল রাখা উচিত ছিল।" অর্জুন বেশ সমবেদনার সুর আনল গলায়।

সহদেব মেজরের দিকে তাকাল। ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না তার। মেজরের মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই, চোখ বন্ধ করে রয়েছেন। সহদেব বলল, "আবার ভুল হল। প্রথমে কথা হয়েছিল ও চালসায় থাকবে। পরে ঠিক হল, চালসায় ওকে না পেলে আমি যেন হাসিমারায় চলে যাই।" সহদেব হাসল, "আর কী পড়লেন বলুন।"

"সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে যখন তখন বলে কী লাভ হবে?"

"তবু—!"

"আমার মনে হচ্ছে আপনার একটুও ইচ্ছে ছিল না এদিকে আসার। কোনও কিছুর জন্যে বাধ্য হয়ে এসেছেন আপনি। কী,ঠিক না ভুল?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

মেজর চোখ খুললেন, "বাবা তৃতীয় পাণ্ডব, তোমার কি বাজার খুব খারাপ যাচ্ছে?

"তাই তো মনে হচ্ছে।" অর্জুন হাসল।

"যা বলছ তাই ভুল হচ্ছে। এতবার বলেছি এসব জায়গায় না পড়ে থেকে শহরে চলে যাও, ইচ্ছে করলে নিউ ইয়র্কেও আসতে পারো, তাতে বুদ্ধি আরও শার্প হবে, কিন্তু কথাটাকে পাত্তা দিচ্ছ না তুমি। হুঁঃ।" মেজর চোখ বন্ধ করলেন।

সহদেবকে ছেড়ে ম্যালকমের সঙ্গে কথা শুরু করল অর্জুন। এই জায়গাটার নাম নাগরাকাটা, লক্ষ্মীপাড়া, বানারহাট, ওদিকে ভুটানে যাওয়ার রাস্তা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বানারহাট ছাড়ার পর মেজরের কথায় গাড়ি দাঁড় করাতে হল একটা ধাবার সামনে। ভদ্রলোকের প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। ধাবার পাঞ্জাবি রান্নার মেনু শুনে মেজর যখন উল্লসিত তখন ম্যালকমের মুখ শুকিয়ে গেছে। ওই মশলা দেওয়া কালচে খাবারগুলো তিনি খেতে পারবেন না। ব্যাপারটা জেনে ধাবাওয়ালা আশ্বস্ত করল, "নো প্রব্লেম। ইউ লাইক চিকেন রোস্ট উইদাউট স্পাইস? লাইক। আই উইল গিভ ইউ।"

অর্জুন লক্ষ করছিল সহদেব গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মেজর এবং ম্যালকম ধাবার সামনে রাখা খাটিয়ায় আরাম করে বসলেন। অর্জুন চেঁচাল, "সহদেববাবু, এদিকে এসে বসুন। দাঁড়িয়ে কেন?"

দূরে দাঁড়ানো সহদেব হাত নাড়ল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

মেজর নিচু গলায় বললেন, "লোকটা নিরীহ। ওর পেছনে লেগো না।"

"সহদেব ইচ্ছে থাকলেও গাড়ির কাছ থেকে নড়তে পারবে না।" অর্জুন বলল।

"আবার তোমার স্টেটমেন্ট ভুল হয়ে যাবে।" মেজর পকেট থেকে চ্যাপটা বোতল বের করে খানিকটা গলায় ঢাললেন।

ধাবার এক কর্মী ব্যাপারটা দেখে এগিয়ে এল, "সাহেব, আপনি কি মদ খাচ্ছেন?"

এরকম প্রশ্ন শুনবেন বলে তৈরি ছিলেন না। হাঁ হয়ে গেল তাঁর মুখ।

"আমাদের নিয়ম হল, এখানে মদ খেতে হলে এখান থেকেই কিনতে হবে।"

"তাই? গুড। আমার জন্যে একটা ব্লু লেভেল হুইস্কি আনো।"

"ব্লু লেভেল?" লোকটা হতভম্ব।

"ইয়েস। ওইটেই আমার ব্র্যান্ড।"

লোকটা ভেতরে চলে গেল। সামনে হাইওয়ে। ওপাশে মাঠ, জঙ্গল। বেশ নির্জন জায়গা। হাইওয়ে দিয়ে মাঝেমধ্যে গাড়ি যাচ্ছে। ধাবাওয়ালা বেরিয়ে এল, "সার, নো ব্লু লেভেল। ইন্ডিয়ান হুইস্কি?"

"নো।" মেজর মাথা নাড়লেন প্রবল ভাবে।

এই সময় একটা সুমো গাড়ি রাস্তা ছেড়ে ছুটে এসে ব্রেক কষল। ধাবাওয়ালার মুখের চেহারা বদলে গেল। তিনজন লোক নেমে এল গাড়ি থেকে। নেতা গোছের একজন জিজ্ঞেস করল, "কোনও খবর পাচ্ছি না যে?"

"সার, দেওয়ার মতো খবর পাইনি এখনও।"

"বিয়ার নিয়ে আয়।"

প্রায় চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে আগের লোকটি ভেতর থেকে তিনটে বিয়ারের বোতল এনে ওদের হাতে ধরিয়ে দিল। দাঁত দিয়ে তার ঢাকনা খুলে নেতা বলল, "এরা কারা?"

"খদ্দের। ওই জিপসিতে এসেছে।"

নেতা এবার তিনজনের মুখ দেখল। শেষ পর্যন্ত অর্জুনের দিকে

www.boiRboi.blogspot.com

তাকাল সে, "কোথায় যাওয়া হচ্ছে? এই সাহেব কে?"

"জয়ন্তী। সাহেব আমাদের বন্ধুমানুষ। বেড়াতে এসেছেন।"

লোকটা মাথা নাড়ল। তারপর ড্রাইভারকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোর গাড়ি?"

"জী।"

"এই তিনজনকে নিয়ে যাচ্ছিস?"

"হ্যাঁ। পরে উনি উঠেছেন।" সহদেবকে দেখিয়ে দিল ড্রাইভার।

এবার অর্জুনের দিকে তাকাল নেতা, "একই দলে চারজন?"

"না। উনি হাসিমারায় যাবেন। লিফ্‌ট চাইলেন।" গাড়িতে জায়গা আছে তাই সঙ্গে নিয়ে নিলাম। আপনার আপত্তি আছে?" অর্জুন হাসল।

"কোথায় থাকা হয়?" লোকটির মুখ শক্ত হয়ে গেছে।

"জলপাইগুড়িতে।" অর্জুন সহজ গলায় বলল।

"আ-চ্-ছা। আমি যদি আপত্তি করি তা হলে মানবাজার থেকে বীরপাড়া পর্যন্ত সব কাজ বন্ধ থাকে। তুমি আমাকে চেনো না চাঁদু তাই ওই গলায় কথা বললে। দ্বিতীয়বার যেন না শুনি। আমার নাম গোপাল রায়। রাজনীতি করি।"

"তুমি যেভাবে কথা বলছ তাতে কিন্তু রাজনৈতিক কর্মী বলে মনে হচ্ছে না। এভাবে মাস্তানরাই কথা বলে।" অর্জুনও তুমিতে নেমে এল।

এই সময় ধাবাওয়ালা অর্জুনকে খুব কাতর গলায় বলল, "কেন ঝামেলা বাধাচ্ছেন সার। গোপালদা আমাদের এখানকার মা-বাপ। ওঁর সঙ্গে এইভাবে কথা বললে আর ফিরে যাবেন না আপনি।"

এই সময় মেজর ফিকফিক করে হাসতে লাগলেন। তাই দেখে গোপাল রায় ধমকাল, "আরে! এই লোকটা হাসছে কেন?"

দুটো হাত ওলটালেন মেজর, "হাসব না কি কাঁদব? এই অর্জুন ইংল্যান্ড আমেরিকায় গিয়ে কত বড় বড় ক্রিমিন্যালদের টাইট করে এসেছে, তাকেই ভাই তুমি ধমকাচ্ছ আমার সামনে দাঁড়িয়ে। হাসি আসবে না?"

একটু হকচকিয়ে গেল গোপাল রায়, "আপনি কি পুলিশ?"

"না,না।" মেজর আপত্তি করলেন, "জলপাইগুড়ির অর্জুনের নাম শোনেননি?"

গোপাল রায় বলল, "কোন অর্জুন? যে মালবাজারে চোরাই সোনার ব্যবসা বন্ধ করেছিল? লাল মোটরবাইকে ঘোরে?"

"বাঃ, তুমি দেখছি বেশ খবর রাখো।"

"ধেত তেরি কা। বলবেন তো নামটা।" বলেই ধাবাওয়ালাকে ধমকাল, "এই সাহেবদের খাতির যত্ন করছিস তো?"

"জি হাঁ।" বলেই ধাবাওয়ালা তার সহকারীকে আদেশ করল, এখনই খাবার নিয়ে আসতে। তারপর মেজরের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতজোড় করল, "আপনি ড্রিঙ্ক করুন সার, আপনি আনন্দের সঙ্গে খান।"

গোপাল রায় চিৎকার করল, "এই যে ভাই, তখন থেকে আপনি গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? এদিকে আসুন।"

সহদেব মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

অর্জুন গলা তুলল, "এমন কি দামি জিনিস সঙ্গে আছে আপনার যে, এদিকে আসতে পারছেন না। অতদূর থেকে এসেছেন, খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।"

"না না, দামি নয়, কী যে বলেন—!" সহদেব যেন বাধ্য হল এগিয়ে আসতে।

গোপাল রায় বলল, "আপনার ভাবভঙ্গি আমার ভাল লাগছে না। কিন্তু এঁদের সঙ্গে আছেন বলে আর রগড়ালাম না। ঠিক আছে দাদা, কোথাও যদি কোনও অসুবিধে হয় তা হলে আমার নাম বলবেন। আপনারা যাচ্ছেন কোথায়?"

"জয়ন্তীতে। ওখানে কয়েকদিন থাকব। ইনি হাসিমারায় নেমে যাবেন।"

"ও, আপনি সেই লোক?" গলা পালটে গেল গোপাল রায়ের।

"মা-মানে?" সহদেব তোতলালো।

"খবর এল একটা লোক ভারী ব্যাগ নিয়ে একটা চালসার এস টি ডি বুথে ঢুকে যে নাম্বারে ফোন করছে সেই নাম্বারটা খারাপ। তারপর জিজ্ঞেস করেছে হাসিমারায় কীভাবে যাবে। সেই লোকটা আপনি, তাই তো?"

"আপনি কী করে জানলেন।"

"খবর এসে যায়। তা আপনি বাসে না গিয়ে এদের সঙ্গে যাচ্ছেন কেন?"

"ওঁরাও ওদিকে যাচ্ছেন, তাই।"

"বিনা খরচে যাওয়ার সুযোগ ছাড়বেন কেন? কিন্তু আপনি মশাই আমাদের লাইনের লোক।"

"মানে?"

"আপনি যে নাম্বারে ফোন করছিলেন সেটা কাল সন্ধ্যায় পুলিশ রেড করার পর কেটে দেওয়া হয়েছে। আপনি জানেন না!"

"কী করে জানবেন, উনি তখন ট্রেনে।" অর্জুন বলল, "কিন্তু রেইড করল কেন?"

"এখানকার পাহাড়, জঙ্গলে বাইরের লোক আশ্রয় নিয়েছে নানান ধান্দায়। ওই বাড়ি থেকে তারা যোগাযোগ রাখত। ভগ্যিস এখানে এসেছিলাম, নইলে আপনার দেখা পেতাম না?" গোপাল রায় সহদেবের কাঁধে হাত রাখল।

"আমার মনে হচ্ছে তুমি আমাদের জিপসির খোঁজে এখানে এসেছ।" অর্জুন বলল।

গোপাল রায় হেসে ফেলল। "আপনার কাছে আর কী চাপা দেব। তা হলে চলুন সহদেববাবু, আমরা এখান থেকে চলে যাই।"

"আমি কোথায় যাব?"

"হাসিমারায় তো যাবেন? তা আমার সঙ্গে চলুন।"

"এ কী অন্যায় কথা। আপনি আমার ওপর জোর খাটাবেন নাকি?"

গোপাল রায় পকেট থেকে একটা সেলুলার ফোন বের করল, "আমি যদি বোতাম টিপি তা হলে বানারহাট থানার দারোগা ছুটে আসবে। ওর হাতে পড়াটা কি ঠিক হবে?" বলে সঙ্গীদের দিকে তাকাল গোপাল রায়।

হঠাৎ সহদেবের চেহারা বদলে গেল। দ্রুত সে চলে এল অর্জুনের সামনে, "আপনি আমাকে বাঁচান। বিশ্বাস করুন, ইনি যা বলছেন আমি তার কিছুই জানি না।"

"তা হলে গাড়িতে বসে আমি যে কথাগুলো বলেছি সেগুলোকে কি এখনও আপনার মিথ্যে কথা বলে মনে হচ্ছে?" গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল।

দ্রুত মাথা নেড়ে স্বীকার করল সহদেব।

গোপাল রায় কোনও কথা শুনতে রাজি হল না। জোর করে সহদেবকে নিয়ে তুলল তাদের গাড়িতে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে?"

"আপনাদের সামনে ট্রাই করতে চাই না। যদি স্বীকার করে তো ভাল নইলে থানায় দিতে হবে।" গোপাল রায় এঞ্জিন চালু করল।

সহদেব ততক্ষণে গাড়ির পেছনে বসে চিৎকার করছে, "আমি কোনও অন্যায় করিনি, আমাকে বিনা দোষে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।"

অর্জুন বলল, "আমি কী করতে পারি বলো। কোথাও খবর দিতে হলে ঠিকানা দিলে জানিয়ে দিতে পারি।"

চলন্ত গাড়ি থেকেই চিৎকার করল সহদেব, "হাসিমারা বাজারে সনাতনের পাশের দোকানে ব্যাগটা দিয়ে জানিয়ে দেবেন—।"

গাড়ি যখন দ্রুত হাইওয়ে ধরে ছুটে যাচ্ছে তখন অর্জুনের খেয়াল হল ব্যাগটার কথা। ওই ভারী ব্যাগ কাছছাড়া করতে চায়নি সহদেব। যে কারণে এখানে আসার পরেও সে জিপসি থেকে দূরে আসতে চায়নি। নিশ্চয়ই দামি কিছু আছে ওই ব্যাগে। তার পরেই মনে হল, ওই ব্যাগ পৌঁছাতে সে এদিকে আসেনি তো! চিড়িয়াখানায় সহদেব কিছু পৌঁছে দেওয়ার বদলে যে টাকা চেয়েছিল তাতে দ্বিতীয় লোকটি একমত হয়নি। এই নিয়ে ওদের মধ্যে কথা কাটাকাটিও হয়েছিল। নিশ্চয়ই সেটা মিটে গেছে, নইলে সহদেব এল কেন?

www.boiRboi.blogspot.com

ম্যালকম এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। মেজর তাঁকে ইংরেজিতে পুরো ব্যাপারটা বোঝাচ্ছিলেন। মার্কিন মাস্তান আর ভারতীয় মাস্তানদের পার্থক্যটা তাঁর মতে এইরকম, ভারতীয়রা ধরে নিয়ে গিয়ে একটু-আধটু অত্যাচার করবে কিন্তু মেরে ফেলবে না। আর মার্কিন মাস্তানরা অত্যাচার করবে না, মেরেই ফেলবে।

ম্যালকম জিজ্ঞেস করলেন, "এই লোকগুলো যখন পুলিশ নয় তখন ওদের কি স্বার্থ আছে লোকটাকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার পেছনে!"

এর উত্তর মেজরের জানা নেই। খাওয়া শুরু করে অর্জুন ম্যালকমকে বোঝাতে চেষ্টা করল। এই ধরনের লোকাল নেতারা মনে করে স্থানীয় জনসাধারণের প্রতি তাদের একটা দায়িত্ব আছে। জনসাধারণ যখন তাদের সব কাজ সহ্য করে তখন সেই দায়িত্বটা এসেই যাচ্ছে। বাইরে থেকে কোনও শক্তি এখানে এসে ঝামেলা বাধাতে চাইলে ওরা প্রতিরোধ করে।

দেরি হয়ে গিয়েছিল। দাম মিটিয়ে দিয়ে ওরা আবার জিপসিতে উঠে বসল। এখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। গাড়ি ছুটছে প্রবল গতিতে। একটু ঝিমুনি এসেছিল অর্জুনের। কিন্তু তখনই তার মনে এল সহদেবের ব্যাগটার কথা। ঝট করে সে ব্যাগটাকে টেনে কাছে আনতে চাইল। কিন্তু বিপুল ভারী! এত ভারী ব্যাগ নিয়ে সহদেব হাঁটত কী করে! ব্যাগের মুখ খুলতেই একটা কালো রঙের প্লাস্টিক ব্যাগ দেখতে পেল। ব্যাগ না বলে ক্যান বলাই ঠিক। ক্যানের মুখ অদ্ভুতভাবে লাগানো। দু' হাতের জোরেও ওটা খুলছে না। অথচ গায়ে কোনও তালা নেই। হঠাৎ হাতড়াতে-হাতড়াতে জোড়ের মুখে চাপ দিতেই মুখটা খুলে গেল শব্দ করে।

মেজর তাকালেন, "এটা ঠিক নয়। অন্যের জিনিস তুমি কেন খুলছ?"

"ঠিক কথা। আমাদের উচিত এটাকে সনাতনের পানের দোকানে পৌঁছে দেওয়া। হাসিমারা বাজারে খোঁজ করলে বোধ হয় দোকানটা পেতে অসুবিধে হবে না।" অর্জুন মাথা নাড়ল।

"সেইসঙ্গে বলতে হবে, লোকটাকে ধরে নিয়ে গেছে।"

"ঠিকই। কিন্তু লোকটাকে কেন ধরে নিয়ে গেছে জানতে হলে আমার মনে হয় এই ক্যান খোলা দরকার। এর মধ্যে গাঁজা থাকতে পারে, ব্রাউন শুগার থাকতে পারে।" বলতে বলতে ক্যানের ঢাকনা খুলে ফেলল অর্জুন। চমৎকার প্যাকেটে ক্যানটা ভরে আছে। অন্তত গোটা তিরিশেক প্যাকেট। আর প্রতিটি প্যাকেটে ৫০টি কার্তুজ। একটা প্যাকেট খুলে কার্তুজ বের করে মেজরের সামনে ধরল অর্জুন। 'মেড ইন পাকিস্তান'। মেজরের চোখ বড় হয়ে গেল, "সর্বনাশ। এগুলো তো অটোমেটিক রাইফেলের জন্যে। সহদেব এসব নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল?"

"সেটা সনাতনের পানের দোকানে গেলে বোঝা যাবে।"

"তার মানে সহদেব লোকটা খুব খারাপ। ব্যাটাকে গোপাল রায় ধরে নিয়ে গিয়ে উচিত কাজ করেছে। ভাগ্যিস তুমি খুলে দেখলে, নইলে জানতেই পারতাম না।" মেজর খুব উত্তেজিত।

অর্জুন ড্রাইভারকে বলল, "সামনেই বীরপাড়া। আপনি থানায় চলুন।"

থানার দারোগা অর্জুনকে দেখে অবাক হলেন, "আরে! আপনি এখানে? কেউ খুন টুন হয়েছে বলে তো শুনিনি। আসুন, আসুন।"

ম্যালকম নামেননি গাড়ি থেকে। অর্জুন আর মেজর থানায় ঢুকেছিল। অর্জুন বলল, "আপনি কাউকে আমার জিপসি থেকে একটা ব্যাগ নামিয়ে আনার জন্যে পাঠালে ভাল হয়। আপনার জন্যে ভাল খবর আছে।"

তৎক্ষণাৎ একটি সেপাইকে আদেশটি দিয়ে দারোগা জিজ্ঞেস করল, "কীরকম?"

"কলকাতা থেকে একজন ক্যারিয়ার আসছিল। লোকটাকে ক্যারিয়ার বলেই মনে হয়। টাকা পাবে বলে কাজটা করছে। চালসায় নেমে এমন একটা নম্বরে ফোন করে যেখানে গতরাতে আপনারা ধরপাকড় করেছেন।" অর্জুন বলল।

"মাই গড! লোকটা কোথায়?" দারোগা সোজা হয়ে বসলেন।

"গোবিন্দবাবুর সঙ্গে আছে।"

"গোবিন্দ—!" দারোগার চোখ ছোট হয়ে গেল, "কোন গোবিন্দ?"

"গোবিন্দ রায়।"

"ওকে আপনি চিনলেন কী করে? বর্ন ক্রিমিন্যাল। শুধু হাতেনাতে ধরতে পারছি না বলে কিছু করা যাচ্ছে না।"

"আমার সঙ্গে তো ভদ্র ব্যবহারই করল। লোকটার নাম সহদেব। গোবিন্দবাবু তাকে নিয়ে গেছেন।" অর্জুন দেখল সেপাই ভারী ব্যাগ নিয়ে ঢুকছে। সেদিকে তাকিয়ে সে বলল, "ওই ব্যাগটা সহদেব আমাদের গাড়িতে ফেলে গিয়েছে। খুলে দেখলাম প্রচুর কার্তুজ রয়েছে ওর মধ্যে। ওগুলোর দায়িত্ব আপনাকে দিয়ে গেলাম।"

টেবিলের ওপর ওগুলো বের করে রাখতে পুলিশদের চোখ বড় হয়ে গেল। দারোগা বললেন, "সর্বনাশ। এগুলো দিয়ে তো ওরা বীরপাড়াটাই দখল করে নিতে পারত।"

তারপর বসে গেলেন কাগজপত্র নিয়ে। ঠিক কোন জায়গায় সহদেবকে করায়ত্ত করেছে গোবিন্দ, সেসব লিখে অর্জুনকে দিয়ে সই করিয়ে নিলেন।

দারোগা বললেন, "এইবার গোবিন্দ রায়, তোমার বারোটা আমি বাজাবো।"

"কীভাবে?" অর্জুন জিজ্ঞেস না করে পারল না।

"চোরাই অস্ত্র সরবরাহকারীদের সঙ্গে ওঁর আঁতাত প্রমাণ করতে দেরি হবে না। এখনই ওদের দু'জনকে হাতেনাতে ধরা দরকার। আপনাদের সাক্ষীও লাগবে।" দারোগা বললেন।

মেজর চুপচাপ শুনছিলেন। এবার বললেন, "পৃথিবীর সব দেশের পুলিশ একই রকমের হয়।"

"মানে? ইনি কে?" দারোগা রেগে গেলেন।

অর্জুন বলল, "ইনি মেজর। আমেরিকায় থাকেন। বেড়াতে এসেছেন। দীর্ঘকাল আমাকে চেনেন।"

মেজর বললেন, "গোবিন্দ রায় একজন লোকাল মাস্তান কাম হিরো। ও যদি এইসব বেআইনি অস্ত্র সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড হত তা হলে সহদেবকে নিয়ে যাওয়ার সময় ওর ব্যাগটাই নিয়ে যেত। তা সে যায়নি। হয়তো সহদেবের সঙ্গে যে অস্ত্র আছে তা সে জানেই না। অতএব ওকে এই মামলায় জড়ানোর কোনও পথ নেই। অন্তত, সাক্ষী দিতে হলে আমরা তো এই কথাই বলব। আচ্ছা, আমাদের কাজ হয়ে গেছে?"

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ। চলুন।"

জিপসিতে বসে অর্জুন বলল, "আপনি দারোগাবাবুকে খুব চটিয়ে দিয়েছেন।"

"ভুল কিছু বলিনি। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশদের সম্পর্কে শার্লক হোম্স এই একই কথা বলেছেন। তারা কোনও জটিল কেস পেলে সমাধান করতে না পেরে হোমসের কাছে আসত সাহায্য চাইতে, সমাধান হয়ে যাওয়ার পর 'নিজেরাই করেছে' বলে দাবি করত। আমেরিকার বেশিরভাগ পুলিশ তো আরও খারাপ। যাকগে, আমরা কি এখন হাসিমারায় গিয়ে সনাতনের পানের দোকানে ঢুঁ মারব?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

"কোনও লাভ হবে না।"

"কেন?"

"বীরপাড়ায় দারোগাবাবু ইতিমধ্যে হাসিমারার দারোগাকে ওর কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সনাতনকে তিনি থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। কিন্তু কোনও কাজের কাজ হবে না। সনাতন স্রেফ অস্বীকার করবে। ব্যস, প্রমাণের অভাবে ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।" অর্জুন বলল।

"কিন্তু সনাতন সহদেবকে হয়তো চেনে না। কাউকে দিয়ে ওই ব্যাগটা যদি সনাতনের দোকানে পাঠানো যেত তা হলে সনাতন নিশ্চয়ই নিয়ে নিত। তারপরে পুলিশ গিয়ে ওকে ধরলে প্রমাণ পেয়েই যেত। তাই না?" মেজর হাসলেন।

www.boiRboi.blogspot.com

"ঠিক তাই। কিন্তু ওই যে আপনি বললেন—।"

"যাকগে। আমরা আদার ব্যাপারি, এসবের জন্যে তো আসিনি।"

"হ্যাঁ। আমরা পাখি দেখতে এসেছি।"

"ম্যালকমকে দ্যাখো, কখন থেকে চোখে দূরবিন লাগিয়ে বসে আছে।"

অর্জুন ম্যালকম সাহেবের দিকে তাকাল। রাস্তার ওপাশের জঙ্গলের দিকে যন্ত্রচোখে তাকিয়ে আছেন ছুটন্ত জিপসির জানলায় বসে। অন্য কোনওদিকে খেয়াল নেই।

হাসিমারা বাজারের সামনে বেশ ভিড়। দুটো পুলিশের গাড়ি চোখে পড়ল। এখানে দাঁড়ানোর কোনও মানে হয় না। অতি উৎসাহে পুলিশ একটি অপরাধীকে ধরতে পারল না।

জয়ন্তীর বনবিভাগের বাংলোয় পৌঁছে চোখ জুড়িয়ে গেল। আধা পাহাড়ি জায়গায় চারপাশে গভীর জঙ্গল। এখন সন্ধে। কিন্তু বিট অফিসার ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, "ওয়েলকাম সার। গোরুমারার রেঞ্জার সাহেব খবর পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু এত দেরি দেখে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।"

"হোয়াই? চিন্তা কেন? বন্যজন্তুরা কি গাড়িকে অ্যাটাক করে?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

হকচকিয়ে গেলেন বিট অফিসার, "না। সব বন্যজন্তু করে না। হাতি করে। যাক, এসে গেছেন যখন, তখন আর কোনও চিন্তা নেই। আসুন, আপনাদের রুমগুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

জানা গেল দোতলায় দুটো ঘর পাওয়া যাবে। তৃতীয় ঘরটাতে একজন পদস্থ সরকারি অফিসার আছেন। বিট অফিসার বললেন, "উনি অন ডিউটি আছেন সার। তাই ওঁকে ঘর খালি করে দিতে বলতে পারিনি।"

"কবে যাবেন তিনি?"

"সেটাও এখনও বলেননি।"

অর্জুন চিন্তা করল। তাপসবাবু যদি তাঁর মেয়ে শ্রেয়াকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসেন তা হলে তো ওঁদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। সে জিজ্ঞেস করল, "এখানে আর কোনও থাকার জায়গা নেই?"

"কেন? আপনাদের দুটো ঘরে হবে না?"

"আমাদের জন্যে না। দু'দিন পরে কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক তাঁর মেয়েকে নিয়ে আসবেন।"

"ও।" বিট অফিসার মাথা নাড়লেন, "দু'দিন বাদে এলে বোধ হয় কোনও প্রব্লেম হবে না।"

ঠিক হল, ম্যালকম সাহেব মেজরের সঙ্গে বড় ঘরটায় থাকবেন। পাশের ঘরটায় অর্জুন। জিনিসপত্র বেয়ারারা ঘরে পৌঁছে দিল। সারারাত ট্রেনে কাটিয়ে সারাদিন এভাবে ঘোরাঘুরির পর এখন ধবধবে বিছানা দেখে অর্জুনের মনে হচ্ছিল শুয়ে পড়লে এক ঘুমে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু বাথরুমে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখে নিজেরই খারাপ লাগল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেরিয়ে গেছে, চুল রুক্ষ, মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। না। সে দাড়ি কাটবে না। মেজরদের কী সুবিধে! রোজ দাড়ি কাটার পরিশ্রম করতে হয় না। ওটা জলপাইগুড়িতে ফিরে গিয়ে একবারেই করবেন। স্নান সেরে জামাকাপড় বদলে ঘরে আসামাত্র মনে হল, এক কাপ চা হলে ভাল হত। এখন সন্ধে সাতটা। এমন কিছু রাত নয়। অবশ্য জঙ্গলে সন্ধে হওয়া মানেই রাত নামা।

দরজায় শব্দ হল। অর্জুন সেটা খুলতেই বেয়ারাকে দেখতে পেল ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে, "সাব, চা?" এ যেন মেঘ না চাইতেই জল।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "ওই দুই সাহেবকে দিয়েছ?"

"ওঁরা চা খাবেন না। দাড়িওয়ালা সাহেব ড্রিঙ্ক করছেন।"

"তোমরা রাতের খাবার কখন দাও?"

"ন'টার মধ্যে হলেই ভাল হয়।"

"আজকের মেনু কী?"

"রুটি, ডাল, বেগুন ভাজা আর মুরগির মাংস। সাব, নীচের ডাইনিং রুমে খেতে গেলে ভাল হয়। এখানকার নিয়ম এটাই।"

বেয়ারার কথা শেষ হওয়ামাত্র ওপাশের ঘরের দরজা খুলে গেল। একটি ভারিক্কি গলার ডাক ভেসে এল, "রহিম।"

"জি সাব।" লোকটি ছুটে গেল।

অর্জুন ঘরে ফিরে এল। চা খেয়ে একেবারে বিছানায়। আলোও নেভালো না।

ঘুম ভাঙল দরজায় শব্দ হতে। চোখ মেলতেই আলোটাকে খারাপ লাগল। বিছানায় উঠে বসল সে। হাতঘড়িতে সময় এখন রাত সাড়ে বারোটা। সর্বনাশ! এতক্ষণ সে ঘুমিয়ে ছিল? ন'টার মধ্যে খেতে যাওয়ার কথা। কিন্তু কেউ তাকে ডাকেনি কেন? বেয়ারা না ডাকুক, মেজরদের তো উচিত ছিল তার ঘুম ভাঙানো। খাওয়ার কথা মনে আসতেই ওর বেশি খিদে পেয়ে গেল। এখন কি বেয়ারাদের কাউকে পাওয়া যাবে!

দরজা খুলল সে। সমস্ত বাংলোটা এখন নিঝুম হয়ে আছে। কোথাও কোনও আলো জ্বলছে না। কিন্তু আকাশ থেকে একটা ফিনফিনে আলো নেমে এসেছে পৃথিবীতে। আর সেইসঙ্গে জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে বুনো আওয়াজ।

মেজরদের ঘরের দরজা বন্ধ, ভেতরটা যে অন্ধকার তা কাচের জানালা দেখে বোঝা গেল। অদ্ভুত ব্যাপার! নিজেরা খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছে, তাকে একবারও ডাকল না। কাঠের বারান্দা ধরে নীচে যাওয়ার সিঁড়ির মুখে চলে এল সে। নীচটাও অন্ধকার, শব্দহীন, অর্থাৎ বেয়ারারাও জেগে নেই। খাবার পাওয়ার সময় চলে গেছে। একটা রাত না খেয়ে থাকলে কোনও মানুষ মারা যায় না, নিজেকে বোঝাল সে। এখন বিছানায় ফিরে গিয়ে রাত কাটানো ছাড়া কোনও উপায় নেই।

অর্জুন যখন নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছে তখন আচমকা তার চোখ ওপাশের জঙ্গলের ওপর পড়ল। ওটা কী? আলো না? সে দাঁড়িয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কয়েকটা আলো দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। তিনটে তো বটেই। কাছাকাছি এসে আলোগুলো থেমে গেল। তারপর একটি আলো এগিয়ে আসতে লাগল এই বাংলোর দিকে। বাকি দুটো ফিরে গেল জঙ্গলে, গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল। শক্তিশালী টর্চের আলো ওগুলো, আগন্তুক কাছাকাছি হলে বুঝতে পারল অর্জুন। লোকটাকে ভাল করে বোঝার উপায় নেই। জ্যোৎস্না এতটা পাতলা যে, টর্চের আলোর পেছনে দাঁড়ানো মানুষকে আরও অস্পষ্ট করে দিচ্ছে। লোকটা হঠাৎ টর্চের আলো বাংলোর ওপর ফেলতেই অর্জুন চট করে একটা থামের আড়ালে চলে এল। আলোটা তাকে ধরতে পারল না। ফলে আগন্তুক খুব নিশ্চিন্ত হয়ে ওপাশে চলে গেল। এই লোকটি কে হতে পারে? বাংলোর পাহারাদার? রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে? হতে পারে। অর্জুন নিজের ঘরে ফিরে এসে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করতেই কাঠের বারান্দায় শব্দ হল। খুব মৃদু শব্দ। হাঁটাচলার। তারপরই ওপাশের ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ কানে এল। তার মানে ওপাশের ঘরের ভদ্রলোক সন্ধেবেলায় বেরিয়ে এই ফিরলেন!

ভদ্রলোক একজন সরকারি অফিসার। সরকারি কাজেই এখানে এসেছেন। তিনি এমন গভীর রাতে জঙ্গলে গিয়েছিলেন কেন? নিশ্চয়ই সরকারি কাজেই, স্থানীয় কর্মীরা তাঁকে পৌঁছে দিয়ে গেল। কিন্তু ভদ্রলোকের ফিরে আসার ভঙ্গিটি অস্বাভাবিক লাগছিল কেন? দোতলায় যখন উঠে এলেন তখন পায়ের শব্দ গোপন রাখার চেষ্টা ছিল। অবশ্য এমন হতে পারে, উনি চাননি এত রাত্রে অন্য অতিথিদের ঘুম ভেঙে যাক।

ভদ্রলোকের দেখা পাওয়া গেল পরের দিন সকালে। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ভোরেই। ঘর থেকে বেরিয়ে অর্জুন দেখল মেজরদের ঘরের দরজা ভেজানো, ওঁরা ঘরে নেই। নীচে নেমেও কাউকে দেখতে পেল না। বারান্দায় বেতের চেয়ার সাজানো ছিল। তার একটায় বসে পড়ল অর্জুন। বসতেই বেয়ারা এসে জানতে চাইল চা দেবে কিনা। অর্জুন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। বেয়ারা বলল, "ওই দুই

www.boiRboi.blogspot.com

সাহেব ভোরবেলায় বেরিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, সূর্য ওঠার পরেই ফিরে আসবেন।"

বেয়ারা চলে গেলে অর্জুন সামনের দিকে তাকাল। এপাশে ঘন জঙ্গল। আর এই সকালে সেখানে রাজ্যের পাখিরা তুমুল চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। ম্যালকম সাহেবের পক্ষে এইরকম সময়ে ঘরে থাকা স্বাভাবিক নয়। মেজরকে নিয়ে পাখিদের খোঁজে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছেন তিনি। অতদূর থেকে এসেছেন তো এই জন্যই। অর্জুনের এখন কিছু করার নেই। শুধু অলস হয়ে সময় কাটানো।

এই সময় সিঁড়িতে শব্দ হল। অর্জুন দেখল বছর পঞ্চাশের এক ভদ্রলোক নীচে নেমে এলেন। এই সকালেই তাঁর পরনে জিন্স আর কলার তোলা লাল গেঞ্জি, পায়ে নাইকি। ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য বেশ ভাল। বারান্দায় এসে চারপাশে তাকালেন তিনি, তারপরে একটু গলা তুলে ডাকলেন, "রহিম।"

ওপাশে, লনের প্রান্তের কাঠের ঘর থেকে সাড়া এল, "জি সাব।"

"চা। জলদি।" বলে ভদ্রলোক খানিকটা দূরে রাখা বেতের চেয়ারে সশব্দে বসে পড়লেন। অর্জুন দেখল, সাতসকালেই পরিষ্কার দাড়ি কামিয়েছেন ভদ্রলোক, সম্ভবত স্নানও হয়ে গেছে। এবার অর্জুনকে যেন দেখতে পেলেন তিনি, "হ্যালো!"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "নমস্কার।"

"টুরিস্ট?"

"হ্যাঁ, বেড়াতেই আসা।

"একজন বিদেশি ভদ্রলোক আপনাদের সঙ্গে এসেছেন?"

"হ্যাঁ। উনি পক্ষিবিশারদ।"

"তাই। এত জঙ্গল থাকতে ডুয়ার্সে এলেন পাখির সন্ধানে?"

"উনি গোটা পৃথিবীটা ঘুরে বেড়ান।"

"উদ্ভট ব্যাপার। বিদেশিদের এইসব শখ মেটানোর জন্যে বোধ হয় টাকার অভাব হয় না। কিন্তু ওঁকে বলবেন জঙ্গলে হুটহাট না ঢুকতে।"

"কেন? বিট অফিসার বললেন এখানে হাতি ছাড়া কোনও ভয়ঙ্কর জন্তু নেই। আপনি নিষেধ করছেন কেন?"

ভদ্রলোক হাসলেন, "বেশ তো, হাতির পায়ে কেউ মারা যাক এটা নিশ্চয়ই কাম্য নয়।"

রহিম ট্রে নিয়ে এল। তাতে দুটো ছোট পটে চা। চিনি, দুধ আলাদা। দু'জনকে পৃথকভাবে পরিবেশন করল সে। চায়ে চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "ড্রাইভার রেডি?" রহিম মাথা নেড়ে বলল, "জি।"

"আমি এখন একবার আলিপুরদুয়ারে যাব। এখানে লাঞ্চ খাব না।"

"জি।"

"হাসিমারা থেকে কেউ ফোন করলে বলবে সন্ধের মধ্যে ফিরে আসব।"

"জি সাব।"

প্রায় দু' চুমুকে গরম চা পেটে চালান করে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক, "ওয়েল জেন্টলম্যান, আমি বি জি রয়।" এগিয়ে এসে হাত বাড়ালেন ভদ্রলোক।

করমর্দন করে অর্জুন বলল, "আমি অর্জুন।"

"কী করা হয়?"

"সত্যান্বেষণ।"

"হোয়াট্স দ্যাট?" ভদ্রলোকের মুখটা বেঁকেচুরে গেল যেন!

হেসে ফেলল অর্জুন, "সত্য খুঁজে বেড়াই। কিন্তু এখানে বেড়াতেই এসেছি।"

"হুম।" মাথা নাড়লেন রয়, "ওকে। বাই।"

বারান্দা থেকে নেমে লন পেরিয়ে গেটের দিকে চলে গেলেন তিনি। একটু পরেই জিপের আওয়াজ উঠল এবং মিলিয়ে [illegible] অর্জুন দেখল রহিম রায়ের পেছন পেছন কয়েক পা এগিয়ে লনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে ওকে ডাকল। রহিম এগিয়ে এল

www.boiRboi.blogspot.com

জিজ্ঞেস করল, "আজ কী খাওয়াচ্ছ?"

"লাঞ্চে মাছ আছে। ব্রেকফাস্টে যা বলবেন। পুরি তরকারি করে দিতে পারি, আবার পাঁউরুটি পোচও খেতে পারেন।" রহিম বলল।

অর্জুন হেসে ফেলল, "বাব্বা! এই জঙ্গলেও তুমি কোনও অভাব রাখবে না।"

প্রশংসা যেন তারই প্রাপ্য, এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রহিম।

"মিস্টার রয় এখানে প্রায়ই আসেন, না?"

অর্জুনের প্রশ্ন শুনে রহিম যেন বুঝতে পারল না প্রথমে, তার পরই মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, মাঝে-মাঝেই আসেন।"

"এখানে ওঁর দফতরের লোকজন আছে?"

"হ্যাঁ। জয়ন্তীবাজারে ওঁদের অফিস আছে। কেন সার?"

"ভদ্রলোককে খুব ভাল লেগেছে বলে জিজ্ঞেস করলাম।"

এই সময় মেজরের গলা পাওয়া গেল। "লবণ চাই, সল্ট, সল্ট—!"

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে অর্জুন উঠে দাঁড়াল। গেট পেরিয়ে ওঁরা দু'জন লনে ঢুকলেন। মেজরের দুটো হাত শূন্যে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে উঁচু করে ধরা। অর্জুন গলা তুলল, "কী হয়েছে?"

"আর হয়েছে! আমি মারা যাচ্ছি। সমস্ত পৃথিবীর ভ্যাম্পায়ারগুলো আর জায়গা খুঁজে না পেয়ে এই ফরেস্টে চলে এসেছে। এই যে হনুমান, তুম হামকো কথা নেহি সমঝতা? লবণ, সল্ট লে আও জলদি।" দুটো হাত নেড়ে কিছু দেখাতে চাইলেন তিনি। অর্জুনের চোখে পড়ল। মেজরের কোটের হাতায় দু'-তিনটে জোঁক ঝুলছে। সে ওঁর পায়ের দিকে তাকাল। সেখানেও বেশ কয়েকটা জোঁক, জুতো এবং প্যান্টের কাপড়ে জড়িয়ে আছে। রহিম ছুটল নুন আনতে। কিন্তু ম্যালকম সাহেব নির্বিকার। বারান্দায় পা রেখে জোঁক সরাতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন সমানে। তাঁর সাদা পায়ে একটা জোঁক এমন জেঁকে বসেছে যে, ছাড়ানো যাচ্ছে না। জোঁকটির চেহারাও ফুলে উঠেছে অনেকটা।

মেজর লাফাচ্ছিলেন। তাঁর বক্তব্য, এগুলো সাধারণ জোঁক নয়। জোঁক তিনি অনেক দেখেছেন। কিউবার জঙ্গলে নাকি দশ ইঞ্চি লম্বা জোঁক থিকথিক করছে। কিন্তু তারা এমন বেয়াড়া নয়। সভ্যতা ভদ্রতা মানে। এই দিশি জোঁকগুলোর মতো ত্যাঁদড় জোঁক কখনও দেখেননি তিনি। এগুলোই রাত নামলে রক্তচোষা বাদুড় হয়ে যায়। কী কুক্ষণেই না তিনি ম্যালকমের অনুরোধে জঙ্গলে ঢুকেছেন! রহিম ততক্ষণে নুনের বাটি নিয়ে এসেছে। সে জোঁকগুলোর ওপর নুন ছড়াতেই সেগুলো ঝরে পড়তে লাগল মাটিতে। আরও নুন ছড়িয়ে সেগুলোকে মারা হল। ম্যালকম সাহেবও জোঁকমুক্ত হলেন। দেখা গেল মেজরের ওপরই বেশি আক্রমণ হয়েছে।

মেজর বললেন, "এতে অবাক হওয়ার কোনও কারণ নেই তৃতীয় পাণ্ডব। দিশি জোঁকরা আমেরিকান সাহেবের রক্ত খেতে সাহস করেনি। যেটা খেয়েছে সে ব্যাটা নির্ঘাত উন্মাদ অথবা কোনওকালে ওর পূর্বপুরুষ ব্রিটিশদের রক্ত খেয়েছিল।"

ম্যালকম সাহেব ততক্ষণে মিস্টার রায়ের চেয়ারে বসে পড়েছেন। তাঁর হাতে এখন একটা ডায়েরি এবং কলম। মন দিয়ে লেখালেখি শুরু করে দিয়েছেন তিনি। মেজর বসলেন অর্জুনের পাশে, "উঃ। সারা শরীরে ব্যথা হয়ে গেল। আজ যা রক্ত বেরিয়েছে তাতে অ্যানিমিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।"

"চা খাবেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"চায়ে রক্ত বৃদ্ধি পায়? ঠিক আছে, চা লিয়াও।"

অর্জুন হেসে ফেলল, "আপনি যদি হিন্দিটা কম বলেন তা হলে ভাল হয়।"

"কিঁউ?"

"কারণ রহিম বাঙালি।"

"ও, আই সি।" রহিমকে তিনি ইশারা করলেন চলে যেতে।

"কেমন দেখলেন জঙ্গল?"

"বেশ ডিপ। তবে কোনও জায়গাই বোধ হয় আর আদিম নেই। সর্বত্র মানুষের পায়ের ছাপ আছে।" বলেই পকেটে হাত ঢোকালেন, "এখান থেকে অন্তত আধ মাইল ভেতরে একটা সিগারেটের প্যাকেট কুড়িয়ে পেয়েছি।" প্যাকেটটা বের করে টেবিলে রাখতে গিয়ে আচমকা সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর চোখ গোল হয়ে গেল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে লাফাতে লাগলেন তিনি নিঃশব্দে। ম্যালকম ডায়েরি লিখছিলেন। লিখতে লিখতে চাপা গলায় ধমকালেন, "ওঃ, মেজর। তোমার নাচ দেখতে মোটেই ইচ্ছে করছে না।"

বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে লাফাতে-লাফাতে কোট-শার্ট খুলে ফেললেন মেজর। এবং তখনই দেখা গেল তাঁর কাঁধের ওপর ফুলেফেঁপে ঢোল হয়ে আছে একটি বিশাল জোঁক। অর্জুন ওটাকে ছাড়াতে গেলে মেজর চিৎকার করে উঠলেন। বারান্দায় জোঁকটাকে ফেলে দেওয়ার পর ম্যালকম ছুটে এলেন লেখা ফেলে। নিচু হয়ে জোঁকটাকে দেখতে-দেখতে বললেন, "এটা খুব নিরীহ। শুধু রক্ত ছাড়া কিছু খায় না। তোমার ব্লাড প্রেশার নর্মাল করে দিয়েছে।"

কথাগুলো শোনামাত্র মেজর যেসব বাংলা শব্দ ব্যবহার করলেন তা জীবনে শোনেননি ম্যালকম। অবাক হয়ে বললেন, "তুমি কি এস্কিমোদের ভাষায় কথা বলছ?"

জবাবে মেজর একতাল লবণ জোঁকটার ওপর ফেলে দিতে জায়গাটা রক্তাক্ত হয়ে গেল।

ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর ওরা বারান্দায় বসে কথা বলছিল। ইতিমধ্যে মেজর তাঁর শরীরের আক্রান্ত জায়গায় ওষুধ লাগিয়েছেন গম্ভীর মুখে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "পৃথিবীতে কতরকমের পাখি আছে বলে আপনারা মনে করেন?"

ম্যালকম বললেন, "তুষারাবৃত অঞ্চল থেকে গরম দেশের জঙ্গলে যত ধরনের পাখি আছে তা গুনে শেষ করা যাবে না। এইসব জঙ্গলে ওদের খাবারের অভাব হয় না বলে সংখ্যাটা অনেক বেশি। আমি শুনেছি এই ভারতবর্ষেই এক হাজার একশো পঁচিশ ধরনের পাখি আছে। আমার সন্দেহ তাদের সবাই আজ বেঁচে আছে কি না।"

"গুড মর্নিং সার।"

ওরা মুখ ঘুরিয়ে দেখল বিট অফিসার এগিয়ে আসছেন।

"গুড মর্নিং। আপনার কথাই ভাবছিলাম।" ম্যালকম বললেন।

"বলুন, কী করতে পারি?" বিট অফিসার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

"প্লিজ, বসুন।" ম্যালকম বললেন।

আর-একটি চেয়ার টেনে নিয়ে ভদ্রলোক বসলেন।

"এইমাত্র অর্জুন আমাকে জিজ্ঞেস করল পৃথিবীতে কত ধরনের পাখি আছে। আমি বললাম, গুনে শেষ করা যাবে না। মিস্টার এস. ডিলন রিপ্লে উনিশশো একষট্টি সালে একটি বই লিখেছিলেন, 'এ সিনপ্সিস অব দ্য বার্ডস অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান'। তাতে তিনি লিখেছিলেন, এই দুই দেশে দু' হাজার একষট্টি রকমের পাখি আছে। আপনাদের এখানে শুনেছি পাঁচ থেকে ছ'শো পাখি দেখতে পাওয়া যায়। আপনার কী মত?" ম্যালকম জিজ্ঞেস করলেন।

বিট অফিসার বললেন, "এ-ব্যাপারে সমীক্ষা তেমনভাবে হয়নি। আমাদের সারাদিন এত ঝামেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় যে—! বড়-বড় প্রাণী, যেমন বাঘ, হাতি অথবা গণ্ডার কত আছে তা নিয়ে গণনা শুরু হয়েছিল। মোটামুটি একটা সংখ্যাও পাওয়া গিয়েছে। পাখির কথা বলতে পারব না।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "ওয়েল, বাঘের সংখ্যা কত?"

"বিরাশি সালে মোট সাতাশটা বাঘ ছিল।"

"মাই গড। ডুয়ার্সের এই বিশাল জঙ্গলে মাত্র সাতাশটা বাঘ? এত কম?"

"এখন আমরা ওদের প্রোটেকশন দিচ্ছি। একসময় তো শিকার করে ওদের সংখ্যা কমিয়ে ফেলা হয়েছিল। তার ওপর চোরাশিকারিদের উৎপাত রয়েছে।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "এই জঙ্গলের সবচেয়ে সুন্দর পাখির নাম কী?"

"ভীমরাজ।" বিট অফিসার জবাব দিলেন।

www.boiRboi.blogspot.com

"ভীমরাজ?" ম্যালকম সোজা হয়ে বসলেন। পকেট থেকে ডায়েরি বের করে নামটা লিখলেন। তারপর বললেন, "এটা কি ইন্ডিয়ান নেম?"

বিট অফিসার বললেন, "হ্যাঁ। দাঁড়ান।"

তিনি উঠে চলে গেলেন ডাইনিং রুমে। অর্জুন দেখতে পেল ভদ্রলোক ডাইনিং রুমের দেওয়ালে টাঙানো ছবির দিকে ঝুঁকে দেখলেন। তারপর বেরিয়ে এসে বললেন, "র‍্যাকেড-টেইলড ড্রোংগো।"

"ইয়েস, ইয়েস।" ম্যালকম এত উত্তেজিত হলেন যে, তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, "হ্যাভ ইউ সিন? ওদের দেখেছেন?"

"হ্যাঁ। দু-তিনবার দেখেছি। ওরা সাধারণত জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরোতে চায় না। শীত কমে গেলে দেখা যায়।"

"শীত? এখন দেখা পাওয়া যাবে না?"

"চেষ্টা করতে পারেন।"

মেজর চুপচাপ শুনছিলেন, বললেন, "আমাকে বাদ দিতে হবে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"ইতিমধ্যে অ্যানিমিক হয়ে গিয়েছি। আর রক্ত দিতে পারব না।"

অর্জুন তখন বিট অফিসারকে জোঁকের গল্পটা বলল। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "জোঁক আছে, এখন কম। বর্ষায় বেড়ে যায়। অবশ্য ভোরের দিকে শিশিরের জন্যে ওদের চলাফেরা বেড়ে যায়। তবে সাবধানে হাঁটলে ওদের এড়ানো সম্ভব। আপনি মোজার মধ্যে প্যান্টের পা ঢুকিয়ে নেবেন, ফুলহাতা জামার ওপর জ্যাকেট আর মাথায় টুপি পরে নেবেন।"

মেজর বললেন, "তুমি দেখছি বেশ ছেলেমানুষ। ওসব করেও জোঁকেদের ঠেকানো যাবে না। ব্যাটারা বোধ হয় আমার শরীরে স্কচের গন্ধ পেয়ে যায়।"

ম্যালকম বললেন, "আমার আর কিছু দরকার নেই। ওই ভীমরাজদের আমি দেখতে চাই। আপনি বলুন কোনদিকটায় গেলে ওদের দেখা পাব।"

"আপনি এই নদী পেরিয়ে বাঁ দিকে হাঁটবেন। পাহাড়ের কাছাকাছি। কিন্তু একটা কথা, যেখানেই যান বিকেল চারটের মধ্যে বাংলোয় ফিরে আসবেন।"

"কেন? মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

"অন্ধকার নামলে জঙ্গল মানুষের জন্যে নয়।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনি কি এমন কোনও গাছ জানেন যার পাতায় পাখিরা কিছুতেই বসে না?"

"না তো! কীরকম পাতা?"

"অনেকটা ছাতিমপাতার মতো, ঈষৎ কালচে।"

"না।" মাথা নাড়লেন বিট অফিসার, "আমি এই খবর প্রথম শুনলাম।" কথাগুলো বলে বিট অফিসার উঠে পড়লেন, "আপনাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না। বেশ ভাল আছি। শুধু কাল রাত্রে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর অনেকক্ষণই ঘুমোতে পারিনি।"

"তোমার ঘুম ভেঙেছিল?" মেজর অবাক হলেন, "ডিনারে যাওয়ার জন্যে কতবার দরজায় ধাক্কা মারলাম তবু ঘুম ভাঙাতে পারিনি।"

"মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দেখলাম মিস্টার রয় টর্চ হাতে জঙ্গল থেকে ফিরে এলেন। তখন অনেক রাত।" অর্জুন বলল।

"মিস্টার রয় কে?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

বিট অফিসার বললেন, "সেন্ট্রাল এক্সাইজের বড়সাহেব। প্রায়ই এই বাংলোয় এসে থাকেন। এখানে ওঁদের অফিস আছে। আচ্ছা, চলি।"

অর্জুন লক্ষ করল, খবরটা শোনামাত্র বিট অফিসারের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই এ-ব্যাপারে আরও কিছু জানেন। তার কৌতূহল হচ্ছিল কিন্তু সে নিজেকে থামাল। এসেছে পাখির জন্য, অন্য ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়ে লাভ কী?

বিট অফিসার চলে যাওয়ার পর ম্যালকম জানালেন যে, এখনই তিনি বেরিয়ে পড়তে চান। ভীমরাজকে তিনি দেখবেনই। এই পাখির কথা তিনি বহুদিন আগে শুনেছিলেন এবং এখনও আমেরিকার কোনও কাগজে ওই পাখির ছবি ছাপা হয়নি। অতএব ভীমরাজের ছবি তুলতে পারলেই তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন।

ঠিক তখনই বেরিয়ে যাওয়ার বাসনা মেজরের ছিল না। ভোরবেলায় জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করে বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, এখন একটু আরাম চান। বললেন, "ম্যালকম, এই জঙ্গলটা যখন থাকবে তখন তোমার ভীমরাজও পালিয়ে যাবে না। তাই বলছি, লাঞ্চ খেয়ে জঙ্গলে ঢুকলে কেমন হয়?"

ম্যালকম অবাক হয়ে তাকালেন খানিক। তারপর বললেন, "মেজর, তোমার বয়স হয়েছে। একটু আগে শুনলে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে আমাদের। লাঞ্চের পর বের হলে কতটুকু সময় হাতে থাকবে?"

অর্জুন বলল, "সকালে উনি গিয়েছিলেন, এখন আমি যাচ্ছি। মেজর না হয় একটু বিশ্রাম করুন এখানে।"

মেজর বললেন, "বিশ্রাম আবার কী! দায়িত্ব তো কম নয়, এখানে থাকে মানে ফোর্ট আগলে বসে থাকা।"

লাঞ্চের পর ওরা বেরিয়ে পড়ল। ম্যালকম সাহেবের কাঁধে ব্যাগ। তাতে ক্যামেরা ছাড়া ডায়েরি এবং বই। বাংলোর পেছন দিয়ে একটু এগোতেই নদীর সামনে পৌঁছে গেল ওরা। এখন নদীতে জল নেই। এই নদীর নাম গদাধর। স্থানীয় লোকজনের কাছে নদীটির নাম জৈনন্তি। এখন জল নেই বলা যায়। নুড়িপাথর ছড়িয়ে আছে নদীর বুকে। ওরা হেঁটে স্বচ্ছন্দে উলটোদিকে চলে এল। ম্যালকম সাহেব বই বের করলেন। কয়েকটা পাতা উলটিয়ে এপাশ-ওপাশ তাকালেন। তারপর দূরের পাহাড় দেখিয়ে বললেন, "ওইটে সিঞ্চুলা পাহাড়। মাত্র পাঁচ হাজার নশো দশ ফুট উঁচু। এই নদীর জন্ম ওখানেই। বর্ষার সময় ভয়ঙ্কর হয়ে যায়।"

অর্জুন অবাক হয়ে গেল। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত বইয়ের পাতায় ডুয়ার্সের অখ্যাত অঞ্চলের নদীর বিবরণ লেখা হয়েছে? ওরা পারে বটে!

জঙ্গলে ঢুকল ওরা। এই জঙ্গলে যে লোকজন ঢোকে তার প্রমাণ সরু পায়েচলা পথগুলো। চারপাশে নিম এবং কাওলা জাতীয় গাছ। শাল, শিশু এবং গামার তো আছেই। আর একটু ঢুকলেই লতা, মস ফার্ন চোখে পড়ল। এই মিশ্র শাল জঙ্গলে ফল বেশি হওয়ায় পাখিরা স্বচ্ছন্দে খাবার পেয়ে যায়।

মাথার ওপর গাছের ডালে-ডালে পাখি ডাকছে বিভিন্ন রকমের। ম্যালকম তাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকছেন কিছুক্ষণ। তারপর ছবি তোলা আরম্ভ হল। হঠাৎ তিনি উত্তেজিত হয়ে অর্জুনকে ইশারা করলেন। তাঁর ওঁচানো আঙুল লক্ষ করে অর্জুন দেখল অপরূপ রংবাহার একটি পাখি বসে আছে নিমগাছের ডালে। ফিসফিস করে ম্যালকম বললেন, "ফেয়ারি ব্লুবার্ড।" পাখিটা উড়তেই তার পাখায় যেন রং ছিটকে উঠল। একেই তা হলে নীলপরি বলা হয়?

এবার আর পায়েচলা পথ নেই। ওরা নদী থেকে অনেকটা ভেতরে ঢুকে এসেছে। জঙ্গল এত ঘন হয়ে গেছে যে, এখন দুপুর দুটো বলে মনেই হচ্ছে না। বিট অফিসারের সতর্কবাণী মনে পড়ে গেল অর্জুনের। কিন্তু ম্যালকম যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চাইবেন না, তা সে বুঝতে পারে। লম্বা-লম্বা ঘাস সরিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। যেহেতু ম্যালকমের চোখ গাছের ডালে-ডালে ঘুরছে তাই অর্জুন নীচের দিকে নজর রাখছিল। হঠাৎ একটা গাছের তলায় চোখ পড়তে অর্জুন অবাক হল। পাথর সাজিয়ে সেখানে যে রান্নাবান্না করা হয়েছে তা স্পষ্ট। একটা খালি হয়ে যাওয়া মদের বোতল আর ছাই পড়ে রয়েছে সেখানে। এখানে রান্না করার প্রয়োজন হল কার? আর একটু এগোতেই শিসের শব্দ কানে আসতে লাগল। শিস বাজছে চারপাশে। আর এই শিস যদি কোনও পাখির হয় তা হলে বলতে হবে তার গলার জোর আছে। ম্যালকমকে সে শিসটা শোনাল।

www.boiRboi.blogspot.com

ম্যালকম সেটা শোনার পর মাথা নাড়লেন, "নো। এটা পাখির শিস নয়। একটা মেটালিক টিউন শুনতে পাচ্ছি। চলো, আর-একটু এগিয়ে যাওয়া যাক।"

অর্জুন বলল, "ফিরতে রাত হয়ে যাবে।"

ঘড়ি দেখলেন ম্যালকম, "না, না। ফেরার সময় তো জোরে হাঁটা।"

জঙ্গল সরিয়ে হাঁটতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। একে লম্বা-লম্বা ঘাস, তার ওপর গাছ থেকে নেমে আসা লতারা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ ম্যালকম দাঁড়িয়ে গেলেন। মুখ তুলে চারপাশের গাছ দেখতে-দেখতে বললেন, "অদ্ভুত!"

"কী ব্যাপার?"

"কোনও পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছ এখন? নো। একটাও পাখি নেই ওখানে।"

ম্যালকমের কথা ঠিকই। তা হলে কি ওখানে সেই গাছ আছে যার পাতায় পাখিরা বসে না। অর্জুন গাছগুলোকে ভাল করে দেখল। না। কোনও গাছের পাতাই ছাতিম পাতার মতো নয়, কালচে বলে মনে হচ্ছে না। তা হলে? হঠাৎ তার চোখ পড়ল ঘাসের মধ্যে পড়ে থাকা একটা সিগারেটের প্যাকেটের ওপর। চট করে সেটা তুলে নিয়ে সে দেখল মেজর সকালে জঙ্গলের মধ্যে যে প্যাকেটটা পেয়েছিলেন এটি সেই ব্র্যান্ডের।

তখন জোঁক নিয়ে সবাই ব্যস্ত ছিল বলে সে প্যাকেটটা খুলে দেখেনি। ওটির মধ্যে অবশ্য সিগারেট নেই। কিন্তু সকালে মেজররা গিয়েছিলেন উলটোদিকের জঙ্গলে। এদিকে নয়। অথচ একই ব্র্যান্ডের প্যাকেট দুই জঙ্গলে কীভাবে পাওয়া যাচ্ছে? যে এই সিগারেট খায় সে কেন গভীর জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

নদীর কাছে পৌঁছতে সন্ধে নামল। নদী বেশি চওড়া নয়। মেজরের চিৎকার শুনতে পেল ওরা। পাড়ে দাঁড়িয়ে হাত তুলে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন। সেটা লক্ষ করে ম্যালকম বললেন, "মেজরের উচিত ব্লাড প্রেশারের ওষুধ খাওয়া।"

নুড়ির ওপর পা ফেলে কাছাকাছি হতেই মেজরের গলা স্পষ্ট হল, "কুইক, তাড়াতাড়ি চলে এসো। উঃ, কী প্রাণে বেঁচে গেছ তোমরা! আমি তো ভাবছিলাম আর কখনও তোমাদের দেখাই পাব না।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"কী হয়েছে? আগে ওপরে উঠে এসো তারপর বলছি।" মেজর বোধ হয় তাঁর টেনশন কমাতে হিপ পকেট থেকে চ্যাপটা স্টিলের পাত্র বের করে ছিপি খুলে খানিকটা গলায় ঢাললেন।

ওদের ওপরে উঠে আসতে দেখে মেজর বললেন, "হাতি বেরিয়েছে।"

"হাতি?" ম্যালকম চারপাশে তাকালেন।

"এখানে নয়, ওখানে। যে জঙ্গলে তোমরা ঢুকেছিলে সেখানে প্রায় তিরিশটা হাতির একটা দল ভুটানের পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। ওদের স্বভাব খুব ভয়ঙ্কর। খুব ভাগ্য ভাল বলেই তোমরা বেঁচে গেছ।" মেজর জানিয়ে দিলেন।

"আপনাকে খবরটা কে দিল? বিট অফিসার?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"নো।" মিস্টার রয়। তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করাতে বললাম, পাখি দেখতে জঙ্গলে ঢুকেছে। উনি শিউরে উঠলেন। বললেন, আজ যদি তোমরা বেঁচে ফিরে আসো তা হলে যেন আর কখনও জঙ্গলের ভেতরে যেও না। ওই হাতির দলটা ওখানে মাসখানেক থাকবে।" মেজর বললেন।

ম্যালকম মাথা নাড়লেন, "আশ্চর্য! হাতির ভয়ে বাংলোয় বসে থাকলে আমি ছবি তুলব কী করে? না,না, আমি হাতিকে কেয়ার করি না।"

'কোরো না। তবে আমি তোমার সঙ্গে ওই জঙ্গলে যাচ্ছি না।"

ওরা গেট পেরিয়ে ফিরে এল বাংলোর লনে। পাতলা অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে এর মধ্যে। রহিম এগিয়ে এল মেজরের দিকে, "সাব।"

"ইয়েস?"

"রয়সাহাব আপনাকে দিতে বলেছেন।"

"হোয়াট ইজ দিস?" প্যাকেটটা হাতে নিয়ে মোড়ক খুললেন মেজর, "মাই গড। রম? মেড ইন ভুটান? হেঁ হেঁ, খাইনি কখনও, কিন্তু আমাকে কেন?"

অর্জুন বলল, "ওটা আপনি নেবেন না মেজর।"

"কেন? নিষেধ করছে কেন?"

"ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বেআইনি। ভারতীয় আবগারি-আইনে এটি রাখার জন্যে আপনার জেল অথবা জরিমানা হতে পারে। কারণ এদেশে ভুটানের মদ বিনা অনুমতিতে বিক্রি করা নিষিদ্ধ।" অর্জুন জানাল।

"মাই গড!" মেজরের হাতে যেন ছ্যাঁকা লাগল, "কিন্তু মিস্টার রয় নিজেই তো একজন বড়মাপের সরকারি অফিসার, তিনি বেআইনি কাজ করবেন কেন?"

"আমি জানি না।" অর্জুন বলল।

ম্যালকম ততক্ষণে বারান্দায় গিয়ে বসেছেন। অর্জুন রহিমকে জিজ্ঞেস করল, "ওদিকে হাতির দল আসে? শুনেছি ওই জঙ্গলে অনেক হাতি আছে।"

"আসে সার। এই বাংলোর লনে গত মাসে দুটো বাচ্চা ঢুকেছিল। দলটা দাঁড়িয়ে ছিল গেটের ওপাশে।" রহিম বলল।

"সর্বনাশ!" মেজর বললেন, "তারপর?"

"বাচ্চাদুটো একটু খেলা করে ফিরে গেলে দলটা চলে গেল।"

অর্জুন বলল, "তুমি ওই বোতলটা রেখে দাও, আর আমাদের জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা করো।"

মেজর বললেন, "আমার জন্যে নয়, সূর্য ডুবে গেলে আমি চা খাই না।"

ওরা বারান্দায় এসে বসল। অর্জুন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল। রহিম আলো জ্বেলে দিয়েছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি সকালে যে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে টেবিলে রেখেছিলেন, সেটা কোথায়?"

"সিগারেটের প্যাকেট?" মেজর ভাবলেন, "ও হ্যাঁ। আমি জানি না, আর দেখিনি।"

"ওতে কোনও সিগারেট ছিল?"

"না। কেন?"

"এই একই ব্র্যান্ড, তাই না?"

"আমার মনে নেই। অত মনে রাখতে পারলে তো শার্লক হোম্‌স হয়ে যেতাম।"

এইসময় টর্চের আলো দেখা গেল। বিট অফিসার এলেন, "গুড ইভনিং। কেমন বেড়ানো হল?"

অর্জুন বলল, "ভাল। আজ আমরা নীলপরি পাখি দেখেছি। মিস্টার ম্যালকম তার ছবিও তুলেছেন। খুব সুন্দর দেখতে।

"আচ্ছা!"

মেজর বললেন, "আপনি আমাদের হাতি সম্পর্কে সাবধান করে দেননি কেন?"

"মানে? আমি তো বলেছি জঙ্গল থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে। বলিনি?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "বলেছেন। এখন ওখানে হাতির উৎপাত কেমন?"

"কম। আসলে ওরা বেরিয়ে আসে খাবারের জন্যে। জঙ্গলে তো খাবার খুব কমে গিয়েছে। ধান পাকলেই মাঠে নেমে পড়ে ওরা। পাহাড়ি বস্তিতে অনেকে হাঁড়িয়া বানায়। ওটা আবার হাতিদের খুব প্রিয় পানীয়। তার লোভেও হানা দেয়।"

"এখন ওই জঙ্গলে কত হাতি আছে?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"যে দলটা ছিল তারা সপ্তাহ তিনেক আগে নীলপাড়ার দিকে চলে গেছে।"

মেজর হতভম্ব, "তার মানে? এখন ওই জঙ্গলে তিরিশটা রাগী হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে, না?"

www.boiRboi.blogspot.com

বিট অফিসার হেসে ফেললেন, "এই গল্প কোথায় শুনলেন?"

মেজর রেগে গেলেন, "গল্প? মিস্টার রয় আমাকে গল্প শুনিয়েছেন? অদ্ভুত লোক তো! আর আমি বোকার মতো তোমাদের গালাগালি করলাম?" অর্জুনের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শেষ করলেন মেজর।

অর্জুন বলল, "ভালই করেছেন। সন্ধের পরে জঙ্গলে থাকা ঠিক নয়।"

বিট অফিসার বললেন, "রয়সাহেব হয়তো আপনাদের উপকার করতে চেয়েছিলেন।"

"হুম।" মেজর চোখ ছোট করলেন, "আচ্ছা, আপনাদের এখানে ভুটানের রম দেওয়া-নেওয়াটা কি আইনসম্মত নয়?"

বিট অফিসার বললেন, "এটা তো সীমান্ত এলাকা। আইন এখানে তেমন কড়াকড়ি নয়। এখানে ভুটানের টাকাও লোকে কেনাবেচার সময় ব্যবহার করে, যা খুব বড় ধরনের অপরাধ। তবু তো চলছে। ভুটানের মদও সেইরকম এদিকের লোকজন ব্যবহার করে। সরকার সব জেনেও কিছু ব্যবস্থা নেয় না।"

কিছুক্ষণ গল্প করার পর বিট অফিসার চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এই জায়গাটা তো ছোট্ট, এখানকার দোকানে সব ধরনের সিগারেট কি পাওয়া যায়?"

"বেশি দামি সিগারেট পাবেন না। যদি প্রয়োজন থাকে তা হলে বলুন আমি শহর থেকে আনিয়ে দিতে পারি।" বিট অফিসার বললেন।

অর্জুন সিগারেটের প্যাকেটটা দেখাল, "এটা এখানে পাওয়া যাবে?"

বিট অফিসার প্যাকেটটা দেখে মাথা নাড়লেন, "না। দরকার?"

"নাঃ। থ্যাঙ্ক ইউ, ঠিক আছে।"

বিট অফিসার চলে গেলে ম্যালকম উঠে গেলেন ঘরে, লেখাপড়া করতে। মেজর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মুখে স্কচ ঢেলে বললেন, "এই জঙ্গলটা তেমন ভারী নয়। টাক পড়ার আগে মাথার চুলের যে অবস্থা হয়, সেইরকম।"

www.boiRboi.blogspot.com

অর্জুন কোনও কথা বলল না। তার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। এই প্যাকেটটা খুব পুরনো নয়। মেজরও একই প্যাকেট পেয়েছিলেন উলটোদিকের জঙ্গলে। তার মানে, হয় একজন অথবা একাধিক মানুষ এই ব্র্যান্ডের সিগারেট জঙ্গলে গিয়ে খেয়েছে। অথচ ওই সিগারেট স্থানীয় দোকানে বিক্রি হয় না। কী ব্যাপার? জঙ্গলে কেউ রান্না করে খেয়েছে, মদের বোতল ফেলে গিয়েছে, খবরটা বিট অফিসারকে দেওয়া হল না।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা কী হে?"

"কী ব্যাপার!"

"তাই তো জিজ্ঞেস করছি। খুব চিন্তায় পড়েছ বলে মনে হচ্ছে।"

"না, তেমন গুরুতর ব্যাপার নয়।"

"বিকাশবাবু আর তাঁর মেয়ের কথা ভাবছ নাকি?"

"না তো!" অর্জুন অবাক হল।

"আরে, তিনি যদি আজ তোমার মায়ের কাছে খবর পান এবং সঙ্গে-সঙ্গে রওনা হতে পারেন তা হলেও পরশুর আগে এখানে পৌঁছতে পারবেন না।"

"আমি ওঁদের কথা ভাবছি না।"

"তা হলে চলো একটু সামনের বাজার থেকে ঘুরে আসি।" মেজর উঠে দাঁড়ালেন। অর্জুন আপত্তি করল না।

পিচের রাস্তায় আলো নেই। কিন্তু হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল না। এদিকটায় জঙ্গল নেই। আশেপাশে কাঠের বাড়ি থেকে আলো এসে পড়েছে বাইরে। মেজর বেশ জোর লাফ দিয়ে বাতাস টেনে ছাড়লেন, "আঃ, ফ্রেশ এয়ার। আয়ু বেড়ে যায় হে।"

অর্জুন বলল, "আপনাদের আমেরিকায় তো বাতাস দূষণমুক্ত।"

"হ্যাঁ, তবে একেবারে নেই তা এখন বলা চলে না। আচ্ছা,

তোমার গুরুদেবের খবর কী? উনি কি সত্যি সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন?" মেজর প্রশ্ন করলেন।

"গত এক বছর উনি জলপাইগুড়িতে আসেননি। আর আপনি তো জানেন, অমলদা ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রশ্ন করা একদম পছন্দ করেন না।" অর্জুন বলল।

"মানুষের মনে কখন যে কী ঢোকে!" মেজর বললেন, "যাকগে, ম্যালকমকে মনে হচ্ছে খুব খুশি হয়েছে। এরকম পাগল মানুষ খুব কম দেখেছি।"

অর্জুন হেসে বলল, "পাগলদেরই প্রতিভা থাকে।"

"হ্যাঁ?" মেজর থমকে দাঁড়ালেন, "দূর। প্রতিভাবানরা পাগল হতে পারেন, কিন্তু পাগলমাত্র যদি প্রতিভাবান হয় তা হলে পৃথিবীর চেহারাই বদলে যেত হে। তোমার কাছে এমন ব্যাখ্যা আশা করিনি অর্জুন।"

অর্জুন হেসে ফেলল, "আপনি এত সিরিয়াস হচ্ছেন কেন?"

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ হাঁটলেন মেজর। তারপর নিচু গলায় বললেন, "কারণ কিছুদিন থেকে নিজেকে নিয়ে খুব ভয় পাচ্ছি হে।"

"কীরকম?"

মাঝে-মাঝেই নিজেকে খুব প্রতিভাবান বলে মনে হয়। এটা ভাল লক্ষণ নয়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার তফাত আছে, সেটা তো পাগলদের সঙ্গেও থাকে।"

মেজরের কথার কোনও উত্তর দিল না অর্জুন।

জয়ন্তীর বাজার এলাকাটা মোটেই বড় নয়। দু-তিনটে পান-সিগারেটের দোকান, মুদির দোকান আর মিষ্টি এবং চায়ের স্টল ছড়ানো আছে। সেখানেই কিছু লোক গালগল্প করছে। মেজর চারপাশে তাকালেন। একটা দোকানের সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। দোকানটা একটু তফাতে। দিশি মদের দোকান। অর্জুন দেখল, দুটো লোক অনেক বোতল একটা ব্যাগে ঢুকিয়ে সাইকেলে ঝুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। দোকানটা লক্ষ করেছিলেন মেজরও। বললেন, "চলো, একটু খোঁজখবর করি।"

মেজরের মতো চেহারা ওরকম দোকানে দেখা যায় না। ফলে ভিড় একটু সরে গেল। দোকানদার জিজ্ঞেস করল, "বলুন সাহেব?"

"সব কি দিশি? বিলিতি নেই?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

"এখানে বিলিতি কে খাবে? ভুটানি দেব সার?"

"ভুটানি বিক্রি হয়?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

"ওই আর কি! ভদ্রলোকরা তো ভুটানি খান। এই একটু আগে কুড়ি বোতল নিয়ে গেল সাইকেলে, হেঁ হেঁ।" দোকানদার বলল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কুড়ি বোতল! বিক্রি করবে নিশ্চয়ই।"

"না সার। জঙ্গলে সাপ্লাই কেবে।" লোকটি কথাগুলো বলতেই ভেতর থেকে একজন ধমক দিল, "আঃ, সহদেব, এত কথা বলার কী দরকার তোমার!"

মেজর বললেন, "না ভাই, আমি বিলিতি খুঁজছি। চলি।"

ওরা একটু ফাঁকায় চলে এল। মেজর বললেন, "কী ব্যাপার হে? কুড়ি বোতল মদ জঙ্গলে কাকে সাপ্লাই দেবে? গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে হাতিদের খাওয়াবে নাকি?"

অর্জুনের মনে পড়ল আজই সে জঙ্গলে ছাইয়ের পাশে মদের বোতল দেখে এসেছে। তার মানে এত মদ খাওয়ার মতো মানুষ ওই জঙ্গলে আছে। ওরা নিজেরা কেন কিনতে আসল না? কেন ওরা ওখানে লুকিয়ে থাকে?

"সাব।"

অর্জুন দেখল একটা প্যাকাটির মতো রোগা লোক অন্ধকার ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মেজর হাঁক দিলেন। "কী চাই?"

"আমি আর কী চাইব সার। আপনারা চাইছিলেন শুনলাম তাই এলাম। বলুন, কোন বিলিতি চান? ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" লোকটি বলল।

"তোমার দোকান কোথায়?" মেজর অবাক!

"দোকান?" লোকটি হাসল, "না সার, এসব টানা জিনিস।"

অর্জুন বলল, "কীভাবে পান?"

"সে-কথা বলা নিষেধ। বক্সার কোর্ট থেকে আনতে হবে।"

"আমাদের দরকার নেই, তুমি যেতে পারো।" অর্জুন রূঢ় গলায় বলতেই লোকটা আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মেজর বললেন, "অদ্ভুত জায়গা তো! কিন্তু বক্সার কোর্ট মানে কী?"

অর্জুন বলল, "এখান থেকে কিছুটা দূরে বক্সা বলে একটা পাহাড়ি জায়গা আছে যেখানে ইংরেজরা স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের বন্দি করে রাখত। সেই থেকে দুর্গের মতো বন্দিশালা বলে নাম হয়ে গেছে বক্সার কোর্ট। এখন সান্তালবাড়ি পেরিয়ে বক্সা পর্যন্ত লোকে ট্রেকিং করে যেতে পছন্দ করে।"

"হুম।" মেজর শব্দ করলেন, "এসব জায়গায় মনে হচ্ছে বেশ অবৈধ কাজ হচ্ছে। মিস্টার রয় এখানে থেকে করছেন কী?"

"এই প্রশ্ন ওঁকে না করলেই ভাল হয়।"

"কেন?"

"উনি খুশি হবেন না। কিন্তু মেজর, আমাদের সতর্ক হতে হবে।" ওরা আবার ফেরার জন্য হাঁটতে শুরু করল।

"হাতি থেকে?"

"না। প্রথমত, জঙ্গলে দামি সিগারেটের প্যাকেট পাওয়া যাচ্ছে, যা এখানে বিক্রি হয় না। এত এত ভুটানি মদ সেখানে কার জন্যে যাচ্ছে? আজ আমি সেখানে বোতল দেখে এসেছি। এখন মনে হচ্ছে সহদেব ওইজন্যে ব্যাগভর্তি অস্ত্র নিয়ে আসেনি তো?"

"সে কী? তা হলে তো এখনই পুলিশকে জানানো দরকার। থানায় যাবে?"

মাথা নাড়ল অর্জুন, "নো। আমাদের হাতে কোনও প্রমাণ নেই। শুধু সিগারেট আর মদের বোতলের জন্যে এই সন্দেহ করছি শুনলে পুলিশ হয়তো আমাদের পাগল ভাববে।"

"তা হলে?"

"তা হলে আমাদের কিছু করার নেই। ম্যালকম সাহেব এখানে এসেছেন পাখি দেখতে। আমরা ওঁকে সাহায্য করব বলে সঙ্গী হয়েছি। এর বাইরে আর কিছু না জানাই ভাল।" ওরা বাংলোর কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

ডিনারের সময় মিস্টার রয়কে দেখতে পেল না ওরা। রহিম জানাল সাহেব আলিপুরদুয়ার গিয়েছেন, হয়তো আজ রাত্রে ফিরবেন না।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "এত রাত্রে কেউ জঙ্গলে গাড়ি নিয়ে ঢোকে?"

"না সাব। তবে পিচের রাস্তা ধরে কেউ কেউ আসে।" রহিম বলল।

মুরগির মাংসটা দারুণ রান্না হয়েছিল। ম্যালকম ঝোল খান না। তাঁকে স্যুপ আর পাউরুটি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মেজরের মুখে মাংসের ঝোলের প্রশংসা শুনে তিনি লোভ সামলাতে পারলেন না, "কী এত ভাল ভাল করছ! এক পিস দেখি।"

রহিম সাগ্রহে তাঁকে পরিবেশন করলে তিনি ভয়ে ভয়ে মুখে তুললেন। তারপর মাথা নাড়লেন, "গুড। ভেরি গুড।"

রহিম আরও দিতে যাচ্ছিল কিন্তু তিনি বাধা দিলেন। "নো মোর। আমাকে কাল ভীমরাজের সন্ধানে যেতে হবে। ওয়েল ফ্রেন্ডস, এখানে ভোর হয় ঠিক পাঁচটা দশ মিনিটে, আমরা তখনই বেরিয়ে পড়ব।"

"পাঁচটা দশ?" মেজর খাওয়া হারিয়ে তাকালেন, "তোমাকে সবাই প্রতিভাবান বলে, আর আমি তোমার পাগলামি দেখছি। ওই ভোরে জোঁকের মুখের কাছে নিজেকে তুলে ধরতে আমার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই।"

ম্যালকমের মুখ গম্ভীর হল। অর্জুন রহিমকে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের এখানে গামবুট পাওয়া যায়? চাপড়ামারি ফরেস্ট বাংলোতে পেয়েছিলাম।"

"দুটো আছে।" রহিম জানাল।

"ব্যস। তাতেই হয়ে যাবে। মেজর, আপনি একজোড়া গামবুট

www.boiRboi.blogspot.com

পরে নেবেন। জোঁক রক্ত খেতে পারবে না।"

"তাই? যাব তো তিনজন, দুটোতে কী হবে?"

ম্যালকম জানিয়ে দিলেন তাঁর গামবুটের প্রয়োজন নেই। ইচ্ছে হলে মেডিকেটেড ক্রেপ ব্যান্ডেজে হাঁটু পর্যন্ত মুড়ে নিতে পারবেন, জোঁক ধারেকাছে আসবে না। তৈরি হওয়ার জন্যে গুডনাইট বলে ঘরে চলে গেলেন তিনি। খানিকক্ষণ গল্প করার পর ওরাও উঠল। মেজর ম্যালকম সাহেবের ঘরে চলে যাওয়ার পর অর্জুন রয় সাহেবের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তালা ঝুলছে। দিশি তালা। একটা সরু শক্ত তার থাকলে এই তালা সহজেই খোলা যায়। হেসে ফেলল অর্জুন। হঠাৎ তার মাথায় তালা খোলার ভাবনা এল কেন?

নিজের ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতেই আয়নার দিকে দৃষ্টি গেল। কী চেহারা হয়েছে তার! দাড়িগুলো ইতিমধ্যেই খোঁচা খোঁচা হয়েছে। সে চেয়ারে বসল। এবার এই পাখি খোঁজার অভিযানে এসে তার কিছুই করার নেই। খাওয়া, হাঁটা আর ঘুমোনো। কিন্তু তারপরেই মনে হল, সে তো এসেছে জলপাইগুড়ি থেকে, আর মেজর এসেছেন নিউ ইয়র্ক থেকে। তাঁরও তো একই অবস্থা। তা ছাড়া এখানে যতদিন সে থাকবে তার জন্যে ম্যালকম সাহেব তাকে মোটা টাকা দেবেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও কাজ না করে টাকা নিতেও তো তার খারাপ লাগছে। দরজায় শব্দ করে রহিম ঢুকল, হাতে লম্বা গামবুট।

অর্জুন বলল। "বাঃ। খুব ভাল হয়েছে।"

"আপনারা কি ভোরবেলায় বেরুবার আগে চা খাবেন?"

"পেলে খুব ভাল হত,কিন্তু এত ভোরে কি সম্ভব হবে?"

"করে দেব।" বলে রহিম এক পা ফিরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"তুমি কিছু বলবে রহিম?"

"না,মানে..."

"বলতে পারো।"

"আপনারা কাল কোনদিকে যাবেন?"

"নদীর ওপারে।"

"ওদিকের পাখিরা তো এদিকেও আসে। মানে, আজ সকালে ওই দুই সাহেব তো ওদিকের জঙ্গলেই গিয়েছিলেন। কাল এদিকে গিয়ে দেখুন না!"

"এদিকে ওঁরা তেমন পাখি পাননি। কেন? তুমি আমাদের ওদিকে যেতে নিষেধ করছ? ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বলো না!" অর্জুন বলল।

"না, কিছু না।" বলেই রহিম বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মিস্টার রয় ভয় দেখিয়েছিলেন, ওই জঙ্গলে ঢুকলে হাতির সামনে পড়তে হবে। হাতিরা যে ওই জঙ্গলে নেই তা বিট অফিসারের মুখে শোনা গেছে। আবার রহিমেরও আপত্তি ওই জঙ্গলে ঢোকা নিয়ে। কী ব্যাপার? অর্জুনের খেয়াল হল গতরাতে মিস্টার রয় এবং তাঁর লোকজন ওই নদীর দিক দিয়েই বাংলোর পেছনে উঠে এসেছিলেন। অত রাত্রে ওঁরা ওদিকে কী করছিলেন? আর সেইসব লোকদের দিনের বেলায় এদিকে আসতে দেখা যায়নি। কেন?

আলো নিভিয়ে শুতে যাওয়ার জন্যে জামাপ্যান্ট ছাড়তে যেতেই অর্জুনের মনে হল, না। এখনই শোয়ার দরকার নেই। রাত এখন মোটে সাড়ে ন'টা। জঙ্গলে অবশ্য এটা বেশ রাত। কিন্তু তার মনে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল। এ-কথা এখন আর অস্পষ্ট নয় যে, ওই গভীর জঙ্গলে বেশ কিছু মানুষ আস্তানা গেড়েছে। তাদের কেউ কেউ হয়তো রাতের বেলায় এদিকে আসে। এঁরা সরকারি কর্মচারী হতে পারেন। চোরাশিকারি বা অবৈধ পাচারকারিদের ধরার জন্য জঙ্গলে লুকিয়ে আছেন। মিস্টার রয় ওঁদের সঙ্গেই কথা বলতে গিয়েছিলেন, ওঁরাই তাঁকে বাংলো পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে। স্বভাবতই মিস্টার রয় চাইবেন না কেউ ওই জঙ্গলে ঢুকুক। খবরটা বোধ হয় রহিমও জানে। তাই সে তার আপত্তির কথা জানিয়েছে।

আর একটু রাত বাড়লে গামবুটটা পরে নিল অর্জুন। তারপর ব্যাগ খুলে পাকানো দড়ি আর পেন্সিল টর্চটা পকেটে ভরে নিল। ঠিক এগারোটার সময় নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল সে। চারপাশে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এমনকী,বাংলোর আলোগুলোও নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। দরজাটা টেনে বন্ধ করত অর্জুন। তারপর যতটা সম্ভব কম আওয়াজ করে নীচে নেমে এল। একটা সিঁড়ি চলে গেছে ডাইনিং রুমের দিকে। তার দরজা এখন বন্ধ। অন্য সিঁড়িটা নেমে গিয়েছে বাগানের দিকে। অর্জুন সেটাই ধরল।

রহিম বা রাঁধুনি এখন নিশ্চয়ই ঘুমে অচৈতন্য। আকাশে সামান্য মেঘ থাকায় পৃথিবী অস্পষ্ট। বাংলোর পেছনে বেশ খানিকটা ফুলের বাগান রয়েছে। অর্জুন ধীরে ধীরে তার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতেই নদীটাকে দেখতে পেল। নদী এবং বাংলোর মাঝখানে একটা তারের বেড়া যেমন আছে তেমনই ছোট গেট করা হয়েছে যাওয়া-আসার সুবিধের জন্য। গেট পেরোলেই জায়গাটা ন্যাড়া। মাথার ওপরে কোনও আড়াল নেই। অর্জুন চারপাশে তাকাল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বাঁ দিকে একটা কালো স্তূপ পড়ে রয়েছে বলে মনে হল। সেদিকে এগোতেই বিশাল পাথরের চাঁই দেখতে পেল। পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে ঢিবির মতো করে রাখা হয়েছে।

হাওয়া দিচ্ছে বেশ। অর্জুন পাথরের ওপর বসল। প্রায় আধঘণ্টা বাদে তার মনে হল নদীর ওপারে যেন দু-তিনটে আলো জ্বলে উঠল। ওগুলো এত ছোট যে, ভাল করে বোঝা যাচ্ছিল না। তিনটে নয়, দুটো, আলো দুটো নদীতে নামল। টর্চ জ্বালিয়ে লোকজন এদিকে আসছে। ওরা যখন প্রায় এপারে পৌঁছে গিয়েছে তখন বোঝা গেল বেশি নয়, দুটো লোকই এসেছে। ওরা ওপরে উঠে এল। অর্জুন ততক্ষণে ঢিবির আড়ালে সরে গেছে।

লোকদুটো এগোল না। বাংলোর গেটের কাছে গিয়ে টর্চের আলো বারবার নেভাতে এবং জ্বালাতে লাগল। অর্থাৎ ওরা যে এসেছে সেই সংকেত পাঠাচ্ছিল। প্রায় দশ মিনিট ধরে সমানে চেষ্টা চালিয়ে গিয়ে থেমে গেল ওরা। একজন এই প্রথম কথা বলল, "কী হল? আসছে না কেন?" কথাগুলো বলল নেপালি ভাষায়।

দ্বিতীয়জন বলল, "ভেতরে যাব?"

প্রথমজন আপত্তি করল, "না। এখন টুরিস্ট আছে।"

"আরে টুরিস্ট কি না কে জানে?"

"না, না, খবর পেয়েছি, টুরিস্ট। আমেরিকা থেকে এসেছে।"

"তা হলে আর দাঁড়িয়ে লাভ নেই, চল ফিরে যাই!"

"আর একটু দাঁড়া। নইলে বস খেপে যাবে।"

ওরা আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করল। তারপর যেমন এসেছিল তেমনই নেমে গেল নদীতে। ওরা জঙ্গলে ফিরে যাচ্ছে, এ-সময় ওদের অনুসরণ করলে অনেক কিছু জানা যাবে। কিন্তু অর্জুন ঝুঁকি নিল না। ওরা কার জন্যে অপেক্ষা করছিল এখানে? রহিম নিশ্চয়ই নয়, তা হলে তাকে দেখা যেত। এই সময় গাড়ির শব্দ কানে এল। ওপাশের রাস্তা দিয়ে গাড়িটা আসছে। আওয়াজ শুনে বোঝা গেল বাংলোর সামনে এসে থামল সেটা। এত রাত্রে গাড়িতে কে এল? অর্জুন নড়ল না।

কয়েক মিনিট সব চুপচাপ। অর্জুন দেখল দোতলার একটি ঘরের আলো জ্বলে উঠল। ওই ঘরটি রয় সাহেবের। তার মানে ভদ্রলোক এত রাত্রে ফিরলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে আলোটা নিভে গেল। এবার ফেরা যাক। অর্জুন ভাবল। এতক্ষণে তাকে মশারা আক্রমণ করেছে। সে নদীর দিকে তাকাল। লোকদুটোকে আর দেখা যাচ্ছে না। ওরা নিশ্চয়ই জঙ্গলে ঢুকে গেছে। যে জায়গা দিয়ে ওরা বেরিয়েছিল সেটা ভাল করে লক্ষ করল সে। আগামীকাল ওইদিক দিয়েই জঙ্গলে ঢুকতে হবে।

সে ঢিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই একটা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেল। বাংলোর গেট থেকে বেরিয়ে মূর্তি তাকিয়ে আছে নদীর ওপারের জঙ্গলের দিকে। মূর্তিটি যে মিস্টার রয়ের তা বুঝতে পারল হাঁটাচলার ভঙ্গিতে। ভদ্রলোক যেন অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভেতরে চলে গেলেন তিনি। দোতলায় আলো জ্বলল এবং নিভল। যে সন্দেহ অর্জুনের মনে এসেছিল সেটা যে এভাবে সত্যি হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি সে। জঙ্গলে কিছু মানুষ রয়েছে যাদের সঙ্গে মিস্টার রয়ের সম্পর্ক আছে। সম্পর্কটা নিশ্চয়ই গোপন, তাই দিনের বেলায় জঙ্গলের বাসিন্দারা এদিকে আসে না।

www.boiRboi.blogspot.com

আবার এও হতে পারে, কোনও বড় অভিযোগ বানানোর জন্যে এই ব্যবস্থা সরকারি নির্দেশেই হয়েছে। মিস্টার রয় একটা বড় সরকারি অফিসার, প্রকাশ্যে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চান না, কারণ তাতে শত্রুপক্ষ খবর পেয়ে যাবে। তা হলে এই শত্রুপক্ষ কারা?

শেষপর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেজর সঙ্গী হলেন। ম্যালকম সাহেবের নেতৃত্বে ওরা যখন বাংলো থেকে বের হল তখন সবে পুবের আকাশ লাল হয়েছে। বাংলোয় এখনও ঘুম জড়ানো। মিস্টার রয়ের ঘর ভেতর থেকে বন্ধ।

অর্জুন ওঁদের নিয়ে এল বাংলোর পেছনের গেটে। সেটি পার হতেই নদী। নির্জলা নদী এখন ছায়ামাখা। মেজর বললেন, "বাঃ, এখানেই সারাদিন বসে থাকা যায়।"

"তা হলে তো পাখির দেখা পাওয়া যাবে না।" অর্জুন বলল।

"তা বটে।" মেজর ইংরেজিতে ম্যালকমকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোনদিকে যাবে?"

ম্যালকম দূরের জঙ্গল দেখছিলেন। তিনি জবাব দেওয়ার আগেই অর্জুন হাত তুলে গতরাতের দেখা জায়গাটাকে দেখাল, "মিস্টার ম্যালকম, ওখান দিয়ে আজ আমরা জঙ্গলে ঢুকব। মনে হয় কিছুটা পায়েচলার পথ পাওয়া যাবে।"

"কিন্তু আমি ওই পাহাড়ের কাছাকাছি যেতে চাই।"

"হ্যাঁ, আমরা এদিক দিয়েও যেতে পারি।"

ওরা নদীতে নেমে পড়ল। প্রত্যেকের সঙ্গে জলের বোতল, মেজরের ব্যাগে বিস্কুট আর হুইস্কি, ম্যালকম সাহেবের ব্যাগ একটু ভারী, সেখানে দু'ধরনের ক্যামেরা রয়েছে। নদী পেরিয়ে ওরা ঠিকঠাক সেই জায়গায় চলে এল, যেখানে গতরাত্রের আগন্তুকরা জঙ্গলে মিলিয়ে গিয়েছিল।

কিছু ঝোপ, গুল্ম পেরিয়ে ওরা পায়েচলার পথটা পেয়ে গেল। ক্রমশ জঙ্গল গভীর হল। মাঝে-মাঝে বানরের চিৎকার কানে আসছে। কিন্তু আশ্চর্য, এদিকের কোনও গাছেই পাখির দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। শেষপর্যন্ত ম্যালকম সাহেব বিরক্ত হলেন, "কী ব্যাপার? এরকম হল কেন?"

মেজর গাছগুলোকে দেখলেন, "দ্যাখো তো, এদিকে সেই গাছগুলো আছে কিনা, যার ডালে পাখিরা বসে না। উঁহুঁ! না, চোখে পড়ছে না তো সেরকম পাতা।"

এবার জঙ্গল আরও ঘন হল। পায়েচলা পথ দিয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। দু'পাশের গাছের পাতা ডাল সরাতে হচ্ছে সজোরে। হঠাৎই একটু ফাঁকা ফাঁকা জায়গায় চলে এল ওরা। আর তখনই অর্জুন বুঝল এখানে কিছু মানুষ ছিল। সেই একই ধরনের পাথর সাজিয়ে রান্না করা হয়েছে। ছাই পড়ে আছে অনেকটা। মদের বোতল ভাঙা অবস্থায় পাশে পড়ে। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "এইরকম বোতল কাল দোকানে দেখেছি না?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

শেষপর্যন্ত পাখির দর্শন পাওয়া গেল। পাহাড়টা যত এগিয়ে আসছিল তত রকমারি পাখি আর প্রজাপতিদের ভিড় বাড়ল। অর্জুনের মনে পড়ল, কোথায় যেন সে পড়েছে ডুয়ার্সে আটশো পঁয়ত্রিশ রকমের প্রজাপতি আছে। ম্যালকম সাহেব দ্রুত ছবি তুলছিলেন। গাঢ় নীলরঙা একটা বড় প্রজাপতি দেখে মেজর বাচ্চাদের মতো লাফাতে লাগলেন। "মন ভরে গেল হে, বিউটিফুল শব্দটার মানে বুঝলাম এতদিনে।" পাখিরাও ম্যালকম সাহেবের ক্যামেরায় বন্দি হতে লাগল। শেষপর্যন্ত ওরা পাহাড়ের নীচে পৌঁছে গেল। এখানে একটা ঝোরা বেশ স্রোত নিয়ে বয়ে যাচ্ছে। জল বেশি নয়। ওরা তিনজন একটা পাথরের ওপর চুপচাপ বসে ছিল। জলের শব্দ, পাখির ডাক, মনে হচ্ছিল স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তা এখানেই আছে। হঠাৎ ম্যালকম সাহেব অর্জুনকে স্পর্শ করলেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাতেই অর্জুন অবাক হয়ে গেল। পাহাড়ের পাথরগুলোর ফাঁক গলে একটি অদ্ভুতদর্শন প্রাণী এসে দাঁড়িয়েছে। তার দৃষ্টি ঝোরার জলের দিকে। ছাগল এবং অ্যান্টিলোপের মাঝামাঝি গোছের এই প্রাণী। বলা যেতে পারে গাধা ও ছাগলের সংমিশ্রণ। ভারী চেহারা এবং বিদঘুটে দেখতে। মাথা ও মুখ গাধার মতো বড়, বড় বড় কান, শিং পেছন দিকে বাঁকানো। ম্যালকম সাহেব বিড়বিড় করলেন, "ক্যাপ্রিকরনিস সুমাত্রেন্‌সিস। এটা খুব বিরল প্রাণী। মেজর, তুমি সেরাও বলে কোনও প্রাণীর নাম শুনেছ?"

"সেরাও?" মেজর ফিসফিস করলেন, "শুনেছি। এ তো লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কী যেন নাম, আমার পেটে আসছে,মুখে আসছে না।" শেষদিকে মেজরের গলাটা এত ওপরে উঠে গেল, প্রাণীটি চমকে এদিকে তাকিয়েই উধাও হয়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে। ম্যালকম সাহেব বিরক্ত হলেন, "কী করলে তুমি? আমাকে ছবি তোলার সুযোগ দিলে না।"

মেজর লজ্জিত হলেন, "সরি। আসলে কোনও কিছু মনে না পড়লে—। পড়েছে। হ্যাঁ, কৃষ্ণসার। একবার গিয়ে দেখলে হয়, হয়তো ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে।"

ম্যালকম সাহেব বিরক্ত হন, "হ্যাঁ, তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। এরা খুব বুদ্ধি ধরে, তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি এদের, আর খুব দ্রুত এবং নিঃশব্দে চলাফেরা করে। ও এখন ধারেকাছে নেই। চলো, ওঠা যাক।"

বেলা এগারোটা নাগাদ বিস্কুট আর জল খাওয়া হল। র‍্যাকেট, টেইল্‌ড ড্রোংগো বা ভীমরাজ পাখির দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। মেজর এবার ফিরতে চান কিন্তু ম্যালকম সাহেব নারাজ।

ওরা যে জায়গায় চলে এসেছিল সেখানে জঙ্গল ঘন নয়। পাহাড় কাছাকাছি বলেই পাথর পড়ে আছে এখানে-ওখানে। ম্যালকম সাহেব সমানে চোখে যন্ত্র লাগিয়ে গাছ বা পাহাড় দেখে যাচ্ছেন। হঠাৎ নিচু গলায় বললেন, "অদ্ভুত ব্যাপার।"

"সেই সকালবেলায় কিছুক্ষণ যেমন পাখিরা উধাও হয়ে গিয়েছিল ঠিক তেমনই এখন ওদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। ওপরে তাকিয়ে দ্যাখো।" ম্যালকম বললেন।

না। সত্যি পাখিরা আচমকা উধাও হয়ে গিয়েছে। মিনিট চারেক অপেক্ষা করেও ভীমরাজ দূরের কথা, একটা টিয়াপাখিরও দেখা পাওয়া গেল না। হঠাৎ মেজরের গলায় উত্তেজনা এল, "অর্জুন! লুক! এ গ্রেট ডিসকভারি।"

মেজর কী বিরাট আবিষ্কার করলেন খুঁজতে গিয়ে মাথার ওপরের গাছের পাতায় নজর গেল। মেজর ততক্ষণে প্রায় লাফাচ্ছেন, "এই গাছ। এই গাছের কথাই বলেছেন তাপসবাবু। দ্যাখো, ওয়ান টু থ্রি, প্রচুর গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।"

অর্জুন মাথা নাড়ল। গাছের পাতার সঙ্গে ছাতিম গাছের পাতার চমৎকার মিল আছে। রং ঈষৎ কালচে। বিকাশবাবু বলেছিলেন, ওই গাছে পাখি এসে বসে না। কেন? বিকাশবাবু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন। তাঁরা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাও এখন পর্যন্ত শোনা যায়নি।

ম্যালকম সাহেব ততক্ষণে উদ্যোগী হয়েছে গাছের পাতা সংগ্রহের জন্য।। গোটা আটেক পাতা ছেঁড়া হল। অর্জুন তার একটা প্রান্ত মুখে দিয়েই থুঃ বলে ফেলে দিল। শুধু তেতোই নয়, দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাতও বেরিয়ে আসছে। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "এই গাছের নাম কী?"

ম্যালকম সাহেব মাথা নাড়লেন, "জানি না।" তিনি এবার গাছের ছবি তুলতে লাগলেন নানান দিক দিয়ে। অর্জুন লক্ষ করল পাখি দূরের কথা, কোনও পতঙ্গ পর্যন্ত এই গাছগুলোর কাছে ঘেঁষছে না। বিষকন্যা শব্দটা সে শুনেছে। বিষবৃক্ষ লেখার সময় বঙ্কিমচন্দ্র কি এই গাছটার কথা শুনেছিলেন?

আর একটু এগোতেই জঙ্গল আবার স্বাভাবিক। বানর ছুটোছুটি করছে, পাখি ডাকছে। হঠাৎ জঙ্গলে হুটোপুটি শব্দ হল, কোনও বড় জানোয়ার ওদের দেখতে পেয়ে দৌড়ে মিলিয়ে গেল আরও গভীরে। তাকে দেখা গেল না কিন্তু গাছপালা আন্দোলিত হল। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "কী হতে পারে? গণ্ডার না বাইসন?"

ম্যালকম বললেন, "অন্তত বাঘ নয়। বাঘ ওভাবে পালায় না।"

www.boiRboi.blogspot.com

অর্জুন বলল, "চলুন, দেখাই যাক।"

"তুমি কি উন্মাদ? আমাদের হাতে কোনও অস্ত্র নেই।" মেজর আপত্তি করলেন।

"তার কী দরকার? যে ছিল সে তো পালিয়েছে।" অর্জুন জঙ্গল সরিয়ে পথ করতে লাগল। যেখান থেকে আওয়াজ এবং গাছের আন্দোলন দেখা গিয়েছিল সেখানে পৌঁছে হতভম্ব হয়ে গেল অর্জুন। একটা আধখাওয়া মদের বোতল আর ব্যাগ পড়ে আছে সেখানে। ব্যাগটাকে তুলে নিল সে। বেজায় ভারী। মেজর এসে পৌঁছেছিলেন পেছনে। ঠোঁটে আঙুল রেখে তাঁকে কথা বলতে নিষেধ করল অর্জুন।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসাটা খুব স্বচ্ছন্দে হয়নি। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল কেউ বা কারা তাদের পেছন পেছন আসছে। জঙ্গল যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন সে আত্মপ্রকাশ করল। আচমকা লাফিয়ে পড়ল সামনে। হাতে একটি আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। মাথায় টুপি, শরীরে নীল শার্টপ্যান্ট। মুখের আদল মঙ্গোলিয়ান। রাগী গলায় বলল, "গুলি করে উড়িয়ে দেব তোমাদের। এতবড় সাহস যে, আমার ব্যাগ নিয়ে চলে যাচ্ছ?"

অর্জুন বুঝল, লোকটি প্রকৃতিস্থ নয়। গলার স্বর জড়ানো, হাত কাঁপছে। সে খুব নিরীহ গলায় জিজ্ঞেস করল, "এটা তোমার ব্যাগ?"

"হ্যাঁ। দাও ব্যাগটা।" লোকটা কথা বলছিল ভাঙা হিন্দিতে।

অর্জুন বলল, "আমার নাম অর্জুন। শুনেছ?"

লোকটার কপালে ভাঁজ পড়ল। নামটা শুনেছে কিনা ভাবতে লাগল। তার নেশা বেশ বেড়ে যাওয়ায় সে অকারণে দু'দিকে মাথা নাড়তে শুরু করল। এবং তখন হাতের অস্ত্রের মুখ মাটির দিকে নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। ধাক্কা খেয়ে লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, অস্ত্র গেল ছিটকে। মেজর তৎক্ষণাৎ তুলে নিলেন সেটা, "মেড ইন পাকিস্তান!"

ততক্ষণে লোকটাকে উপুড় করে চেপে ধরেছে অর্জুন, "বল, তুই কে?"

লোকটা মাথা নাড়তে লাগল, কথা বলবে না। অনেক চেষ্টা করেও যখন ওর মুখ দিয়ে কথা বের করা গেল না তখন অর্জুনের মাথায় মতলবটা এল। মেজরের ব্যাগে রাখা বিকাশবাবুর আবিষ্কার করা গাছের পাতার একটা টুকরো ছিঁড়ে জোর করে লোকটার মুখে ঢুকিয়ে দিল। মিনিটখানেকের মধ্যে অদ্ভুত কাজ হল। হড়হড় করে বমি করতে লাগল লোকটা। পেটে যা ছিল সব বেরিয়ে গেল তার। হাঁফাতে হাঁফাতে সে যখন তাকাল তখন তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ওই অবস্থায় ককিয়ে উঠল লোকটা, "আমাকে মেরে ফেলবে। আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে বাঁচান।"

"কে মারবে তোমাকে?"

"ওরা।"

"কারা?"

"যারা ট্রেনিং দিতে এসেছে।"

অর্জুন মেজরকে ব্যাগটা খুলতে বলল। ব্যাগ খুলে মেজর কয়েকটা জামাপ্যান্ট আর কয়েক রাউন্ড গুলি পেলেন। সেগুলো তুলে ধরতেই অর্জুন বলল, "আরে! এইরকম গুলিই তো সহদেব নিয়ে আসছিল!"

মেজর বললেন, "এখন একে নিয়ে কী করবে?"

লোকটার হাত বাঁধা হল। অর্জুনের মনে হল, ওর সঙ্গীরা যদি আশপাশে থাকে তা হলে তারা ছেড়ে দেবে না। যে-কোনও মুহূর্তেই আক্রমণ হতে পারে। মুখ খুলেছে, ধরা পড়েছে বলে একেও ওরা শেষ করে দেবে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যেতে লোকটা তেমন আপত্তি করছে না। যেন ফিরে গেলেই ও আরও বিপদে পড়বে।

নদীর কাছে পৌঁছতেই মানুষের গলা কানে এল। জঙ্গলের আড়াল থেকে ওরা দেখল, কয়েকজন লোককে সঙ্গে নিয়ে বিট অফিসার হেঁটে যাচ্ছেন। অর্জুন চেঁচিয়ে তাঁকে ডাকল।

কাছে এসে ভদ্রলোক অবাক! সব শুনে বললেন, "আপনাদের ভাগ্য খুব ভাল। ওকে এখনই থানায় জমা করে দেওয়া দরকার। তাতে অবশ্য ওর উপকার হবে।"

"মানে?" মেজর অবাক!

"কোর্টে উঠলে প্রমাণের অভাবে জামিন পেয়ে যাবে।"

"কিন্তু এরা কারা? অস্ত্র নিয়ে জঙ্গলে ঘুরছে কেন?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

"কানাঘুষো শুনেছি, এই জঙ্গলে সন্ত্রাসবাদীরা আসা-যাওয়া করছে।"

অর্জুন তাকাল, "আপনি শুধু শুনেছেন, প্রমাণ পাননি?"

ভদ্রলোক হাতজোড় করলেন, "আমাকে এরকম প্রশ্ন করবেন না। ফ্যামিলি নিয়ে থাকি। এখানে আমার কোনও নিরাপত্তা নেই।" তারপর গলা নামিয়ে বললেন, "ওকে ছেড়ে দিলেই ও বিপদে পড়বে। ধরা পড়ার দায়ে মারাত্মক শাস্তি দেবে দলের লোক। এটাকে ওরা বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে ফেলবে।"

"থানা কতদূরে?"

"বাজারের ওপাশেই।"

ব্যাগ এবং অস্ত্র সরিয়ে নিয়ে লোকটার বাঁধন খুলে দিয়ে চলে যেতে বলা হল। কিন্তু লোকটি গেল না। মেজর তাকে বললেন, "তুমি তো কোনও অন্যায় করোনি যে, তোমাকে আমরা ধরে নিয়ে যাব। হ্যাঁ, এই অস্ত্র যদি বেআইনি হয় তা হলে নিশ্চয়ই অপরাধ। তবু তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি।"

লোকটা হঠাৎ দৌড়োতে শুরু করল। জঙ্গল নয়, নদীর বুক ধরে সে দৌড়ে যেতে লাগল জয়ন্তীর দিকে। বিট অফিসার বললেন, "দেখ তো, ও প্রাণের ভয়ে জঙ্গলে ফিরতে চাইছে না। আপনারা আর এখানে দাঁড়াবেন না। ফিরে যান।"

মেজর বললেন, "ওকে ধরুন, পালিয়ে যাচ্ছে।"

বিট অফিসার বললেন, "ওকে ধরলে যে হাঙ্গামা হবে তা আমি সামলাতে পারব না। আমার বড়কর্তারাও পাশে দাঁড়াবেন না। তা ছাড়া ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করব কী করে? এসব অস্ত্রের কথাও ও অস্বীকার করবে।'

অর্জুনের মনে হল, ভদ্রলোকের কথায় যুক্তি আছে। ইনি ছাপোষা মানুষ, পুলিশ নন। কেন মিছিমিছি ঝামেলায় জড়াবেন।

ওরা নদী পেরিয়ে এলে অর্জুন বলল সে থানায় গিয়ে অস্ত্র জমা দেবে। মেজর সঙ্গে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু অর্জুন নিষেধ করল। বলল, "আপনাদের পাশপোর্ট আমেরিকার, আপনাদের তাই না যাওয়াই ভাল।"

এখন বিকেল হয়ে এসেছে। খিদেয় পেট জ্বলছে। লম্বা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে তাকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে লোকজন অবাক হয়ে গেল। সেদিকে পাত্তা না দিয়ে খোঁজখবর নিয়ে অর্জুন থানায় পৌঁছে গেল। দারোগা ছিলেন না। দুপুরে খেতে গিয়ে বিশ্রাম করছেন। অর্জুনের হাতে অস্ত্র দেখে হইহই পড়ে গেল থানায়। অর্জুন বলল, "ওসিকে খবর দিন। বলুন, জরুরি।"

ভদ্রলোক এলেন মিনিট পনেরো বাদে। এসেই সহকারীদের কাছে সব শুনে হম্বিতম্বি শুরু করে দিলেন, "কে আপনি? লাইসেন্স আছে? এসব বিদেশি অস্ত্র কোথায় পেলেন?"

অর্জুন তাঁকে যত বোঝাতে যায় তত খেপে ওঠেন ভদ্রলোক। ব্যঙ্গ করে বললেন, "আমার এলাকায় জঙ্গলে এসব অস্ত্র ছড়িয়ে আছে আর আপনি বেড়াতে গিয়ে কুড়িয়ে আনবেন? আমাকে কি পাগল ভেবেছেন? বেআইনি অস্ত্র রাখার জন্যে আপনাকে অ্যারেস্ট করা হল। কী সর্বনেশে কাণ্ড।"

অর্জুন বলল, "তা হলে আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে হয়।"

"তার মানে?"

"আপনার এস পি সাহেবকে ফোন করব।"

"কেন?"

"উনি আমাকে চেনেন। ঠিক আছে, আপনিই করুন। বলুন, জলপাইগুড়ির অর্জুনকে আপনি অ্যারেস্ট করছেন।" অর্জুন গম্ভীর গলায় বলল।

দারোগার চোখ ছোট হয়ে গেল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান। নামটা আমি

www.boiRboi.blogspot.com

শুনেছি। আপনি, আপনি শখের গোয়েন্দা, না?"

"না। আমি সত্যসন্ধানী। আপনি ফোন করুন।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। পরিচয় না দিলে বুঝব কী করে!"

"আমার সঙ্গে ওর অন্য ব্যাপারে কথা আছে।"

"অন্য ব্যাপারে? কিন্তু অ্যারেস্টের ব্যাপারটা বলবেন না কেন?"

অর্জুন হেসে ফেলল, "না।"

টেলিফোনে যোগাযোগ হল। অর্জুনের গলা পেয়ে ভদ্রলোক বললেন, "বলুন, সমস্যা কী?"

অর্জুন বলল, "টেলিফোনে বলা যাবে না। কিন্তু আজ সন্ধের মধ্যেই আপনার জয়ন্তীতে আসা দরকার। একটা ভয়ঙ্কর আবিষ্কার করতে পারবেন।"

"কিন্তু ব্যাপারটা কী, না জানলে—।"

"আমি আপনাকে কখনওই সামান্য কারণে আসতে অনুরোধ করব না। আর আসার সময় অন্তত জনাদশেক জোয়ান সেপাইকে সঙ্গে আনবেন।" অর্জুন বলল, "আপনাদের এই থানার ফোনেও সব কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না। আমি ফরেস্ট বাংলোতে আছি। প্লিজ, এই অনুরোধটাকে গুরুত্ব দিন।"

রিসিভার রাখামাত্র দারোগা জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে সার? আমার এলাকা তো খুব শান্ত। যা গোলমাল তা ওই হাসিমারার দিকে হয়।"

"আজ রাত্রে ডাকাতি হবে।"

"ডাকাতি? তার জন্যে এস পি সাহেবকে এতদূর আসতে বললেন?"

"উনি এলে আপনার শক্তি বাড়বে। আর এই ডাকাতির কথাটা দয়া করে কাউকে জানাবেন না। আপনার সেপাইদেরও নয়।" অর্জুন বেরিয়ে গেল।

রাত ন'টা নাগাদ জিপ এসে থামল বাংলোর গেটে। নীচের ড্রইং রুমে এসে তখন ওরা আলোচনা করছিল। থানা থেকে বেরিয়ে অর্জুন একটা এস টি ডি বুথ থেকে মাকে ফোন করেছিল। তিনি বলেছেন, বিকাশবাবুর মেয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি এবার আসতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন।

খবরটা শুনে মেজর একটু হতাশ হয়েছেন। ওঁর বাসনা ছিল বিকাশবাবুকে নিয়ে ওই পাতার ওপর গবেষণা করার। ওটাকে লাই-ডিটেক্টর হিসেবে দারুণ কাজে লাগানো যায়, আজ প্রমাণিত হয়েছে। উনি গাছগুলোকে দেখেছিলেন নীলপাড়ার জঙ্গলে। কিন্তু এখানেও তারা রয়েছে। ওটা ব্যবহার করলে পুলিশকে মারপিট বা ইলেকট্রিক শক দিয়ে আসামিদের পেট থেকে কথা বের করতে হবে না। পৃথিবীর সমস্ত পুলিশ লুফে নেবে আইডিয়াটা। ওই পাতা থেকে নিশ্চয়ই ট্যাবলেট বানানো যায়। সেই ট্যাবলেট মুখে ঢুকিয়ে দিলেই আসামি বমি করবে এবং কথা বলবে।

কথাবার্তা যখন চলছিল তখন এস পি সাহেব দরজায় এসে দাঁড়ালেন। অর্জুন উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল। ভদ্রলোক সোফায় বসে বললেন, "কী ডাকাতি হবে এখানে যে, ছুটিয়ে আনলেন?'

"ডাকাতির কথা কে বলল আপনাকে?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"ও সি।"

"আপনি এসেছেন বলে ধন্যবাদ। এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। মিস্টার ম্যালকম বিখ্যাত পক্ষিবিদ, মেজর হলেন অভিযাত্রী। আমরা এখন আপনার জঙ্গলে ভীমরাজ পাখি খুঁজে বেড়াচ্ছি।" অর্জুন বলল।

"সে ব্যাপারে সাহায্য করতে নিশ্চয়ই আমাকে ডাকেননি।" এস পি সাহেব হাসলেন?

অর্জুন তখন সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলল। এই জঙ্গলে বেশ কিছু মানুষ লুকিয়ে আছে। তাদের কাছে আধুনিক অস্ত্র রয়েছে। ওদের খাবার এবং মদ এখান থেকেই সাপ্লাই হয়। এই লোকগুলোকে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।

এস পি সোজা হয়ে বসেছিলেন, "সর্বনাশ! আমাদের কাছে খবর ছিল ভুটানের জঙ্গলে এরকম কয়েকটা ক্যাম্প হয়েছে। কিন্তু আজ লোকটাকে হাতে পেয়েও ধরতে পারলেন না? ওকে ট্যাপ করে বাকিদের হদিস পাওয়া যেত।"

"সেই হদিস দেওয়ার জন্যে অন্য লোক আছেন?"

"কে তিনি?"

"বলব। আগে বলুন আপনি কি ফোর্স নিয়ে এসেছেন?"

"অফ কোর্স!"

"তা হলে সারারাত এক্সপিডিশনের জন্যে তৈরি থাকুন।"

"কিন্তু লোকটি কে?"

"তিনি এখন শরীর খারাপ বলে ওপরের একটা ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন।"

"আহা, পরিচয়টা দিন।"

"মিস্টার রয়। সেন্ট্রাল এক্সাইজের বড়কর্তা।"

"কী বলছেন অর্জুন? উনি একজন সিনিয়ার অফিসার।"

"জানি। কিন্তু মাঝরাতে জঙ্গলের লোক টর্চ জ্বেলে ওঁকে বাংলোয় পৌঁছে দেয়। কাল রাতেও ওঁর খোঁজে জঙ্গল থেকে লোক এসেছিল।"

"স্ট্রেঞ্জ! জঙ্গলে কত লোক আছে?"

"জানি না।"

"লোকাল থানাকে এসব বলতে চাননি কেন?"

"যখন দেখলাম দারোগাবাবুর বয়স হয়েছে, রিটায়ার করার মুখে তখন মনে হল ওঁর উৎসাহ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। নইলে নাকের ডগার জঙ্গলে এসব কাণ্ড হচ্ছে, সামনের বাজার থেকে খাবার আর মদের দোকান থেকে মদ যাচ্ছে, আর উনি কিছু জানেন না, এটা হয়? ওঁর আর জানবার আগ্রহই নেই। সে কারণেই আপনাকে জানাতে হল।" অর্জুন বলল।

"মদের দোকানের মালিক নিশ্চয়ই খবরাখবর রাখে।"

"অবশ্যই। রেগুলার অত মদ বিক্রি হচ্ছে, সাইকেলে চাপিয়ে লোক নিয়ে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে ওগুলো, সেটা জানতে চাওয়াই স্বাভাবিক।" অর্জুন বলল।

"আপনি কীভাবে শুরু করতে চান?" এস পি জিজ্ঞেস করলেন।

ওরা নিচু গলায় আলোচনা শুরু করল।

মেজর ছাড়লেন না। এ সময় বাংলোয় বসে থাকতে তিনি মোটেই রাজি নন। ম্যালকম থেকে গেলেন। এস পি সাহেব তখন কথাবার্তা বলে জিপ নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। রাত দশটা নাগাদ তাঁর সঙ্গে নদীর ধারে দেখা করল অর্জুন এবং মেজর। নিঃশব্দে ওরা চলে এল সেই পাথরের ঢিবির এপাশে, যেখানে দাঁড়ালে কেউ তাদের চট করে দেখতে পারবে না।

পাথরের ওপর বসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার ফোর্স কোথায়?"

"দেখতে পাচ্ছেন না তো! আকাশে মেঘ আছে। অন্ধকার খুব। কিন্তু আলো থাকলেও ওদের দেখতে পেতেন না।" এস পি হাসলেন, "ওরা ঘণ্টা দুয়েক আগেই নদীর বুকে পাথরের ওপর শুয়ে আছে।"

"শুয়ে আছে?" মেজর মদের পাত্র বের করলেন।

"লুকিয়ে আছে। কিন্তু অর্জুন, আপনি শিওর যে, ওরা আসবে?"

"হ্যাঁ। মিস্টার রয়ের অসুস্থতাই প্রমাণ করছে যে, তিনি জেনে গেছেন একজন উগ্রপন্থী জঙ্গলে অস্ত্র ফেলে পালিয়েছে। এ ব্যাপারে আজ রাত্রে জরুরি মিটিং হওয়াই স্বাভাবিক।" অর্জুন কথা শেষ করে মেজরের কনুইতে হাত রাখল, "এখন আর খাবেন না। বাতাসে গন্ধ ভাসবে।"

"এটা স্কচ হে!"

"জানি। কিন্তু ওটা অ্যালকোহল।"

"ওকে!"

রাত বাড়ছিল। ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছবার পর হঠাৎ জঙ্গলের মুখে আলোর সংকেত দেখা গেল। মেজর বললেন, "অ্যাটাক করা যাক।"

অর্জুন চাপা গলায় বলল, "চুপ করুন। হয় ওরা আসবে, নয় কেউ এখান থেকে যাবে।"

মিনিটখানেকের মধ্যেই বাংলোর পেছনের গেটে আলো জ্বলল। প্রায় তিরিশ সেকেন্ড টর্চটা জঙ্গলমুখী হয়ে জ্বলে থাকলে জঙ্গলের আলোর সংকেত বন্ধ হয়ে গেল। লোকটি যে মিস্টার রয় তাতে

www.boiRboi.blogspot.com

কোনও সন্দেহ নেই। ছায়ামূর্তি এগিয়ে যাচ্ছে নদীর বুক চিরে। অর্জুনের ভয় হচ্ছিল, লুকিয়ে থাকা পুলিশদের ভদ্রলোক দেখে না ফেলেন। কিছুটা দূরে যেতে দিয়ে অর্জুন বলল, "চলুন, ওঁকে অনুসরণ করা যাক।" যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ওরা হাঁটতে আরম্ভ করল। মেঘের আড়াল ছিল আকাশে, এবার হাওয়া বইতে শুরু করল। তার আওয়াজ বাড়ছে। ছায়ামূর্তি জঙ্গলে পৌঁছে যেতেই এস পি অদ্ভুত শিস দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ফুঁড়ে একজন উঠে এল সামনে। এস পি বললেন, "আমরা জঙ্গলে ঢুকছি, আপনারা পেছনে থাকুন। হুইস্‌ল শুনলেই অ্যাটাক করবেন।"

লোকটা আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ওরা জঙ্গলের গায়ে পৌঁছনো মাত্র ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হল। খুব জোরে নয় কিন্তু গাছের পাতায় শব্দ হচ্ছে। পায়েচলা পথটা এখন দেখা যাচ্ছে না। অর্জুন অনুমান করে জঙ্গলে ঢুকল। এস পি সাহেবের হাতে এখন অস্ত্র। জামাপ্যান্ট ভিজতে শুরু করেছে। হঠাৎ মেজর ফিসফিস করে বললেন, "মদের গন্ধ পাচ্ছি হে। কড়া মদ।"

ছায়ামূর্তি কোনদিকে অদৃশ্য হয়েছে, বোঝা যাচ্ছিল না। ওকে এগিয়ে যেতে না দিয়েও উপায় ছিল না। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "গন্ধটা কোনদিক দিয়ে আসছে বলে মনে করছেন?"

নাক টানলেন মেজর। তারপর বললেন, "বৃষ্টিতে সব গুলিয়ে যাচ্ছে।" বলে হিপ পকেট থেকে পাত্রটি বের করে এক ঢোক খেয়ে নিলেন। ওরা মিনিটচারেক এগনোর পর আলো দেখতে পেল। সেদিকে পা বাড়াতেই প্রচণ্ড জোরে কেউ যেন অর্জুনের ওপর লাফিয়ে পড়ল। সে মাটিতে পড়ে যেতেই তার দুটো হাত পেছনে মুড়ে বেঁধে ফেলল আর-একটা লোক। এস পি সাহেবেরও একই দশা। ওদের দু'জনকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হল আলোর কাছে। জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় মাথার ওপর ত্রিপল টাঙিয়ে বসে আছে কয়েকজন। বেশিরভাগ মানুষই পাহাড়ের। একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কুত্তাগুলো এত বোকা, ভাবতে পারিনি! ঠিক টোপ গিলল।"

ভারিক্কি চেহারার একজন বলল, "তুই তো এস পি। তাই না? তোকে মারব না। আমাদের যে চারজনকে তোরা হাসিমারায় ধরেছিস, তাদের ছেড়ে দিতে বল, তোকেও ছেড়ে দেব। আর এই ছোকরাটা নাকি গোয়েন্দা। ওর সঙ্গে একটা সাহেব আর দাড়িওয়ালা ছিল, তারা কোথায়?"

আগের লোকটি বলল, "তারা বাংলোয়।"

"ছোকরাটাকে খতম করে ওদের কাছে বডি পাঠিয়ে দে।" হুকুম হয়ে গেল।

অর্জুন কোনওমতে উঠে বসেছিল। মেজর কোথায়? তিনি তো তাদের পেছনেই ছিলেন। ওরা যদি তাদের জন্যে ফাঁদ পেতে থাকে তা হলে মেজরকেও দেখেছে। তা হলে কি মেজর নিজেকে বাঁচাতে পেরেছেন? আর ওঁকে ধরতে পারেনি বলে বাংলোয় থাকার কথা বলছে। কিংবা যারা তাদের ধরেছে তারা তাদের ব্যর্থতার কথা নেতাকে জানাতে চায়নি। কিন্তু ছায়ামূর্তি কোথায়? হঠাৎ এস পি সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কী চাও? কেন এই জঙ্গলে লুকিয়ে আছ?"

"তার জবাব তোকে দিয়ে লাভ নেই। এই নে, আলিপুরদুয়ারের ডি এসপি-কে বল ওদের ছেড়ে দিতে।" এক নেতা মোবাইল ফোন এগিয়ে ধরল এস পি-র সামনে। আর একজন এসে ওঁর হাত খুলে দিল। এস পি মাথা নাড়লেন, "কোনও কাজ হবে না। ওদের কোর্টে তোলা হয়ে গেছে। এখন আমার কোনও ক্ষমতা নেই।"

"তা হলে ডি এম-কে বল। ওদের না ছাড়লে তোকে ছাড়া হবে না।"

এই সময় একটা লোক জঙ্গল ফুঁড়ে ছুটে এল, "পুলিশ! মোটা লোকটা পুলিশ নিয়ে আসছে।"

"পুলিশ? এত কাছে পুলিশ এল কী করে?" নেতা উত্তেজিত হল, "এস পিকে নিয়ে এক নম্বর ক্যাম্পে চলে যাও। এ ব্যাটাকে—!" রিভলভার বের করল নেতা। ঠিক তখনই অন্ধকার জঙ্গল থেকে কিছু একটা উড়ে এসে নেতার মুখে আঘাত করল। বস্তুটি থেকে তরল পদার্থ বেরিয়ে নেতার চোখমুখ ভাসিয়ে দিল। দু' হাতে মুখ ঢাকতে চেষ্টা করল লোকটা, আর তখনই এস পি লাফিয়ে পড়লেন ওর ওপরে। লোকটাকে কব্জা করতে দেরি হল না। ততক্ষণে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে জায়গাটা। কিছু লোক পালিয়ে গেল। ধরা পড়ল বাকিরা। মেজর বীরবিক্রমে এগিয়ে এসে খালের ওপর থেকে তাঁর চ্যাপটা পাত্র কুড়িয়ে নিয়ে অর্জুনকে বললেন, "কীরকম কাজ দিল এটা, বলো!" বাঁধনমুক্ত হয়ে অর্জুন ছুটল নদীর দিকে। না, কোনও ছায়ামূর্তি সেখানে নেই। উগ্রপন্থীদের নেতা ধরা পড়ল জয়ন্তীর পাহাড়ে। কিন্তু দু'জনের দুটো আফসোস থেকে গেল। অর্জুনের আফসোস, রয়সাহেবকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ম্যালকম সাহেবের আফসোস, এ-যাত্রায় তিনি ভীমরাজ পাখির দেখা পাননি।

সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল । বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে । আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না । তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলবাবে অনুপ্রাণিত করেছে । আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই ।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা । মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত । তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা । আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম । আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না ।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয় । অনেকেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না । আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব ।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না । বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন । পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন । তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই । বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন । আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই ।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য । কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব ।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার । আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে । আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন । www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে । আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম ।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন ।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900